শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত

In Care of Madhabananda Das
Please Return

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বিরচিত

DIGITIZATION, PDF CREATION, BOOKMARKING AND UPLOADING
BY HARI PĀRṢADA DĀSA ON 04-FEBRUARY-2017

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত

শ্রীশ্রীব্যাসাবতার মহাকবি

শ্রীল বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর-বিরচিত

আদি, মধ্য ও অন্ত্যখণ্ড

"বড় গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে।
চৈতন্য জানান্ যারে সে জানিতে পারে॥"
চৈঃ ভাঃ

হাওড়া, রামকৃষ্ণপুর নিবাসী
শ্রীহরিচরণ মল্লিক দ্বারা প্রকাশিত
কলিকাতা
জ্যাকশন্ লেন, ক্রাইটীরিয়ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ যন্ত্রে,
শ্রীনন্দলাল দত্ত দ্বারা মুদ্রিত
সন ১৩০৯ সাল

In Care of adh ananda Das
Please Return

প্রকাশক—
শ্রীনন্দকৃষ্ণ মল্লিক
৪১।১বি, ডায়মণ্ডহারবার রোড, কলিকাতা—২৭
নিত্যানন্দ ত্রয়োদশী
১৩৭৭ সাল

প্রাপ্তিস্থান ঃ
শ্রীনন্দকৃষ্ণ মল্লিক
৪১।১বি, ডায়মণ্ডহারবার রোড, কলিকাতা—২৭

অনন্ত চরণ মল্লিক এণ্ড কোং
১৬৭।৪, লেনিন সরণী, (ধর্মতলা ষ্ট্রীট) কলিঃ-১৩

পণ্ডিত শ্রীহেমাঙ্গপ্রসাদ দাস, শাস্ত্রী, ভাগবতভূষণ
গৌর গম্ভীরা
রাধাকান্ত মঠ, বালীসাহী, পোঃ পুরী, জিঃ ওড়িষ্যা

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বারেধিপুরী মহারাজ
শ্রীশ্রীপুরী গৌড়ীয় মঠ
নরেন্দ্র নগর, রাণাঘাট, নদীয়া ও
১৫বি, গোবিন্দ আঢ্য রোড,
চেতলা, কলিকাতা-২৭

শ্রীশ্যামকান্ত বসাক
প্রাণগৌর কার্য্যালয়
৫৩, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা—৯

মহেশ লাইব্রেরী
২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, (কলেজ স্কোয়ার)
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর—
শ্রীশ্যামকান্ত বসাক
৫৩, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণের
উৎসর্গ

কলিপাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দবংশাবতংস মদীষ্টদেব পরমারাধ্য পরমপূজনীয় পূজ্যপাদ
শ্রীল শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্রবিদ্যারত্ন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য
প্রভুজীউর শ্রীচরণসরসীরুহরাজেষু।

গুরুদেব !

কলিযুগের 'বেদব্যাস' শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত প্রণেতা শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুর বিরচিত "শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-চরিতামৃতগ্রন্থ" আপনার কৃপাতেই আপনার দাসভক্তের দ্বারায় এতদিনে মুদ্রিত হইয়া সাধারণে প্রকাশিত হইল।

এই গ্রন্থগত রসবোধে আপনিই প্রবীণ, গৌরপ্রেমার্ণবে সতত মগ্ন, পতিতেরে বড় স্নেহ এবং মাদৃশ পাতকীজনে সর্ব্বদা এই উপদেশ দিয়া থাকেন—

"ভজ সবে শ্রীগৌরাঙ্গ, কহ সবে শ্রীগৌরাঙ্গ,
লহ সবে শ্রীগৌরাঙ্গের নাম।
গৌর বিনা গতি নাই, দৃঢ় করি ভজ তাই,
জপ জপ ইহা অবিরাম॥"

সেইহেতু, আপনার শ্রীকরকমলে ইহা ভক্তিভাবে প্রদত্ত হইল, সাদরগ্রহণেই দাস কৃত-কৃতার্থ হইবে।

ভবদীয়
সেবকানুসেবক দাসভক্ত
শ্রীহরিচরণ মল্লিক

দ্বিতীয় সংস্করণের
উৎসর্গ

যাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদে ও ভক্তিফলে এই অকৃতি অধমের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তনে সুমতি হইয়াছে সেই নিত্যধামগত জনক-জননীর পবিত্র স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া এই শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-চরিতামৃত গ্রন্থখানি শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দে অর্পণ করিলাম।

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীনন্দকৃষ্ণ মল্লিক

In Care of Madhabananda Das
Please Return

জন্ম—১২৬৫ সাল   নিত্যধামগত ৺হরিচরণ মল্লিক   মৃত্যু—১৩৪৩ সাল

In Care of Madhabananda Das
Please Return

নিত্যধামগত ৺হরিচরণ মল্লিক ভক্তবরের সংক্ষিপ্ত জীবনী

হাওড়া রামকৃষ্ণপুর নিবাসী পরম ভাগবত নিতাই-গৌর-গত-প্রাণ বৈষ্ণব চূড়ামণি ৺**হরিচরণ মল্লিক** নানাহিতকর কার্য্যে সর্ব্বদাই আত্মনিয়োগ করিতেন। তিনি শ্রীধাম বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, পুরী, বদরিকাশ্রম, কেদারনাথ, দ্বারকা ও দাক্ষিণাত্যের সকল তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। সপ্তগ্রাম শ্রীমদ্‌উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাটের ট্রাষ্টী ছিলেন এবং উক্ত শ্রীপাটের উন্নতিকল্পে চিরজীবন যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছিলেন। মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীপাটের উন্নতির জন্য শ্রীপাট সন্নিহিত নিজ জমি মায় পাকা বাটী ও পুষ্করিণী দান করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি কয়েক বৎসর হাওড়ার অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। হাওড়া সুবর্ণবণিক সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও রামকৃষ্ণপুর এমঃ ইঃ স্কুলের সম্পাদক ছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত ও শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের ধামালি নামক পুস্তক দ্বয় প্রকাশিত করিয়া বৈষ্ণবগণের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন।

শ্রীক্ষেত্রে দেহ ত্যাগের বাসনায় শেষ জীবন পুরীতে নিজ বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় বাস করিতে ছিলেন। সন ১৩৪৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ "হরে কৃষ্ণ" নাম জপ করিতে করিতে ৭৮ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে নিত্যধামে প্রবেশ করিয়াছেন।

জন্ম—১২৬৫ সাল   মৃত্যু—১৩৪৩ সাল

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরো জয়তিতমাম্

প্রথম সংস্করণের

প্রকাশকের নিবেদন

এই উপাদেয় বৈষ্ণবগ্রন্থে কলিযুগের 'বেদব্যাস' শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রণেতা শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বিরচিত কলিপাবনাবতার শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর চরিত্র সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইল।

"বড় গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে।
চৈতন্য জানান যারে সে জানিতে পারে॥" চৈঃ ভাঃ

ইহা যে বৈষ্ণবমণ্ডলীর আদরণীয় হইবে তাহা বলা বাহুল্য কারণ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে প্রকাশ আছে যে—

"কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবনদাস॥
মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবনদাসমুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥"

আর ও 'কবিকর্ণপূর' গৌরগণোদ্দেশে বর্ণন করিয়াছেন,—

"বেদব্যাসো য এবাসীদ্দাসবৃন্দাবনোঽধুনা।
সখা যঃ কুসুমাপীড়ঃ কার্য্যতস্তং সমাবিশৎ॥"

যিনি দ্বাপরে বেদব্যাস ছিলেন, তিনি এক্ষনে কলিতে 'দাস বৃন্দাবন' হইয়া অবতীর্ণ হন। আবার যিনি ব্রজের কুসুমাপীড় কৃষ্ণসখা, তিনি কার্য্যবশত বৃন্দাবনদাস ঠাকুরে প্রবেশ করিয়া ছিলেন।

এতাবৎ ইহা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত না হওয়ায় আমার পরমাত্মীয় ভাগবতোত্তম্ শ্রীযুক্ত বাবু অমৃত লাল পাইন উকীল মহাশয়ের উৎসাহে ইহার সঙ্কলন ও বৈষ্ণবমণ্ডলীর পাঠোপযোগী করিয়া মুদ্রিত হইল।

পরিশেষে প্রিয় বৈষ্ণবমণ্ডলী সমীপে সানুনয় প্রার্থনা যে, এই গ্রন্থ পাঠে যদি তাঁহাদের কথঞ্চিৎ আনন্দ উপলব্ধি হয় তাহা হইলেই শ্রম ও ব্যয় সফল জ্ঞান করিব। ইতি—

হাওড়া, রামকৃষ্ণপুর,
১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯ সাল } প্রকাশক—

দ্বিতীয় সংস্করণের

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীপাট দেকুড় বাসি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয় ভক্ত বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত এই "শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত" গ্রন্থ।

শ্রীগ্রন্থ তিন খণ্ডে ভাগ করিয়াছেন গ্রন্থকার। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর লীলা বিগ্রহের আবির্ভাব হইতে তিরোভাব পর্য্যন্ত শ্রীগ্রন্থের বিষয়।

গ্রন্থকার পরিশিষ্টে আত্মপরিচয় দিয়াছেন এই ভাবে—

সর্ব্বশেষ ভৃত্যতান্ –বৃন্দাবন দাস।
অরশেষ পাত্র-নারায়ণী গর্ব্ভজাত ॥

দ্বিতীয় সংস্করণে প্রভুপাদ শ্রীমদনমোহন গোস্বামী মহোদয়ের ভূমিকা সংযোগ করিয়া দিলাম।

আমার মেজদা শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ মল্লিক মহাশয়ের আশীর্বাদ মস্তকে গ্রহণ করিতেছি। এই গ্রন্থ প্রকাশে তাঁহার যথেষ্ট প্রেরণা পাইয়াছি। আশা করি ইহাতে তাঁহার আকাঙ্খাও পূর্ণ হইবে।

শ্রীযুক্ত শ্যামকান্ত বসাক মহাশয় গ্রন্থটীর পুনর্মুদ্রণের কথা বলেন। গ্রন্থমুদ্রণ কার্যে তিনি প্রথম হইতে উৎসাহ দিয়া যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞ থাকিলাম। শুধু তাই নয়, আমি বয়সে প্রবীণ হইয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি তাঁহার ভক্ত উচিত প্রেরণা আরও বর্দ্ধিত হউক।

দয়াল শ্রীগৌর-নিত্যানন্দানুগ শ্রীভক্তগণ এই গ্রন্থ আস্বাদন করিয়া আনন্দ লাভ করিবেন সন্দেহ নাই।

অবশেষে দীনের প্রার্থনা, শ্রীভক্তগণ এই কৃপা করুন, যেন শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দে অচলা মতি হয়।

ইতি
বৈষ্ণবদাসানুদাস
প্রকাশক

ডায়মণ্ডহারবার রোড
কলিকাতা-২৭

ভূমিকা

ঔদার্য্যেণ সুকামধেনু দিবিষদ্ বৃক্ষেন্দু চিন্তামণিবৃন্দং ব্রহ্মসুখঞ্চ সুন্দরতয়া কন্দর্প বৃন্দং প্রভুং।
বাৎসল্যেন সুমাতৃধেনুনিচয়ং বিস্পর্দ্ধিনং নন্দিনং নিত্যানন্দমহং নমামি মধুর প্রেমাব্ধিসংবর্দ্ধিনং ॥

সুকামধেনু, কোটি কোটি কল্পতরু এবং চিন্তামণি বৃন্দ যাঁহার ঔদার্য্যের সমান নহে, ব্রহ্মসুখ ও কোটি কোটি কন্দর্প অপেক্ষা সুন্দর তনু, মাতৃ কোটি কোটি হইতে পরম বৎসল, গৌর প্রেমরসোন্মত্ত ভক্তগণের মধুর প্রেম সাগর সম্যক্ বর্দ্ধনকারী শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আমি প্রণাম করিতেছি।

দ্বাপরাবসানে পরম নির্ম্মৎসর শ্রীল বেদব্যাস কলিমল নাশিনী শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়ণ করেন। তিনিই আবার কলিযুগে শ্রীনিত্যানন্দ ভৃত্য শ্রীবৃন্দাবন দাস নাম ধারণ করিয়া (কুমার হট্ট নিবাসী পিতা শ্রীবৈকুণ্ঠ, মাতা শ্রীনারায়ণী দেবী) * শ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত ও শ্রীগৌর নিত্যানন্দের কিছু পদ রচনা করেন। কবি কর্ণপূর চরণ গৌর গণোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থে বলিয়াছেন—

বেদব্যাসো য এবাসীদ্দাস বৃন্দাবনোঽধুনা।
সখা যঃ কুসুমাপীড়ঃ কার্য্যতস্তং সমাবিশৎ ॥

শ্রীভগবৎ গুণকথাই প্রকৃত অমৃত তাহা শ্রীমদ্ ভাগবতে ১০।৩১।৯ শ্লোকে "তব কথামৃতং তপ্ত জীবনং কবিভিরীড়িতং···" শ্লোকে পাওয়া যায়। অর্থাৎ তোমার কথামৃত সংসার তাপে তাপিত জনের জীবন প্রদ। ব্রহ্মা নারদাদি কবিগণ কর্ত্তৃক স্তুত। এই শ্লোকে শ্রীবৈষ্ণব তোষণীকার স্পষ্ট করিয়াছেন—ব্রজদেবীগণ প্রেমময় স্বানুভব রূপ প্রমাণে নির্ণীত কৃষ্ণ কথার মহিমা বর্ণন দ্বারা 'কেমন করিয়া তাঁহারা জীবন ধারণ করিয়াছেন' তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতেছেন 'তব কথা' বাক্যে। কথাই অমৃত—অমৃত বৎ স্বতঃ ফল রূপ এবং ফলান্তরের সাধন। স্বতঃ ফল রূপত্ব ও ফলান্তর সাধন রূপত্ব দেখাইতেছেন—তপ্ত জনের জীবন প্রদ, কবিগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত, কল্মষাপহ, শ্রবণ মঙ্গল, সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বত্র পরিগীত। আলোচনার অংশে তপ্ত জীবন লইয়াছেন—যাহারা সংসার তাপে খিন্ন, তাহাদের কথা দূরে থাকুক, যাহারা তোমার বিরহ তাপে খিন্ন তাহাদের মৃত্যু পর্য্যন্ত অন্ত্যদশা হইতেও জীবন রক্ষা করে; সুতরাং সকলেরই জীবন স্বরূপ।

এখানে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর কথামৃত স্থলে শ্রীগ্রন্থের নাম করণ করিয়াছেন চরিতামৃত। সুরাসুর মিলিয়া সমুদ্র মন্থন করিয়া অমৃত কলস উৎপন্ন করেন। মোহিনী দেবতাদের অমৃত পান করাইলেন। তবু ও ত দেবগণ বিভিন্ন যাতনা সদা ভোগ করিতেছেন। কিন্তু চরিত অমৃত সেবনকারী ভক্তগণ ভগবৎ গুণকথা শ্রবণ করিয়া ও কীর্ত্তন করিয়া স্বয়ং সুখী হইয়া অপর জনকে সুখী করিতেছেন। জগৎ হিতৈষী বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃতের স্বাদ পাইয়া ভাবী জনের কর্ণ মন পবিত্র কারী শ্রীনিতাই চাঁদের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

---

* প্রেম বিলাস

সুরতরুতন্ত্রে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে স্বয়ং শ্রীবলদেব বলিয়া ধরা হইয়াছে।[†] গৌর গণোদ্দেশ ও স্বীকার করিয়াছেন। স্বরূপ দামোদর এতদূর বলিয়াছেন—

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী গর্ব্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশ কলাঃ স নিত্যানন্দাখ্য রামঃ শরণং মমাস্তু ॥

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী চরণ আনন্দ চন্দ্রিকাতে বলিয়াছেন—সঙ্কর্ষণঃ —পরব্যোমনাথস্য সঙ্কর্ষন তৃতীয় ব্যূহোভবতি। কারণতোয়শায়ী—মহাবিষ্ণুঃ, গর্ব্ভোদশায়ী—সহস্র শীর্ষা পুরুষঃ, পয়োব্ধিশায়ী ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু, শেষঃ অনন্তঃ, এতে কেচিৎ অংশাঃ কেচিৎ কলা ভবন্তি। স নিত্যানন্দাখ্য রামঃ শরণং মমাস্তু।

এই মূল সঙ্কর্ষণ শ্রীবলদেব রূপে প্রকট লীলা করেন দ্বাপরযুগে। কলি যুগে তিনিই "বলরাম হৈল নিতাই"। লোচন দাসের ভাষায়—

শুদ্ধ শ্বেতবর্ণ সেই বলাই অনন্ত।
এবে রসে রাঙা হইল বুঝিনু নিতান্ত ॥
লোচন বলে আরে সই ! করি নিবেদন।
চলো যাইয়া ধরি মোরা নিতাই চরণ ॥

মন্ত্র সম্বন্ধে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের ধরণী শেষ সংবাদে দেখিতে পাই—

ইতি নামাষ্টশতকং মন্ত্রং নিবেদিতং শৃণু।
ময়া ত্বয়ি পুরা প্রোক্তং কামবীজেতি সংজ্ঞকং ॥
বহ্নি বীজেন পূতান্তে চাদৌ দেব নমস্তথা।
জাহ্নবীপদং তত্রৈব বল্লভায় ততঃ পরং।
ইতি মন্ত্রো দ্বাদশার্ণঃ সর্ব্বত্রৈব মনোহরঃ ॥

এই সমস্ত দিক্ দেখিয়া আমরা শ্রীনিতাই চরিত কীর্ত্তন করি ইহাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য।

অতিগূঢ় নিত্যানন্দ"—এই বিষয়ে অনঙ্গ মঞ্জরী সম্পূটিকা গ্রন্থের তৃতীয় লহরীতে[*] এই শ্লোকটি পাই।

বসুধা জাহ্নবী কান্তং শ্রীনিত্যানন্দ ঈশ্বরং।
অনঙ্গ মঞ্জরী রূপ অবধৌতং নমাম্যহং ॥

বসুধা জাহ্নবী কান্ত, অবধৌত এবং (ভিতরে) অনঙ্গ মঞ্জরী রূপ শ্রীনিত্যানন্দ ঈশ্বরকে আমি নমস্কার করিতেছি।

শ্রীনিত্যানন্দ (শ্রীবলদেব) প্রভু প্রেমদাতা ও তাঁহার বাহুদ্বয় রক্ষক স্বরূপ সম্বন্ধে কবি ভাস বলিয়াছেন—

উদয়নবেন্দু সবর্ণাবসবদত্তাবলৌ বলস্য ত্বাম্।
পদ্মাবতীর্ণ পূর্ণৌ বসন্তকম্রৌ ভুজৌ পাতাং ॥

[†] ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও "শ্বেতবর্ণ হলায়ুধ" পাইতেছি। (নিত্যানন্দ অষ্টোত্তর শতনাম)

[*] ব্রজস্থ শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবার সংরক্ষিত গ্রন্থ হইতে।

উদয় কালীন নূতন চন্দ্রের তুল্য বর্ণ, মদ্যহেতু বলহীন (মদ+অল্, পা বীর্য্য ধারণকারী), লক্ষ্মীর আবির্ভাবে পূর্ণ এবং বসন্ত কালের ন্যায় মনোজ্ঞ বলরামের ভুজ দ্বয় আপনাকে রক্ষা করুন।

হিতকারী শ্রীনিত্যানন্দ "চরক গ্রন্থে" অনন্ত দেবের নাম স্পষ্ট না থাকিলেও ভাব প্রকাশে উল্লেখ আছে "যদা মৎস্যাবতারেণ হরিণা বেদ উদ্ধৃতঃ। তদা তত্রৈব বেদং সাঙ্গমবাপ্তবান্॥" হইতে "সভাতি চরকাচায্যো বেদাচার্য্যো যথা দিবি। সহস্র বদনস্যাংশো যেন ধ্বংসো রুজাং কৃতঃ॥" পর্য্যন্ত অধ্যয়ণ করিলে বুঝা যায়, মৎস্যাবতারে হরি বেদ উদ্ধার করিবার সময় সেই স্থানে শ্রীশেষ ষড়ঙ্গ যুক্ত বেদ ও অথর্ব্ব বেদের অন্তর্গত আয়ুর্ব্বেদ লাভ করেন। এক সময়ে শ্রীশেষ ভূমণ্ডলের বৃত্তান্ত জানিবার জন্য চরের ন্যায় আসিয়া দেখেন, লোক সকল ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া নানারূপ কষ্ট পাইতেছে (বোধ হয় সেই জন্যই হরিনাম ও ভক্তি যাজন করে না।) উহারা রোগ যন্ত্রণায় ইতস্ততঃ ধাবিত ও মরণোন্মুখ হইতেছে (অথচ হরিভজন করে না।), তাই **শ্রীঅনন্ত দেব** দয়াযুক্ত হইয়া উহাদের প্রতিকারের উপায় চিন্তা করিলেন। যদি জীব ব্যাধির হাথ হইতে পরিত্রাণ পায় তবেই ভক্তি যাজন করিবে। "শরীর মাদ্যং" শ্রীগীতায় পাওয়া যায়। তখন তিনি কোনও এক বেদ বেদাঙ্গ বেত্তা প্রসিদ্ধ মুনির পুত্র রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। চরের মত অলক্ষিত ভাবে আসিয়াছিলেন এই নিমিত্ত চরক নামে পৃথিবীতে বিখ্যাত হয়েন। সেই চরকাচার্য্য বৃহস্পতির ন্যায় শোভা পাইয়াছিলেন। উনি সহস্র বদন অনন্ত দেবের অংশ, উঁহার কৃপায় রোগের বিনাশ হয়।

স্থানান্তরে পাওয়া যায়—যোগেন চিত্তস্য পদেন বাচাং মলং শরীরস্য তু বৈদ্যকেন। যোঽপাহরৎ পন্নগরাজ এষঃ···। অর্থাৎ পন্নগরাজ শ্রীঅনন্ত দেব যোগ শাস্ত্র দ্বারা চিত্তের, পদশাস্ত্র ব্যাকরণের (ফণিভাষ্য) দ্বারা ভাষার ও বৈদ্যক শাস্ত্র দ্বারা শরীরের মল অপহরণ করিয়াছেন। অতি অদ্ভুত ও গূঢ় এই শ্রীনিত্যানন্দ অবতার। পূর্ব্ব পূর্ব্ব রূপে এক একটি মল অপহরণ করিয়াছেন জীবের মঙ্গলের জন্য কিন্তু এবার পূর্ণ শ্রীনিত্যানন্দ অবতারে সব গুণ প্রকাশ করিয়া জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, ন্যায়ে নীতিতে, প্রেম-প্রীতিতে পতিত জীব গণের উদ্ধার করিয়া পতিত পাবন নাম ধারণ করিয়াছেন ইহা কলির জীবের সৌভাগ্য।

স্বয়ং শ্রীবেদব্যাস তাঁহার ভাষ্যে "যস্ত্যক্ত্বা রূপমাদ্যং প্রভবতি জগতোঽনেকধানুগ্রহায়···" শ্লোকে বলিয়াছেন, যিনি ভূমণ্ডলের বিবিধ উপকার সাধন মানসে আদ্য অর্থাৎ নাগ রূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অংশতঃ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যাঁহার অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চ ক্লেশ ক্ষীণ হইয়াছে, যিনি সমস্ত জ্ঞানের আলয়, সর্পগণ সর্ব্বদা যাঁহার প্রীতি জন্মাইতেছে, যাঁহার শরীর শুভ্র ও নির্ম্মল, যিনি ভক্তি যোগের উপদেষ্টা ও ভক্তি যোগী, সেই দেব অহি পতি অনন্ত রাজ আপনাদিগকে রক্ষা করুন।

ঋষি প্রমাণেই পাওয়া যাইতেছে – শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, পূর্ব্বে কত উপকার করিয়াছেন। প্রকট স্বরূপে কতলীলা রস, বাহুদ্বারা আবদ্ধ করিয়া জীবকে ভক্ত করিয়া দান করিয়াছেন আজও চরিতামৃত সেবীগণের নিকট কত নিত্য নূতন রূপ রসে প্রকট হইতেছেন। এখন বুঝা যাইতেছে গ্রন্থকার শ্রীচৈতন্য ভাগবতের অন্ত্যলীলা লিখিতে গিয়া কেন শ্রীনিত্যানন্দ মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন আবার পৃথক রূপে শ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত বর্ণনা করিয়াছেন।

এই অমৃতের আদি খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে--

ইষ্টদেব বন্দ মোর নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্য কীর্ত্তন স্ফুরে যাঁহার কৃপায়॥

চরণ দুইটি লইয়া বলিতেছেন। শ্রীনিতাই চাঁদের কৃপা ছাড়া চৈতন্য কীর্ত্তন স্ফুরণ (নাম লীলা গুণাদীনাং) হয় না। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—

নিতাইয়ের করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে।
ভজ নিতাইয়ের চরণ দুখানি॥

গীতায় শ্রীভগবান 'অপি চেৎ সুদুরাচারো'' (৯।৩০) শ্লোকে বলিয়াছেন, যিনি অনন্য ভজন পরায়ণ হইয়া অর্থাৎ আমা ছাড়া যে অন্য দেবতার ভজন করে না মদ্ভক্তি ব্যতীত জ্ঞান কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করে না, (দুরাচারী হইলেও সু অর্থাৎ একনিষ্ঠ যুক্ত) সেই রূপ ব্যক্তি যদি দুরাচারী হয় অর্থাৎ পরদার পরহিংসা পর দ্রব্যাদি গ্রহণ পরায়ণ হইয়াও অংশত সাধু নহেন। তিনি সর্ব্বাংশেই সাধু। এমন ভক্ত অনেকই দেখা যায়। কিন্তু শ্রীনিতাই চাঁদের মহিমা বর্ণনা করিতে শ্রীনিবাসাচার্য্য তনয় শ্রীগতি গোবিন্দ ঠাকুর বলিয়াছেন—(নিতাই আমার) ত্যজি বৃন্দাবন নিকুঞ্জ ভবন, অতি দুরাচার তারী॥ জগাই মাধাইয়ের চরিত বর্ণনায় এই গ্রন্থের মধ্যখণ্ডে দশম অধ্যায়ে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—পূর্ব্বে যাহাই থাকুক না কেন—শ্রীচৈতন্য কৃপা লাভের পর জগন্নাথ মাধব দুই ভাই ঊষা কালে গঙ্গাস্নান করিয়া নির্জ্জনে দুই লক্ষ কৃষ্ণ নাম লইতেন। গঙ্গার ঘাটের সেবা করিতেন। সকলকে প্রণাম করিয়া বলিতেন—

জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যত কৈনু অপরাধ।
সকল ক্ষমিয়া মোরে করহ প্রসাদ॥ (শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত, মধ্য, ১০ম অঃ)

শ্রীনিতাই গৌরের কৃপায় সুদুরাচারী কেন, অতি দুরাচারী হইলেও আর কখনও অন্যায় করেন না। অথচ সাক্ষাৎ ভজনানন্দী হইয়া থাকেন।

শ্রীগ্রন্থের বর্ণিত বিষয় ঃ—

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব হইতে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর সহিত মিলন পর্য্যন্ত আদিখণ্ডে ৩টী অধ্যায়।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব---রাঢ় দেশে বর্ত্তমান বীরভূম জেলার মৌড়েশ্বর থানার অধীনে গর্ভাবাস গ্রামে (প্রাচীন একচক্রাগ্রাম, যেখানে পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যম শ্রীভীম বক নামক রাক্ষসকে বধ করেন।) শ্রীশাণ্ডিল্য বংশজ শ্রীহাড়াই পণ্ডিত ও পদ্মাবতী দেবীর পুত্র রূপে শ্রীনিত্যানন্দ আবির্ভূত হন। হাড়াইয়ের ভাল নাম শ্রীমুকুন্দ পণ্ডিত।

শ্রীরাঢ়ায়ামেক চক্রাভিধ বরনগরে শ্রীমুকুন্দাভিধস্য শ্রীশাণ্ডিল্যান্ববায় প্রকটিত জনুষঃ পণ্ডিত খ্যাতিভাজঃ পদ্মাবত্যাং গৃহিণ্যাং দ্রুতকনকরুচিঃ পুত্রভাবেন জাতঃ শ্রীনিত্যানন্দ—নামাভবদিহ বিদিতো মেদিনী চক্রবালে। (শ্রীগৌরাঙ্গচম্পূঃ ৩।১৩)

আবির্ভাব তিথি—**মাঘ শুক্লা ত্রয়োদশী**। দুঃখী কৃষ্ণদাস, শিবরাম ও বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জন্মলীলার পদ পাওয়া যায়। মহিমা বাচক পদকর্ত্তা ও অনেক। যাঁহারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ

কৃপা পাইয়াছেন তাঁদের মধ্যে গোবিন্দ দাস, দীন কৃষ্ণদাস, ঘনশ্যাম, দুঃখী কৃষ্ণদাস, নরহরি, স্বরূপ দাস, বলরাম দাস, মদন, আত্মারাম দাস, গৌরীদাস, মাধব (মনে হয় 'মাধাই') ও নরোত্তম ঠাকুর আদি প্রধান। এ ছাড়া আরও বহু পদ কর্ত্তা আছেন।

আদি খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীজীকে গুরু বুদ্ধি করিতেন এই প্রমাণ আছেন, যথা—

মাধবেন্দ্র প্রতি নিত্যানন্দ মহাশয়।
গুরুবুদ্ধি ব্যতিরিক্ত আর না করয়॥

মাধ্বগৌড়ীর বৈষ্ণব গণের শ্রীগুরুপ্রণালীতেও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীগুরুদেব শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী এই পরিচয় পাওয়া যায়!

মুরারী গুপ্ত তাঁহার কড়চায় (৪।২১) প্রকট লীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর উপর নাম প্রচারের ভার দিয়াছিলেন এই বাণী ধরিয়াছেন—

নিত্যানন্দং সমালিঙ্গ্য ধৃত্বা তস্য করদ্বয়ং।
প্রাহ সগদ্‌গদং যাহি গৌড় দেশং ত্বমীশ্বরঃ॥
মূর্খ নীচ জড়ান্ধাখ্যা যে চ পাতকিনোহপরে।
তানেব সর্ব্বথা সর্ব্বান্ কুরু প্রেমাধিকারিণঃ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার কর দ্বয় ধারণ করিয়া গদ্‌গদ বাক্যে বলিতেছেন, হে নিত্যানন্দ ঈশ্বর! তুমি গৌড় দেশে যাও। মূর্খ, নীচ, জড় অন্ধাখ্য জন এবং পাতকি গণকে প্রেমাধিকারি কর। তাই পদ কর্ত্তা ধ্বনি তুলিয়াছেন—

"ব্রাহ্মণে চণ্ডালে করে কোলাকুলি কবে বা এ ছিল রঙ্গ।"

মধ্যখণ্ডে ১১টী অধ্যায়। ইহাতে শ্রীচৈতন্য ভাগবত হইতে অতিরিক্ত পাঠ জগাই মাধাই কর্ত্তৃক শ্রীনিতাই গৌর যুগল স্তোত্র এবং শ্রীনিত্যানন্দ স্তোত্র। স্তুতিতে "সঙ্কর্ষণাত্মকো রুদ্রো নিষ্কাম্যেতি জগত্রয়ং" ভাগবতীয় পদ্যের এক চরণ ধরিয়াছেন।

অন্ত্যখণ্ডে ১৩টী অধ্যায়। এই খণ্ডে শ্রীচৈতন্য ভাগবত হইতে অতিরিক্ত পাঠ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহ। শ্রীশিবজী মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে বলিয়াছেন ৪ শ্রেণীর অবধূত মধ্যে হংস অবধূত ব্যতিত অন্যান্য অবধূত গণ বিবাহ করিতে পারেন। "তেজীয়সাং ন দোষায়"। বিশেষতঃ গোলোকস্থ প্রভাকৃদেব নিত্যানন্দ হলায়ুধঃ। তস্যা শক্তি সমাখ্যাতা জাহ্নবীনঙ্গমঞ্জরী॥* (শ্রীব্রজস্থ হস্ত লিখিত পুঁথি হইতে প্রাপ্ত)

শ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত গ্রন্থ অধ্যয়ণ করিলে বুঝা যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট লীলা কালেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অম্বিকা (কাল্‌না) নিবাসী শ্রীসূর্য্যদাস পণ্ডিতের দুহিতা দ্বয় কে বিবাহ করেন।

নরোত্তম বিলাস পাঠে ইহাই অবগত হওয়া যায়। কিন্তু জয়ানন্দর বর্ণনায় (উত্তর খণ্ড) শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহ শ্রীগৌর উত্তর কাল বুঝা যাইলেও জয়ানন্দ পরবর্ত্তী কালের লেখক বলিয়া ক্রম ঠিক মত রাখিতে পারেন নাই। পরে বীরচন্দ্র প্রভুর জন্মলীলা প্রকাশ করিয়াছেন বৃন্দাবন দাস ঠাকুর।

অপ্রকট লীলা— বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিতেছেন—শ্রীপাঠ খড়দহ বাস অন্তে প্রকটলীলা সম্বরণ মানসে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সপরিবারে একচক্রায় বাস করিতে লাগিলেন এবং শ্রীশ্রীবঙ্কিমদেবের সেবা প্রকাশ করিলেন।

---

* ব্যাসদেবের ভাষায়—"বসুধা নায়কো দেব"....।

কতদিন বঙ্কিম দেবেরে দেখি তথা।
বঙ্কিমদেবে অন্তর্দ্ধান হইল সেথা ॥

শ্রীনিত্যানন্দ চরণ ভৃত্য চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়া অথবা শ্রাবণ প্রত্যক্ষ দ্বারা এই লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। জিয়ড় ভক্তের পত্নী শ্রীনৃসিংহে, মীরা শ্রীদ্বারকাধীশে বিলীন হইয়াছেন তাহা চৈতন্য মঙ্গল ও মীরা চরিতে পাওয়া যায়। স্বয়ং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবঙ্কিমদেবে অন্তর্দ্ধান করিবেন এই বিষয়ে সন্দেহ হওয়াও উচিত নয়। পরবর্ত্তী লেখক জয়ানন্দ তাঁর চৈতন্য মঙ্গলের উত্তর খণ্ডে ধরিয়াছেন—

আশ্বিন মাসেতে যোগ কৃষ্ণাষ্টমী তিথি।
নিত্যানন্দ বৈকুণ্ঠ চলিলা ছাড়িয়া ক্ষিতি ॥

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর কত জন ভৃত্য ছিলেন সে সম্বন্ধে পরিশিষ্ট বচনে পাইতেছি।

যত ভৃত্য নিত্যানন্দ চন্দ্রের সহিতে।
শত বৎসরেও তাহা না পারি লিখিতে ॥

জয়ানন্দের বর্ণনায়—

যত ভৃত্য নিত্যানন্দ চন্দ্রের সহিতে।
সহস্র বৎসরে তাহা না পারি গণিতে ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর শ্রীনিতাই চাঁদ এই প্রতিজ্ঞা করেন "গাওয়াইমু চৈতন্য, নাচাইমু চৈতন্য"। ইহা শুনিয়া বৈষ্ণবগণ "জয় শ্রীনিত্যানন্দ" ধ্বনি তুলিলেন। অবশেষে নয়নানন্দ ঠাকুরের ভাষায় বলিতেছি—

বন্দে শ্রীনিত্যানন্দ গৌরাঙ্গ চরণং।
হরিনাম প্রেম দিয়ে ত্রিভুবন তারণং ॥
গৌড় শৈলে রবি শশী উদয় সমানং।
জীবের অজ্ঞান তমঃ করতহি ধ্বংসনং ॥
করুণা প্রকাশি জীবের প্রেম ভক্তি দানং।
প্রেমানন্দে নাচে ভক্ত করি হরি কীর্ত্তনং ॥
প্রেম সায়রে ডুবি ডুবায়ত ভুবনং।
কহত নয়নানন্দ আনন্দে মগনং ॥

এই গ্রন্থটীর প্রথম সংস্করণ ১৩০৯ বঙ্গাব্দে ভূমিকা শূন্য অবস্থায় প্রকাশিত হয়াছিল। বর্ত্তমানের প্রকাশক মহাশয় "যে শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্ব বুঝে না" তাহার উপর ভূমিকা লেখার ভার দিয়াছেন। বসুধা জাহ্নবা প্রাণ শ্রীনিত্যানন্দ স্মরণ করিয়াই ভূমিকা লিখিলাম। শ্রীনিতাই চাঁদ যাহা লিখাইলেন তাহা ভক্তগণ আস্বাদন করিলে এই নিত্যানন্দানুগ জন স্বয়ং তৃপ্তি লাভ করিবে। দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশক ভক্তবর শ্রীনন্দ কৃষ্ণ মল্লিক মহাশয় শ্রীনিত্যানন্দে রতি লাভ করুন, এই প্রার্থনা শ্রীনিতাইচাঁদের নিকট করিতেছি।

জয় নিতাই, জয় গৌর

১৬ই মাঘ ১৩৭৭ সন
৫৬৭ রবীন্দ্র সরণি, কলিকাতা-৩

শ্রীমদনমোহন গোস্বামী

সূচীপত্র

বিষয় — পৃষ্ঠা

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাষ্টকম্ — ১

আদিখণ্ড

মঙ্গলাচরণ — ২
নিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাব ও বাল্য-লীলা — ৪
নিত্যানন্দপ্রভুর তীর্থাদি ভ্রমণ — ৮
নিত্যানন্দপ্রভুর মাধবেন্দ্র-পুরীর সহিত মিলন — ১১

মধ্যখণ্ড

মঙ্গলাচরণ
নিত্যানন্দ ও গৌরাঙ্গমহাপ্রভু-সম্মিলন — ১৪
নিত্যানন্দপ্রভুর ব্যাসপূজা — ২১
নিত্যানন্দপ্রভুর ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি দর্শন ও স্তব — ২৫
শ্রীবাসের নিত্যানন্দ-প্রীতির পরীক্ষা ও শচীমাতার অপূর্ব্ব স্বপ্নবৃত্তান্ত — ২৯
নিত্যানন্দপ্রভুর-নিমন্ত্রণ ও মহাপ্রভু-সহিত ভোজন — ৩১
নিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীবাস-অঙ্গনে অপূর্ব্বলীলা ও শচীমাতায় ছলনা — ৩৩
মহাপ্রভু কর্ত্তৃক নিত্যানন্দ-মহিমা কীর্ত্তন — ৩৭
জগাই, মাধাই উদ্ধার — ৪০
শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরযুগল স্তোত্র — ৪৯
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ স্তোত্র — ৫১
নিত্যানন্দপ্রভুর সহিত, মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের যুক্তি — ৫৫

অন্ত্যখণ্ড

মঙ্গলাচরণ
মহাপ্রভুর ভক্তগণমিলন — ৫৭
মহাপ্রভুর-দণ্ড-ভঙ্গ — ৬১
নিত্যানন্দপ্রভুর-সপরিকরে সার্ব্বভৌম-মিলন ও জগন্নাথ-দর্শন — ৬৪
নিত্যানন্দপ্রভুর সপরিকরে-গৌড়েগমন ও রাঘবগৃহে অভিষেক — ৬৭

বিষয় — পৃষ্ঠা
নিত্যানন্দপ্রভুর-অলঙ্কারধারণ ও গদাধর-মিলন — — ৭১
শ্রীমদ্ উদ্ধারণদত্ত ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু মিলন — — — ৭৫
শ্রীশচীমাতা মিলন ও চৌরদস্যুর উদ্ধার — — — ৭৮
নিতাইচরিতে সন্দেহ এবং মহাপ্রভু কর্ত্তৃক ভঞ্জন — — ৮৫
নীলাচলে মহাপ্রভু-সম্মিলন — — — ৯১
নিত্যানন্দপ্রভুর জগন্নাথ-দর্শন ও গদাধরগৃহে-ভোজন — — ৯৫
নিত্যানন্দপ্রভুর গৌড়ে রাঘবগৃহে-গমন — — ৯৮
নিত্যানন্দপ্রভুর-বিবাহ — — — ১০১
বীরচন্দ্রপ্রভুর জন্ম ও নিত্যানন্দপ্রভুর তিরোভাব — — ১০৮

পরিশিষ্ট

নিত্যানন্দপ্রভুর-পারিষদগণ বর্ণন

—উপহার—

শ্রী ____

____

____

____

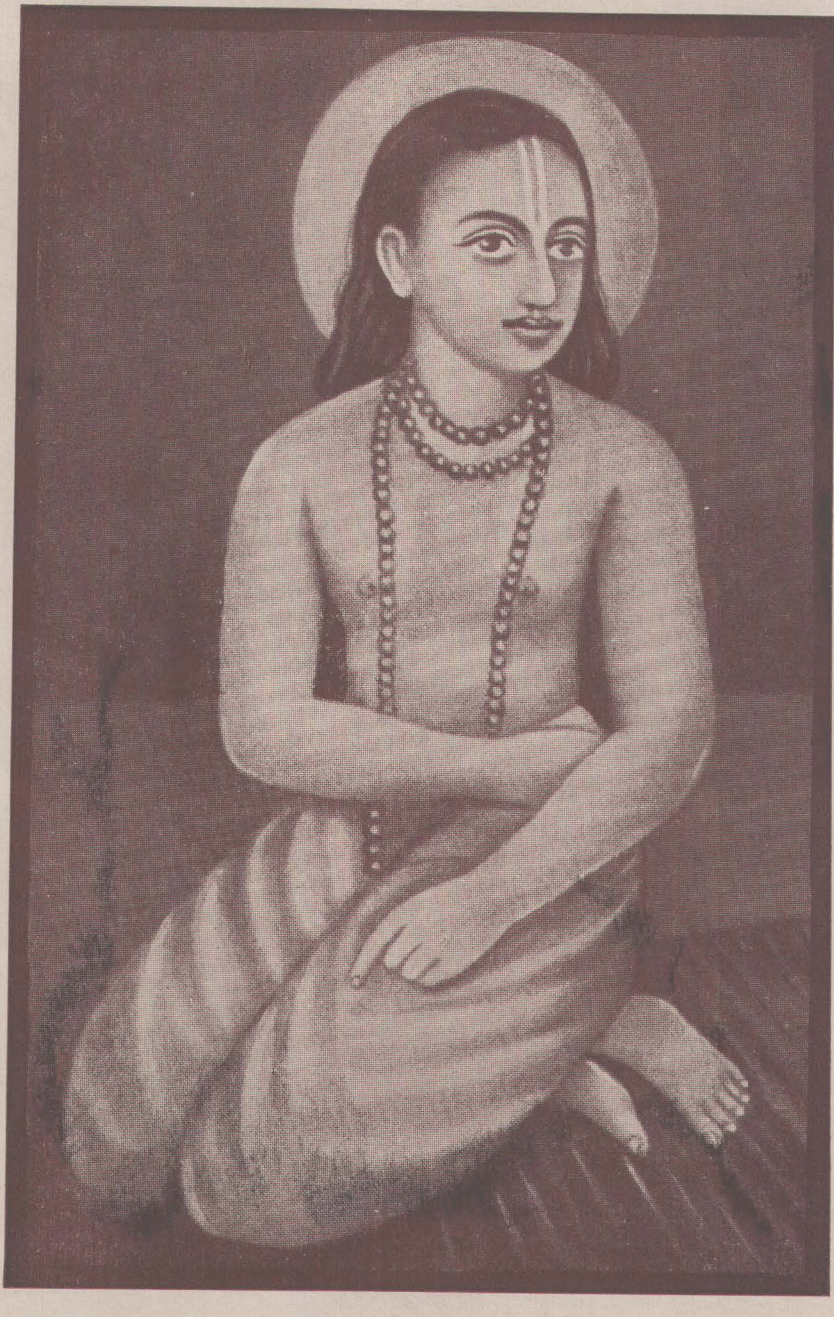

শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু

—প্রাণগৌর পত্রিকার সৌজন্যে

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাষ্টকম্

শরচ্চন্দ্রভ্রান্তিং স্ফুরদমলকান্তিং গজগতিং,
হরিপ্রেমোন্মত্তং ধৃতপরমসত্ত্বং স্মিতমুখং ।
সদাঘূর্ণন্নেত্রং করকলিতবেত্রং কলিভিদং,
ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরুকন্দং নিরবধি ॥ ১ ॥

রসানামাগারং স্বজনগণসর্ব্বস্বমতুলং,
তদীয়ৈকপ্রাণপ্রতিমবসুধাজাহ্নবিপতিং ।
সদা প্রেমোন্মাদং পরমবিদিতং মন্দমনসাং,
ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরুকন্দং নিরবধি ॥ ২ ॥

শচীসূনুপ্রেষ্ঠং নিখিলজগদিষ্টং সুখময়ং,
কলৌ মজ্জজ্জীবোদ্ধারণকরণোদ্দামকরুণং ।
হরেরাখ্যানাদ্বা ভবজলধিগর্ব্বোন্নতিহরং,
ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরুকন্দং নিরবধি ॥ ৩ ॥

যথেষ্টং রে ভ্রাতঃ কুরু হরিহরিধ্বনিমনিশং,
ততো বঃ সংসারাম্বুধিতরণদায়ো ময়ি ভবেৎ ।
ইদং বাহুস্ফোটৈঃ রটতি রটয়ন্ যঃ প্রতিগৃহং,
ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরুকন্দং নিরবধি ॥ ৪ ॥

অয়ে ভ্রাতর্নৄণাং কলিকলুষিণাং কিং নু ভবিতা,
তথা প্রায়শ্চিত্তং রচয় যদনায়াসত ইমে ।
ব্রজন্তি ত্বামিত্থং সহ ভগবতা মন্ত্রয়তি যো,
ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরুকন্দং নিরবধি ॥ ৫ ॥

বলাৎ সংসারাম্ভোনিধিহরণকুম্ভোদ্ভবমহো,
সতাং শ্রেয়ঃসিন্ধূন্নতিকুমুদবন্ধুং সমুদিতং ।
খলশ্রেণীস্ফূর্জ্জত্তিমিরহরসূর্য্যপ্রভমহং,
ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরুকন্দং নিরবধি ॥ ৬ ॥

নটন্তং গায়ন্তং হরিমনুবদন্তং পথি পথি,
ব্রজন্তং পশ্যন্তং স্বমপি নদয়ন্তং জনগণং ।
প্রকুর্ব্বন্তং সন্তং সকরুণদৃগন্তং প্রকলনাদ্,
ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরুকন্দং নিরবধি ॥ ৭ ॥

সুবিভ্রাণং ভ্রাতুঃ করসরসিজং কোমলতরং,
মিথোবক্ত্রালোকোচ্ছলিতপরমানন্দ হৃদয়ং ।
ভ্রমন্তং মাধুর্য্যৈরহহ মদয়ন্তং পুরজনান্,
ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরুকন্দং নিরবধি ॥ ৮ ॥

রসানামাধারং রসিকবরসদ্বৈষ্ণবধনং,
রসাগারং সারং পতিততিতারং শ্রবণতঃ ।
পরং নিত্যানন্দাষ্টকমিদমপূর্ব্বং পঠতি য,—
-স্তদঙ্ঘ্রিদ্বন্দাব্জং স্ফুরতি নিতরাং তস্য হৃদয়ে ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুর বিরচিতং শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাষ্টকম্ সম্পূর্ণ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দাদ্বৈতচন্দ্রায়নমঃ ॥

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত

আদিখণ্ড

প্রথম অধ্যায়

মঙ্গলাচরণ

আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ ॥
নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথসুতায় চ ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ ॥

শ্রীমুরারিগুপ্তস্য শ্লোকঃ

অবতীর্ণৌ স্বকারুণ্যৌ পরিচ্ছিন্নৌ সদীশ্বরৌ ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ দ্বৌ ভ্রাতরৌ ভজে ॥
স জয়তি বিশুদ্ধবিক্রমঃ কনকাভঃ কমলায়তেক্ষণঃ ।
বরজ্ঞানুবিলম্বিষড়্ ভুজো বহুধা ভক্তিরসাভিনর্ত্তকঃ ॥

জয়তি জয়তি দেবঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো
জয়তি জয়তি কীর্ত্তিস্তস্য নিত্যা পবিত্রা ।
জয়তি জয়তি ভৃত্যস্তস্য বিশ্বেশমূর্ত্তে—
জয়তি জয়তি নৃত্যং তস্য সর্ব্বপ্রিয়াণাম্ ॥

আদ্যে শ্রীচৈতন্য-প্রিয়-গোষ্ঠীর চরণে ।
অশেষ-প্রকারে মোর দণ্ড-পরণামে ॥
তবে বন্দ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহেশ্বর ।
নবদ্বীপে অবতার নাম বিশ্বম্ভর ॥
আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড় ।
সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈলা দঢ় ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্বাক্যং

আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনং ।
মদ্ভক্তপূজাভ্যাধিকঃ সর্ব্বভূতেষু সন্মতিঃ ॥
এতেক করিল আগে ভক্তের বন্দন ।
অতএব আছে কার্য্য-সিদ্ধির লক্ষণ ॥
ইষ্টদেব বন্দ মোর নিত্যানন্দরায় ।
চৈতন্য-কীর্ত্তন স্ফুরে যাঁহার কৃপায় ॥
সহস্র-বদন বন্দ প্রভু বলরাম ।
যাঁহার সহস্র মুখ কৃষ্ণ-যশোধাম ॥
মহারত্ন থুই যেন মহা-প্রিয়-স্থানে ।
যশরত্ন-ভাণ্ডার শ্রীঅনন্ত-বদনে ॥
অতএব আগে বলরামের স্তবন ।
করিলে, সে মুখে স্ফুরে চৈতন্য-কীর্ত্তন ॥
সহস্রেক-ফণাধর প্রভু বলরাম ।
যতেক করয়ে প্রভু সকল উদ্দাম ॥
হলধর মহাপ্রভু প্রকাণ্ড-শরীর ।
চৈতন্য-চন্দ্রের যশে মত্ত মহাধীর ॥
ততোধিক চৈতন্যের প্রিয় নাহি আর ।
নিরবধি সেই দেহে করেন বিহার ॥

তাহান চরিত্র যেবা জনে শুনে গায় ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁরে পরম সহায় ॥
কহিলাম এই কিছু অনন্ত-প্রভাব ।
হেন প্রভু নিত্যানন্দে কর অনুরাগ ॥
সংসারের পার হই ভক্তির সাগরে ।
যে ডুবিব সে ভজুক্ নিতাই-চাঁদেরে ॥
বৈষ্ণব চরণে মোর এই মনস্কাম ।
ভজি যেন জন্মে জন্মে প্রভু বলরাম ॥
দ্বিজ বিপ্র ব্রাহ্মণ যেহেন নাম-ভেদ ।
এই মত নিত্যানন্দ প্রভু বলদেব ।।
অতএব যশোময়-বিগ্রহ অনন্ত ।
গাইল তাহান কিছু পাদপদ্ম-দ্বন্দ ॥
নিতাইচাঁদের পুণ্য-শ্রবণ চরিত ।
ভক্ত-প্রসাদে স্ফুরে জানিহ নিশ্চিত ॥
বেদগুহ্য নিতাইচরিত কেবা জানে ।
তাই লিখি, যাহা শুনিয়াছি ভক্ত স্থানে ।।
নিতাই-চরিত্র আদি অন্ত নাহি দেখি ।
যেন মত দেন শক্তি তেন মত লিখি ॥
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায় ।
এইমত নিতাই আমারে যে বলায় ॥
সর্ব্ব-বৈষ্ণবের পায়ে মোর নমস্কার ।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার ॥
মন দিয়া শুন ভাই ! শ্রীনিতাই কথা ।
ভক্ত-সঙ্গে যে যে লীলা কৈলা যথা যথা ।।
ত্রিবিধ নিতাই-লীলা আনন্দের ধাম ।
আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড, শেষখণ্ড নাম ॥
ধরণীধরেন্দ্র নিত্যানন্দের চরণ ।
দেহ প্রভু গৌরচন্দ্র আমারে শরণ ॥
আদিখণ্ড-কথা ভাই ! শুন এক-চিতে ।
শ্রীনিতাই অবতীর্ণ হৈল যেইমতে ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান ।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥

নিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাব ও বাল্য-লীলা

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৃপাসিন্ধু।
জয় জয় নিত্যানন্দ অগতির বন্ধু ॥
জয়াদ্বৈতচন্দ্রের জীবন ধন প্রাণ।
জয় শ্রীনিবাস-গদাধরের জীবন ধন প্রাণ॥
জয় জগন্নাথ-শচী-পুত্র বিশ্বম্ভর।
জয় জয় ভক্তবৃন্দ প্রিয় অনুচর ॥
রাঢ় দেশে একচাকা-নামে আছে গ্রাম।
যঁহি জন্মিলেন নিত্যানন্দ ভগবান ॥
সেই হৈতে রাঢ়ে হইল সর্ব্ব সুমঙ্গল।
দুর্ভিক্ষ-দারিদ্র্য দোষ খণ্ডিল সকল ॥
চৈ.ভা.মধ্য ৩/১২ মৌড়েশ্বর-নামে দেব আছে কত দূরে।
যাঁরে পূজিয়াছে নিত্যানন্দ হলধরে ॥
সেই গ্রামে বৈসে বিপ্র হাড়াই পণ্ডিত।
মহা-বিরক্তের প্রায় দয়ালু-চরিত ॥
তাঁর পত্নী-পদ্মাবতী-নাম পতিব্রতা।
পরম-বৈষ্ণবীশক্তি-সেই জগন্মাতা ॥
পরম-উদার দুই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।
তাঁর ঘরে নিত্যানন্দ জন্মিলা আপনি ॥
মাঘ মাসে শুক্ল পক্ষে ত্রয়োদশী শুভ দিনে।
অবতীর্ণ হৈলা ধরি নিত্যানন্দ নামে ॥
সকল-পুত্রের জ্যেষ্ঠ-নিত্যানন্দ-রায়।
চৈ.ভা.আদি ৯/১২ সর্ব্ব-সুলক্ষণ দেখি নয়ন জুড়ায় ॥ ৬৬
এইমত সর্ব্বলোক নানা কথা গায়।
নিত্যানন্দে কেহ নাহি চিনিল মায়ায় ॥
হেন-মতে আপনা লুকাই নিত্যানন্দ।
শিশুগণ-সঙ্গে খেলা করেন আনন্দ ॥
শিশুগণ সঙ্গে প্রভু যত ক্রীড়া করে।
শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য বিনা আর নাহি স্ফুরে ॥

দেব-সভা করেন মিলিয়া শিশুগণে।
পৃথিবীর-রূপে কেহ করে নিবেদনে ॥
তবে পৃথ্বী লৈয়া সবে নদী তীরে ধায়।
শিশুগণ মেলি স্তুতি করে উর্দ্ধ-রায় ॥
কোন শিশু লুকাইয়া উর্দ্ধ করি বোলে।
"জন্মিবাঙ গিয়া আমি মথুরা গোকুলে ॥"
কোনদিন নিশাভাগে শিশুগণ লৈয়া।
বসুদেব-দৈবকীর করায়েন বিয়া ॥
বন্দি-ঘর করিয়া অত্যন্ত নিশাভাগে।
কৃষ্ণ-জন্ম করায়েন, কেহ নাহি জাগে ॥
গোকুল সৃজিয়া তথি আনেন কৃষ্ণেরে।
মহামায়া দিলা লৈয়া ভাণ্ডিলা কংসেরে ॥
কোন শিশু সাজায়েন পূতনার রূপে।
কেহ স্তন পান করে উঠি তার বুকে ॥
কোনদিন শিশু-সঙ্গে নলখড়ি দিয়া।
শকট গড়িয়া তাহা ফেলেন ভাঙ্গিয়া ॥
নিকটে বসয়ে যত গোয়ালার ঘরে।
অলক্ষিতে শিশু-সঙ্গে গিয়া চুরি করে ॥
তানে ছাড়ি শিশুগণ নাহি যায় ঘরে।
রাত্রিদিন নিত্যানন্দ-সংহতি বিহরে ॥
যাহার বালক, তারা কিছু নাহি বলে।
সবে স্নেহ করিয়া রাখেন লঞা কোলে ॥
সবে বলে না দেখি এমত কৃষ্ণ-খেলা।
কেমনে জানিল শিশু এত কৃষ্ণলীলা ॥
কোনদিন পত্রের গড়িয়া নাগগণ।
জলে যায় লইয়া সকল শিশুগণ ॥
ঝাঁপ দিয়া পড়ে কেহ অচেষ্ট হইয়া।
চৈতন্য করায় পাছে আপনে আসিয়া ॥

কোনদিন তালবনে শিশুগণ লইয়া।
শিশু-সঙ্গে তাল খায় ধনুক মারিয়া॥
শিশু-সঙ্গে গোষ্ঠে গিয়া নানা-ক্রীড়া করে।
বক, অঘ, বৎস, করিয়া তাহা মারে॥
বিকালে আইসে ঘরে গোষ্ঠীর সহিতে।
শিশুগণ-সঙ্গে শৃঙ্গ বাহিতে বাহিতে॥
কোনদিন করে গোবর্দ্ধন-ধারণ লীলা।
বৃন্দাবন রচি কোনদিন করে খেলা॥
কোনদিন করে গোপীর বসন হরণ।
কোনদিন করে যজ্ঞপত্নী দরশন॥
কোন শিশু নারদ কাচয়ে দাড়ি দিয়া।
কংস-স্থানে মন্ত্র কহে নিভৃতে বসিয়া॥
কোনদিন কোন শিশু অক্রূরের বেশে।
লঞা যায় রামকৃষ্ণ কংসের নির্দেশে॥
আপনেই গোপীভাবে যে করে ক্রন্দন।
নদী বহে হেন, সব দেখে শিশুগণ॥
বিষ্ণু-মায়া-মোহে কেহ লখিতে না পারে।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে সব বালক বিহরে॥
মধুপুরী রচিয়া ভ্রমেন শিশু-সঙ্গে।
কেহ হয় মালী কেহ মালা পরে রঙ্গে॥
কুব্জা-বেশ করি গন্ধ পরে কারো স্থানে।
ধনুক ধরিয়া ভাঙ্গে করিয়া গর্জ্জনে॥
কুবলয়, চানূর, মুষ্টিক, মল্ল মারি।
কংস করি কাহারে পাড়েন চুলে ধরি॥
কংসবধ করিয়া নাচয়ে শিশু-সঙ্গে।
সর্ব্ব-লোক দেখি হাসে বালকের রঙ্গে॥
এইমত যত যত অবতার-লীলা।
সব অনুকরণ করিয়া করে খেলা॥
কোনদিন নিত্যানন্দ হইয়া বামন।
বলি-রাজা করি, ছলে তাহার ভুবন॥
বৃদ্ধ-কাচে শুক্ররূপে কেহ মানা করে।
ভিক্ষা লই চড়ে প্রভু শেষে তার শিরে॥
কোনদিন নিত্যানন্দ সেতু-বন্ধ করে।
বানরের রূপ সব শিশুগণ ধরে॥
ভেরাণ্ডার গাছকাটি ফেলায়েন জলে।
শিশুগণ মেলি “জয় রঘুনাথ” বলে॥
শ্রীলক্ষ্মণ-রূপ প্রভু ধরিয়া আপনে।
ধনু ধরি কোপে চলে সুগ্রীবের স্থানে॥
“আরেরে বানরা! মোর প্রভু দুঃখ পায়।
প্রাণ না লইমু যদি তবে ঝাট আয়॥
ঋষভ-পর্ব্বতে মোর প্রভু পায় দুঃখ।
নারীগণ লৈয়া বেটা! তুমি কর সুখ॥”
কোনদিন ক্রুদ্ধ হয়ে পরশুরামেরে।
“মোর দোষ নাহি, বিপ্র! পলাহ সত্বরে॥”
লক্ষ্মণের ভাবে প্রভু হয় সেইরূপ।
বুঝিতে না পারে শিশু, মানয়ে কৌতুক॥
পঞ্চ-বানরের রূপে বুলে, শিশুগণ।
বার্ত্তা জিজ্ঞাসয়ে প্রভু হইয়া লক্ষ্মণ॥
“কে তোরা বানর-সব! বুল বনে বনে।
আমি রঘুনাথ-ভৃত্য বল মোর স্থানে॥”
তারা বলে “আমরা বালির ভয়ে বুলি।
দেখাও শ্রীরামচন্দ্র, লই পদধূলি॥”
তা'সবারে কোলে করি আইসে লইয়া।
শ্রীরাম-চরণে পড়ে দণ্ডবৎ হৈয়া॥
ইন্দ্রজিত-বধ-লীলা কোনদিন করে।
কোনদিন আপনে লক্ষ্মণ-ভাবে হারে॥
বিভীষণ করিয়া আনেন রামস্থানে।
লঙ্কেশ্বর-অভিষেক করেন তাহানে॥
কোনশিশু বলে “মুঞি আইনু রাবণ।
শক্তিশেল হানি এই, সম্বর লক্ষ্মণ”॥

এতবলি পদ্মপুষ্প মারিল ফেলিয়া।
লক্ষ্মণের ভাবে প্রভু পড়িল ঢলিয়া ॥
মূর্চ্ছিত হইলা প্রভু লক্ষ্মণের ভাবে।
জাগায়েন ছাওয়াল সব তবু নাহি জাগে ॥
পরমার্থে ধাতু নাহি সকল শরীরে।
কান্দয়ে সকল শিশু হাত দিয়া শিরে ॥
শুনি পিতা মাতা ধাই আইলা সত্বরে।
দেখয়ে পুত্রের ধাতু নাহিক শরীরে ॥
মূর্চ্ছিত হইয়া দোঁহে পড়িলা ভূমিতে।
দেখি সর্ব্ব-লোক আসি হইলা বিস্মিতে ॥
সকল বৃত্তান্ত কহিলেন শিশুগণ।
কেহ বলে বুঝিলাম, ভাবের কারণ ॥
পূর্ব্বে দশরথ ভাবে এক নটবর।
রামবনবাসে এড়িলেন কলেবর ॥
কেহ বলে কাচ কাচিয়াছে এ ছাওয়াল।
হনূমান ঔষধ দিলে হইবেক ভাল ॥
পূর্ব্বে প্রভু শিখাইয়াছিলেন সবারে।
পড়িলে তোমরা বেড়ি কান্দহ আমারে ॥
ক্ষণেক বিলম্বে পাঠাইহ হনূমান।
নাকে দিলে ঔষধ আসিব মোর প্রাণ ॥
নিজভাবে প্রভু মাত্র হৈলা অচেতন।
দেখি বড় বিকল হইলা শিশুগণ ॥
ছন্ন হইলেন সবে শিক্ষা নাহি স্ফুরে।
উঠ ভাই! বলি মাত্র কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥
লোক-মুখে শুনি কথা হইল স্মরণ।
হনূমান-কাচে শিশু চলিলা তখন ॥
আর এক শিশু পথে তপস্বীর বেশে।
ফল মূল দিয়া হনূমানেরে আশংসে ॥
রহ বাপ! ধন্য কর আমার আশ্রম।
বড় ভাগ্যে আসি মিলে তোমা হেন জন ॥
হনূমান বলে কার্য্যগৌরবে চলিব।
আসিবারে চাহি, রহিবারে না পারিব ॥
শুনিয়াছ রামচন্দ্র-অনুজ লক্ষ্মণ।
শক্তিশেলে তাঁরে মূর্চ্ছা করিল রাবণ ॥
অতএব যাই আমি গন্ধমাদন।
ঔষধ আনিলে রহে তাঁহার জীবন ॥
তপস্বী বলয়ে যদি যাইবা নিশ্চয়।
স্নান করি কিছু খাই করহ বিজয় ॥
নিত্যানন্দ-শিক্ষায় বালকে কথা কয়।
বিস্মিত হইয়া সর্ব্ব লোকে রহি চায় ॥
তপস্বীর বোলে সরোবরে গেলা স্নানে।
জলে থাকি আর শিশু ধরিলা চরণে ॥
কুম্ভীরের রূপ ধরি যায় জলে লৈয়া।
হনূমান শিশু আনে কূলেতে টানিয়া ॥
কতক্ষণে রণ করি জিনিয়া কুম্ভীর।
আসি দেখে হনূমান আর মহাবীর ॥
আর এক শিশু ধরি রাক্ষসের কাচ।
হনূমানে খাইবারে যায় তার পাছ ॥
কুম্ভীর জিনিলা, মোরে জিনিবা কেমনে।
তোমা খাব, তবে কেবা জীয়াবে লক্ষ্মণে ॥
হনূমান বলে তোর রাবণ কুক্কুর।
তারে নাহি বস্তু-বুদ্ধি, তুই পালা দূর ॥
এইমত দুইজনে হয় গালাগালী।
শেষে হয় চুলাচুলী, তবে কিলাকিলী ॥
কতক্ষণে সে কৌতুকে জিনিয়া রাক্ষসে।
গন্ধমাদনে আসি হইলা প্রবেশে ॥
তঁহি গন্ধর্ব্বের বেশ ধরি শিশুগণ।
তা'সবার সঙ্গে যুদ্ধ হয় কতক্ষণ ॥
যুদ্ধে পরাজয় করি গন্ধর্ব্বের গণ।
শিরে করি আনিলেন গন্ধমাদন ॥

আর এক শিশু তঁহি বৈদ্যরূপ ধরি ।
ঔষধ দিলেন নাকে শ্রীরাম স্মঙরি ॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু উঠিলা তখনে ।
দেখি পিতা-মাতা-আদি হাসে সর্ব্বজনে ॥
কোলে করিলেন গিয়া হাড়াই-পণ্ডিত ।
সকল বালক হইলেন হরষিত ॥
সবে বলে বাপ ! ইহা কোথায় শিখিলা ।
হাসি বলে প্রভু মোর এ সকল লীলা ॥
প্রথম-বয়স প্রভু অতি সুকুমার ।
কোলে হৈতে কারো চিত্ত নাহি এড়িবার ॥
সর্ব্বলোকে পুত্র হৈতে বড় স্নেহ বাসে ।
চিনিতে না পারে কেহ বিষ্ণুমায়া-বশে ॥
হেনমতে শিশুকাল হৈতে নিত্যানন্দ ।
কৃষ্ণলীলা বিনে আর না করে আনন্দ ॥
পিতা মাতা গৃহ ছাড়ি সর্ব্ব-শিশুগণ ।
নিত্যানন্দ-সংহতি বিহরে সর্ব্বক্ষণ ॥
সে সব শিশুর পা'য়ে বহু নমস্কার ।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে যার এমত বিহার ॥
এইমত ক্রীড়া করে নিত্যানন্দ-রায় ।
শিশু হৈতে কৃষ্ণলীলা বিনে নাহি ভায় ॥
অনন্তের লীলা কেবা পারে কহিবারে ।
তাহান কৃপায় যেন-মত স্ফুরে যারে ॥ ৯৯
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান ।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান ॥

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃত আদিখণ্ডে নিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাব ও বাল্যলীলা নাম প্রথমোঽধ্যায় ॥

চৈ. ভা. ৪৬
৩।৮৫

নিত্যানন্দপ্রভুর তীর্থাদিভ্রমণ

দ্বিতীয় অধ্যায়

এইমত কতদিন নিত্যানন্দ-রায় ।
হাড়াই-পণ্ডিতের ঘরে আছেন লীলায় ॥
গৃহ ছাড়িবারে প্রভু করিলেন মন ।
না ছাড়ে জননী-তাত-দুঃখের কারণ॥
তিলমাত্র নিত্যানন্দ না দেখিলে মাতা ।
যুগপ্রায় হেন বাসে ততোধিক পিতা ॥
তিল-মাত্র নিত্যানন্দ-পুত্রেরে ছাড়িয়া ।
কোথাও হাড়াই-ওঝা না যায় চলিয়া ॥
কিবা কৃষিকর্ম্মে, কিবা যজমান-ঘরে ।
কিবা হাটে, কিবা মাটে যত কর্ম্ম করে ॥
পাছে যদি নিত্যানন্দচন্দ্র চলি যায় ।
তিলার্দ্ধে শতেকবার উলটিয়া চায় ॥
ধরিয়া ধরিয়া পুন আলিঙ্গন করে ।
ননীর পুতলি যেন মিলায় শরীরে ॥
এই মত পুত্র-সঙ্গে বুলে সর্ব্ব-ঠাঁই ।
প্রাণ হৈলা নিত্যানন্দ শরীর হাড়াই ॥
অন্তর্যামী নিত্যানন্দ ইহা সব জানে ।
পিতৃসুখ-ধর্ম্ম পালিয়াছে পিতা-সনে ॥
দৈবে একদিন এক সন্ন্যাসী সুন্দর ।
আইলেন নিত্যানন্দজনকের ঘর ॥
নিত্যানন্দপিতা তানে ভিক্ষা করাইয়া ।
রাখিলেন পরম-আনন্দযুক্ত হৈয়া ॥
সর্ব্ব-রাত্রি নিত্যানন্দপিতা তাঁর সঙ্গে ।
আছিলেন কৃষ্ণকথা-কথন-প্রসঙ্গে ॥
গন্তকাম সন্ন্যাসী হইলা উষাকালে ।
নিত্যানন্দপিতা-প্রতি ন্যাসীবর বলে ॥
ন্যাসী বলে এক ভিক্ষা আছয়ে আমার ।
নিত্যানন্দপিতা বলে যে ইচ্ছা তোমার ॥
ন্যাসী বলে করিবাঙ তীর্থ–পর্য্যটম ।
সংহতি আমার ভাল নাহিক ব্রাহ্মণ ॥
এই যে সকল-জ্যেষ্ঠ-নন্দন তোমার ।
কতদিন লাগি দেহ’ সংহতি আমার ॥
প্রাণ-অতিরিক্ত আমি দেখিব উহানে ।
সর্ব্ব-তীর্থ দেখিবেন বিবিধ-বিধানে ॥
শুনিয়া ন্যাসীর বাক্য শুদ্ধ-বিপ্রবর ।
মনে মনে চিন্তে বড় হইয়া কাতর ॥
প্রাণভিক্ষা করিলেন আমার সন্ন্যাসী ।
না দিলেও ‘সর্ব্বনাশ হয়’ হেন বাসি ॥
ভিক্ষুকেরে পূর্ব্বে মহাপুরুষ-সকল ।
প্রাণদান দিয়াছেন করিয়া মঙ্গল ॥
রামচন্দ্র পুত্র-দশরথের জীবন ।
পূর্ব্বে বিশ্বামিত্র তানে করিলা যাচন ॥
যদ্যপিহ রাম বিনে রাজা নাহি জীয়ে ।
তথাপি দিলেন এই পুরাণেতে কহে ॥
সেই ত বৃত্তান্ত আজি হইল আমারে ।
এ ধর্ম্মসঙ্কটে কৃষ্ণ ! রক্ষা কর’ মোরে ॥
দৈবে সেই বস্তু, কেনে নহিব সে মতি ।
অন্যথা লক্ষণ যার গৃহেতে উৎপত্তি ॥
ভাবিয়া চলিলা বিপ্র ব্রাহ্মণীর স্থানে ।
আনুপূর্ব্ব কহিলেন সব-বিবরণে ॥
শুনিয়া বলিলা পতিব্রতা জগন্মাতা ।
যে তোমার ইচ্ছা প্রভু ! সেই মোর কথা ॥

আইলা সন্ন্যাসী-স্থানে নিত্যানন্দপিতা।
ন্যাসীরে দিলেন পুত্র, নোঙাইয়া মাথা॥
নিত্যানন্দ লই চলিলেন ন্যাসিবর।
হেনমতে নিত্যানন্দ ছাড়িলেন ঘর॥
নিত্যানন্দ গেলে মাত্র হাড়াই-পণ্ডিত।
ভূমিতে পড়িলা বিপ্র হইয়া মূর্চ্ছিত॥
সে বিলাপ ক্রন্দন কহিব কোন্ জনে।
বিদরে পাষাণ কাষ্ঠ তাহার শ্রবণে॥
ভক্তি-রসে জড়-প্রায় হইলা বিহ্বল।
লোকে বলে হাড়ো-ওঝা হইলা পাগল॥
তিন মাস না করিলা অন্নের গ্রহণ।
চৈতন্যপ্রভাবে সবে রহিল জীবন॥
প্রভুকে না ছাড়ে যার হেন অনুরাগ।
বিষ্ণু-বৈষ্ণবের এই অচিন্ত্য-প্রভাব॥
স্বামীহীনা দেবহূতি-জননী ছাড়িয়া।
চলিলা কপিল-প্রভু নিরপেক্ষ হৈয়া॥
ব্যাস-হেন বৈষ্ণব জনক ছাড়ি শুক।
চলিলা-উলটি নাহি চা'হিলেন মুখ॥
শচী-হেন জননী ছাড়িয়া একাকিনী।
চলিলেন নিরপেক্ষ হই ন্যাসিমণি॥
পরমার্থে এই ত্যাগ-ত্যাগ কভু নহে।
এ সকল কথা বুঝে কোন মহাশয়ে॥
এ সকল লীলা জীব-উদ্ধার-কারণে।
মহাকাষ্ঠ দ্রবে' যেন ইহার শ্রবণে।
সিতা যেন ~~সীতা~~ হারাইয়া শ্রীরঘুনন্দনে।
নির্ভয়ে শুনিলে তাহা কান্দয়ে যবনে॥
হেনমতে গৃহ ছাড়ি নিত্যানন্দ-রায়।
স্বানুভাবানন্দে তীর্থ করিয়া বেড়ায়॥ ১০৭
চৈ.ভা.আদি ।১০৮ প্রথমে চলিলা প্রভু তীর্থ বক্রেশ্বর।
তবে বৈদ্যনাথ-বনে গেলা একেশ্বর॥
গয়া গিয়া কাশী গেলা শিব-রাজধানী।
যঁহি ধারা বহে গঙ্গা উত্তর-বাহিনী॥
গঙ্গা দেখি বড় সুখী নিত্যানন্দ-রায়।
স্নান করে পান করে আর্ত্তি নাহি যায়॥
প্রয়াগে করিলা মাঘ মাসে প্রাতঃ স্নান।
তবে মথুরায় গেলা পূর্ব্ব-জন্ম স্থান॥
যমুনা-বিশ্রাম-ঘাটে করি জলকেলি।
গোবর্দ্ধন-পর্ব্বত বুলেন কুতূহলী॥
শ্রীবৃন্দাবন-আদি যত দ্বাদশ বন।
একে একে প্রভু সব করেন ভ্রমণ॥
গোকুলে নন্দের ঘর-বসতি দেখিয়া।
বিস্তর রোদন প্রভু করিলা বসিয়া॥
তবে প্রভু মদন-গোপাল নমস্করি।
চলিলা হস্তিনাপুর পাণ্ডবের পুরী॥
ভক্ত-স্থান দেখি প্রভু করেন ক্রন্দন।
না বুঝে তৈর্থিক ভক্তি-শূন্যের কারণ॥
বলরাম-কীর্ত্তি দেখি হস্তিনা-নগরে।
"ত্রাহি হলধর!" বলি নমস্কার করে॥
তবে দ্বারকায় আইলেন নিত্যানন্দ।
সমুদ্রে করিলা স্নান হইলা আনন্দ॥
সিদ্ধপুর গেলা যথা কপিলের স্থান।
মৎস্য-তীর্থে মহোৎসবে করিলা অন্নদান॥
শিব-কাঞ্চি বিষ্ণু-কাঞ্চি গেলা নিত্যানন্দ।
দেখি হাসে দুইগণে মহা-মহা-দ্বন্দ্ব॥
কুরুক্ষেত্রে পুণ্যোদক বিন্দু-সরোবর।
প্রভাসে গেলেন সুদর্শন-তীর্থবর॥
ত্রিতকূপ মহাতীর্থ গেলেন বিশালা।
তবে ব্রহ্মতীর্থ চক্রতীর্থেরে চলিলা॥
প্রতিস্রোতা গেলা যথা প্রাচী সরস্বতী।
নৈমিষারণ্যে তবে গেলা মহামতি॥

তবে গেলা নিত্যানন্দ অযোধ্যা-নগর।
রাম-জন্মভূমি দেখি কান্দিলা বিস্তর॥

তবে গেলা গুহক-চণ্ডাল-রাজ্য যথা।
মহা-মূর্চ্ছা নিত্যানন্দ পাইলেন তথা॥

গুহক-চণ্ডাল মাত্র হইল স্মরণ।
তিন দিন আছিলা আনন্দে অচেতন॥

যে যে বনে আছিলা ঠাকুর রামচন্দ্র।
দেখিয়া বিরহে গড়ি যায় নিত্যানন্দ॥

তবে গেলা সরযূ কৌশিকী করি স্নান।
তবে গেলা পৌলস্থ-আশ্রম পুণ্যস্থান॥

গোমতী গণ্ডকী শোণ তীর্থে স্নান করি।
তবে গেলা মহেন্দ্র-পর্ব্বত-চূড়োপরি॥

পরশুরামেরে তথা করি নমস্কার।
তবে গেলা গঙ্গা-জন্ম-ভূমি-হরিদ্বার॥

পম্পা ভীমরথী গেলা সপ্ত-গোদাবরী।
বেণ্বা-তীর্থে বিপাশায় মজ্জন আচরি॥

কার্ত্তিক দেখিয়া নিত্যানন্দ মহামতি।
শ্রীপর্ব্বত গেলা যথা মহেশ-পার্ব্বতী॥

ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী-রূপে মহেশ পার্ব্বতী।
সেই শ্রীপর্ব্বতে দোঁহে করেন বসতি॥

নিজ-ইষ্টদেব চিনিলেন দুইজনে।
অবধূতরূপে করে তীর্থ-পর্য্যটনে॥

পরমসন্তোষে দোঁহে অতিথি দেখিয়া।
পাক করিলেন দেবী হরষিত হৈয়া॥

পরম-আদরে ভিক্ষা দিলেন প্রভুরে।
হাসি নিত্যানন্দ দোঁহাকারে নমস্করে॥

কি অন্তর-কথা হৈল, কৃষ্ণ সে জানেন।
তবে নিত্যানন্দ প্রভু দ্রাবিড়ে গেলেন॥

দেখিয়া বেঙ্কটনাথ কামকোষ্ঠীপুরী।
কাঞ্চী হরিদ্বার গিয়া গেলেন কাবেরী॥

তবে গেলা শ্রীরঙ্গনাথের পুণ্য স্থান।
তবে করিলেন হরি-ক্ষেত্রেরে পয়ান॥

ঋষভ-পর্ব্বত গেলা দক্ষিণ-মথুরা।
কৃতমালা তাম্রপর্ণী যমুনা-উত্তরা॥

মলয়-পর্ব্বত গেলা-অগস্ত্য-আলয়।
তাহারাও হৃষ্ট হৈলা দেখি মহাশয়॥

তা'সবার অতিথি হইলা নিত্যানন্দ।
বদরিকাশ্রম গেলা পরম-আনন্দ॥

কতদিন নর-নারায়ণের আশ্রমে।
আছিলেন নিত্যানন্দ পরম-নির্জ্জনে॥

তবে নিত্যানন্দ গেলা ব্যাসের আলয়।
ব্যাস চিনিলেন বলরাম মহাশয়॥

সাক্ষাৎ হইয়া ব্যাস আতিথ্য করিলা।
প্রভুও ব্যাসেরে দণ্ড-প্রণত হইলা॥

তবে নিত্যানন্দ গেলা বৌদ্ধের ভবন।
দেখিলেন প্রভু, বসি আছে বৌদ্ধগণ॥

জিজ্ঞাসেন প্রভু কেহ উত্তর না করে।
ক্রুদ্ধ হই প্রভু লাথি মারিলেন শিরে॥

পলাইল বৌদ্ধগণ হাসিয়া হাসিয়া।
বনে ভ্রমে নিত্যানন্দ নির্ভয় হইয়া॥

তবে প্রভু আইলেন কন্যকা-নগর।
দুর্গাদেবী দেখি গেলা দক্ষিণ-সাগর॥

তবে নিত্যানন্দ গেলা শ্রীঅনন্তপুরে।
তবে গেলা পঞ্চঅপ্সরা-সরোবরে॥

গোকর্ণাখ্য গেলা প্রভু শিবের মন্দিরে।
কুলাচলে ত্রিগর্ত্তকে বুলে ঘরে ঘরে॥

দ্বৈপায়নী আর্য্যা দেখি নিত্যানন্দ-রায়।
নির্ব্বিন্ধ্যা পয়োষ্ণী তাপী ভ্রমেণ লীলায়।

রেমা মাহেস্বতী পুরী মল্লতীর্থ গেলা।
সূর্পারক দিয়া প্রভু প্রতীচী চলিলা॥

এইমত অভয়-পরমানন্দ-রায়।
ভ্রমে নিত্যানন্দ ভয় নাহিক কাহার॥

নিরন্তর কৃষ্ণাবেশে শরীর অবশ।
ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে হাসে, কে বুঝে সে রস॥ ১৫৬

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান॥

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃতে আদিখণ্ডে নিত্যানন্দ প্রভুরতীর্থাদি ভ্রমণ নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

নিত্যানন্দ প্রভুর মাধবেন্দ্র-পুরীর সহিত মিলন

তৃতীয় অধ্যায়

C.B. Adi
9/154

এইমত নিত্যানন্দ প্রভুর ভ্রমণ।
দৈবে মাধবেন্দ্র-সহ হৈল দরশন ॥
মাধবেন্দ্র-পুরী প্রেমময়-কলেবর।
প্রেমময় যত সব সঙ্গে অনুচর ॥
কৃষ্ণ-রস বিনু আর নাহিক আহার।
মাধবেন্দ্রপুরী-দেহে কৃষ্ণের বিহার ॥
যার শিষ্য মহা প্রভু-আচার্য্যগোসাঞি।
কি কহিব আর তাঁর প্রেমের বড়াই ॥
মাধব-পুরীরে দেখিলেন নিত্যানন্দ।
ততক্ষণে প্রেমে মূর্চ্ছা হইলা নিষ্পন্দ ॥
নিত্যানন্দ দেখি মাত্র শ্রীমাধবপুরী।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হই আপনা' পাসরি ॥
'ভক্তিরসে আদি মাধবেন্দ্র সূত্রধার।'
শ্রীগৌরচন্দ্র ইহা কহিয়াছেন বারে-বার ॥
দোঁহে মূর্চ্ছা হইলেন দোঁহা-দরশনে।
কান্দয়ে ঈশ্বরপুরী-আদি-শিষ্যগণে ॥
ক্ষণেকে হইলা বাহ্য-দৃষ্টি দুই-জনে।
অন্যান্যে গলায় ধরি করেন ক্রন্দনে ॥
বনে গড়ি যায় দুই প্রভু প্রেমরসে।
হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ-প্রেমের আবেশে ॥
প্রেম-নদী বহে দুই প্রভুর নয়ানে।
পৃথিবী হইল সিক্ত ধন্য হেন মানে ॥
কম্প, অশ্রু, পুলক, ভাবের অন্ত নাঞি।
দুই-দেহে বিহরয়ে চৈতন্য-গোসাঞি ॥
নিত্যানন্দ বলে "তীর্থ করিলাম যত।
সম্যক্ তাহার ফল পাইলাম তত ॥
নয়নে দেখিনু মাধবেন্দ্রের চরণ।
এ প্রেম দেখিয়া ধন্য হইল জীবন ॥"
মাধবেন্দ্রপুরী নিত্যানন্দ করি কোলে।
উত্তর না স্ফুরে রুদ্ধকণ্ঠ প্রেম-জলে ॥
হেন প্রীত হইলেন মাধবেন্দ্রপুরী।
বক্ষ হৈতে নিত্যানন্দ বাহির না করি ॥
ঈশ্বরপুরী ব্রহ্মানন্দপুরী আদি যত।
সর্ব্ব শিষ্য হইলেন নিত্যানন্দে রত ॥
সবে যত মহাজন সম্ভাষা করেন।
কৃষ্ণ-প্রেম কাহারো শরীরে না দেখেন ॥
সবেই পায়েন দুঃখ জন সম্ভাষিয়া।
অতএব বন সবে ভ্রমেণ দেখিয়া ॥
অন্যান্য সে সব দুঃখের হৈল নাশ।
অন্যান্য দেখি কৃষ্ণ-প্রেমের প্রকাশ ॥
কতদিন নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্র-সঙ্গে।
ভ্রমেণ শ্রীকৃষ্ণ-কথা-পরানন্দ-রঙ্গে ॥
মাধবেন্দ্র-কথা অতি অদ্ভুত-কথন।
মেঘ দেখিলেই মাত্র হয় অচেতন ॥
অহর্নিশ কৃষ্ণপ্রেমে মদ্যপের প্রায়।
হাসে কান্দে হৈ হৈ করে হায় হায় ॥
নিত্যানন্দ মহা-মত্ত গোবিন্দের রসে।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে অট্ট অট্ট হাসে ॥
দোঁহার অদ্ভুত ভাব দেখি শিষ্যগণ।
নিরবধি 'হরি' বলি করয়ে কীর্ত্তন ॥
রাত্রিদিন কেহ নাহি জানে প্রেমরসে।
কত কাল যায়, কেহ ক্ষণ নাহি বাসে ॥

মাধবেন্দ্র-সঙ্গে যত হইল আখ্যান।
কে জানয়ে তাহা, কৃষ্ণচন্দ্র সে প্রমাণ॥
মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দে ছাড়িতে না পারে।
নিরবধি নিত্যানন্দ-সংহতি বিহরে॥
মাধবেন্দ্র বলে "প্রেম না দেখিলুঁ কোথা।
সেই মোর সর্ব্ব তীর্থ হেন প্রেম যথা॥
জানিলুঁ কৃষ্ণের কৃপা আছে মোর প্রতি।
নিত্যানন্দ-হেন বন্ধু পাইনু সংহতি॥
যে-সে-স্থানে যদি নিত্যানন্দ-সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্ব্বতীর্থ-বৈকুণ্ঠাদি-ময়॥
নিত্যানন্দ-হেন ভক্ত শুনিলে শ্রবণে।
অবশ্য পাইব কৃষ্ণচন্দ্র সেই জনে॥
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে কৃষ্ণের প্রিয় নহে॥"
এই মত মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দ প্রতি।
অহর্নিশ বলেন করেন রতি মতি॥
মাধবেন্দ্র-প্রতি নিত্যানন্দ মহাশয়।
গুরু-বুদ্ধি ব্যতিরিক্ত আর না করয়॥
এইমত অন্যান্য দুই মহামতি।
কৃষ্ণ-প্রেমে না জানেন কোথা দিবা-রাতি॥
কতদিন মাধবেন্দ্র-সঙ্গে নিত্যানন্দ।
থাকিয়া চলিলা শেষে যথা সেতুবন্ধ॥
মাধবেন্দ্র চলিলা সরযূ দেখিবারে।
কৃষ্ণাবেশে কেহ নিজ দেহ নাহি স্মরে॥
অতএব জীবনের রক্ষা সে-বিরহে।
বাহ্য থাকিলে কি সে-বিচ্ছেদে প্রাণ রহে॥
নিত্যানন্দ-মাধবেন্দ্র-দুই-দরশন।
যে শুনয়ে তারে মিলে কৃষ্ণ-প্রেম-ধন॥
হেনমতে নিত্যানন্দ ভ্রমে প্রেম-রসে।
সেতুবন্ধে আইলেন কতেক দিবসে॥
ধনু-তীর্থে স্নান করি গেলা রামেশ্বর
তবে প্রভু আইলেন বিজয়া-নগর॥
মায়াপুরী অবন্তী দেখিয়া গোদাবরী।
আইলেন জিওড়-নৃসিংহদেবপুরী॥
ত্রিমল্ল দেখিয়া কূর্ম্মনাথ পুণ্য-স্থান।
শেষে নীলাচলচন্দ্র দেখিতে পয়ান॥
আইলেন নীলাচলচন্দ্রের নগরে।
ধ্বজা দেখি মাত্র মূর্চ্ছা হইল শরীরে॥
দেখিলেন চতুর্ব্ব্যূহ-রূপ জগন্নাথ।
প্রকট পরমানন্দ ভক্তবর্গ সাথ॥
দেখি মাত্র হইলেন পুলকে মূর্চ্ছিতে।
পুনঃ বাহ্য হয় পুনঃ পড়ে পৃথিবীতে॥
কম্প, স্বেদ, পুলকাশ্রু, আছাড়, হুঙ্কার।
কে কহিতে পারে নিত্যানন্দের বিকার?
এইমত নিত্যানন্দ থাকি নীলাচলে।
দেখি গঙ্গাসাগর আইলা কুতূহলে॥
তাঁর তীর্থ-যাত্রা সব কে পারে কহিতে।
কিছু লিখিলাম মাত্র তাঁর কৃপা হৈতে॥
এই মত তীর্থ-ভ্রমি নিত্যানন্দ-রায়।
পুনর্ব্বার আসিয়া মিলিলা মথুরায়॥
নিরবধি বৃন্দাবনে করেন বসতি।
কৃষ্ণের আবেশে না জানেন দিবারাতি॥
আহার নাহিক—কদাচিত দুগ্ধ-পান।
সেহ অযাচিত যদি কেহ করে দান॥
নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র আছে গুপ্তভাবে।
ইহা নিত্যানন্দ স্বরূপের মনে জাগে॥
"আপন ঐশ্বর্য্য প্রভু প্রকাশিব যবে।
আমি গিয়া করিমু আপন-সেবা তবে॥"
এই মানসিক করি নিত্যানন্দ রায়।
মথুরা ছাড়িয়া নবদ্বীপে নাহি যায়॥

নিরবধি বিহরয়ে কালিন্দীর জলে ।
শিশু-সঙ্গে বৃন্দাবনে ধূলা-খেলা খেলে ॥
যদ্যপিহ নিত্যানন্দ ধরে সর্ব্ব-শক্তি ।
তথাপিহ কারেও না দিলেন বিষ্ণু-ভক্তি ।
যবে গৌরচন্দ্র প্রভু করিব প্রকাশ ।
তাঁর সে আজ্ঞায় ভক্তি-দানের বিলাস ॥
কেহ কিছু না করে চৈতন্য-আজ্ঞা বিনে ।
ইহাতে অল্পতা নাহি পায় প্রভুগণে ॥
কি অনন্ত, কিবা শিব, অজাদি দেবতা ।
চৈতন্য-আজ্ঞায় হর্ত্তা কর্ত্তা পালয়িতা ॥
ইহাতে যে পাপীগণ মনে দুঃখ পায় ।
বৈষ্ণবের অদৃশ্য-সেই পাপী সর্ব্বথায় ॥
সাক্ষাতেই দেখ সবে এই ত্রিভুবনে ।
নিত্যানন্দ-দ্বারে পাইলেন প্রেমধনে ॥
চৈতন্যের আদি-ভক্ত নিত্যানন্দ-রায় ।
চৈতন্যের যশ বৈসে যাঁহার জিহ্বায় ॥
অহর্নিশ চৈতন্যের কথা প্রভু কহে ।
তাঁরে ভজিলে সে চৈতন্য-ভক্তি হয়ে ॥
আদিদেব জয় জয় নিত্যানন্দ-রায় ।
চৈতন্য-মহিমা স্ফুরে যাঁহার কৃপায় ॥
চৈতন্য কৃপাতে হয় নিত্যানন্দে রতি ।
নিত্যানন্দ জানিলে আপদ নাহি কতি ॥
সংসারের পার হই ভক্তির সাগরে ।
যে ডুবিব সে ভজুক নিতাইচান্দেরে ॥
কেহ বলে "নিত্যানন্দ যেন বলরাম ।"
কেহ বলে "চৈতন্যের বড় প্রিয়ধাম ॥"
কিবা যতী নিত্যানন্দ, কিবা ভক্ত জ্ঞানী ।
যার যেন মত ইচ্ছা না বলয়ে কেনি ॥
যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে ।
তবু সেই পাদ পদ্ম রহুক হৃদয়ে ॥
কোন চৈতন্যের লোক নিত্যানন্দ প্রতি ।
মন্দ বলে হেন দেখ, সে কেবল স্তুতি ॥
নিত্যসিদ্ধ জ্ঞানবন্ত বৈষ্ণব-সকল ।
তবে যে কলহ দেখ, সব কুতূহল ॥
ইথে একজনের হইয়া পক্ষ যে ।
অন্য-জনে নিন্দা করে, ক্ষয় যায় সে ॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপে সে নিন্দা না লওয়ায় ।
তাঁর পথে থাকিলে সে গৌরচন্দ্র পায় ॥
হেন দিন হৈব কি চৈতন্য নিত্যানন্দ ।
দেখিব বেষ্টিত চতুর্দ্দিকে ভক্তবৃন্দ ॥
সর্ব্বভাবে স্বামী যেন হয় নিত্যানন্দ ।
তাঁর হৈয়া ভজি যেন প্রভু গৌরচন্দ্র ॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের স্থানে ভাগবত ।
জন্ম জন্ম পড়িবাঙ এই অভিমত ॥
জয় জয় জয় মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র ।
দিলাও নিলাও তুমি প্রভু নিত্যানন্দ ॥
তথাপিহ এই কৃপা কর মহাশয় ।
তোমাতে তাহাতে যেন চিত্তবৃত্তি রয় ॥
তোমার পরম-ভক্ত নিত্যানন্দ-রায় ।
তুমি তাঁরে দিলে বিনা কোন্ জনে পায় ?
বৃন্দাবন-আদি করি ভ্রমে নিত্যানন্দ ।
যাবত না আপনা' প্রকাশে গৌরচন্দ্র ॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের তীর্থ-পর্য্যটন ।
যেই ইহা শুনে তারে মিলে প্রেমধন ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান ।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

e.B. Adi
7/238

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃতে আদিখণ্ডে নিত্যানন্দপ্রভুর মাধবেন্দ্রপুরীর সহিত মিলন নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

আদিখণ্ড সমাপ্ত

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দাদ্বৈতচন্দ্রায়নমঃ ॥

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত

মধ্যখণ্ড

প্রথম অধ্যায়

নিত্যানন্দ ও গৌরাঙ্গমহাপ্রভু-সম্মিলন

C.B.M. 3/12a

মঙ্গলাচরণ

আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ ॥
নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথসুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় নরহরি-গদাধর-প্রাণনাথ।
মোর প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত ॥
ভক্তগোষ্ঠি সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে নিতাই-কথা ভক্তি লভ্য হয় ॥
মধ্যখণ্ড-কথা যেন অমৃতের খণ্ড।
যে কথা শুনিলে ঘুচে অন্তর-পাষণ্ড ॥
দেখরে নয়ন ভরি নিতাই সুন্দর।
গৌরাঙ্গ-প্রণয়-রসময় পুরন্দর ॥
আভোরা প্রণয়-রসে অঙ্গ গদগদ।
চলিতে অথির ধরে আধ আধ পদ ॥
এইমত বৃন্দাবনে বৈসে নিত্যানন্দ।
নবদ্বীপে প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র ॥
নিরন্তর সঙ্কীর্ত্তন-পরম আনন্দ।
দুঃখ পায় প্রভু না দেখিয়া নিত্যানন্দ ॥
নিত্যানন্দ জানিলেন প্রভুর প্রকাশ।
যে অবধি লাগি করে বৃন্দাবনে বাস ॥
জানিয়া আইলা ঝাট নবদ্বীপপুরে।
আসিয়া রহিলা নন্দন-আচার্য্যের ঘরে ॥
নন্দন-আচার্য্য, মহাভাগবতোত্তম।
দেখি মহাতেজোরাশি যেন সূর্য্য-সম ॥
মহা-অবধূত-বেশ-প্রকাণ্ড শরীর।
নিরবধি গভীরতা দেখি মহা-ধীর ॥
অহর্নিশ বদনে বলয়ে কৃষ্ণ-নাম।
ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় চৈতন্যের ধাম ॥
নিজানন্দে ক্ষণে ক্ষণে করয়ে হুঙ্কার।
মহা মত্ত যেন, বলরাম-অবতার ॥
কোটি চন্দ্র জিনিয়া, বদন মনোহর।
জগত-জীবন হাস্য, সুন্দর অধর ॥
মুকুতা জিনিয়া, শ্রীদশনের জ্যোতি।
আয়ত অরুণ, দুই লোচন-সুভাঁতি ॥

আজানুলম্বিত ভুজ, সুপীবর বক্ষ।
চলিতে কোমল বড় পদযুগ দক্ষ ॥
পরম-কৃপায় করে সবারে সম্ভাষ।
শুনিতে শ্রীমুখ-বাক্য, কর্ম্ম-বন্ধ-নাশ ॥
আইলা নদীয়াপুরে নিত্যানন্দ-রায়।
সকল ভবনে, জয় জয় ধ্বনি গায় ॥
সে মহিমা বলে হেন কে আছে প্রচণ্ড।
যে প্রভু ভাঙ্গিল গৌরসুন্দরের দণ্ড ॥
বণিক অধম মূর্খ, যে করিল পার।
ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হয় নাম লইলে যাঁর ॥
পাইয়া নন্দনাচার্য্য হরষিত হৈয়া।
রাখিলেন নিজঘরে, ভিক্ষা করাইয়া ॥
নবদ্বীপে নিত্যানন্দচন্দ্র-আগমন।
ইহা যেই শুনে, তারে মিলে প্রেমধন ॥
নিত্যানন্দ-আগমন, জানি বিশ্বম্ভর।
অনন্ত হরিষ প্রভু হইলা অন্তর ॥
পূর্ব্বে ব্যপদেশে, সর্ব্ব বৈষ্ণবের স্থানে।
ব্যঞ্জিয়া আছেন, কেহ মর্ম্ম নাহি জানে ॥
(আরে) ভাই সব, দুই তিন দিনের ভিতরে।
কোনো মহাপুরুষ এক আসিব এথারে ॥
দৈবে সেই দিন বিষ্ণু পূজি বিশ্বম্ভর।
সকল বৈষ্ণব যথা মিলিলা সত্বর ॥
সবাকার স্থানে প্রভু কহয়ে আপনে।
আজি আমি অপরূপ দেখিনু স্বপনে ॥
তালধ্বজ এক রথ সংসারের সার।
আসিয়া রহিল রথ আমার দুয়ার ॥
তার মাঝে দেখি এক প্রকাণ্ড-শরীর।
মহা এক স্তম্ভ স্কন্ধে, গতি নহে স্থির ।।
বেত্র-বান্ধা-কাণা, এক কুম্ভ, বামহাতে।
নীলবস্ত্র-পরিধান, নীলবস্ত্র-মাথে ॥
বাম-শ্রুতি-মূলে, এক কুণ্ডল বিচিত্র।
হলধর-ভাব, হেন বুঝিয়ে চরিত্র ॥
এই বাড়ী নিমাই পণ্ডিতের হয় হয়।
দশবার বিশবার (আমায়) এই কথা কয় ॥
মহা-অবধূত-বেশ পরম প্রচণ্ড।
আর কভু নাহি দেখি এমন উদ্দণ্ড ॥
দেখিয়া সম্ভ্রম বড় পাইলাম আমি।
জিজ্ঞাসিনু আমি, কোন্ মহাজন তুমি ॥
হাঁসিয়া আমারে বলে, এই ভাই হয়।
তোমায় আমায় কালি হবে পরিচয় ॥
হরিষ বাড়িল শুনি তাহার বচন।
আপনারে বাসোঁ মুঞি, যেন সেই সম ॥
কহিতে প্রভুর বাহ্য সব গেল দূর।
হলধর-ভাবে, প্রভু গর্জ্জয়ে প্রচুর ॥
মদ আনো, মদ আনো, বলি প্রভু ডাকে।
হুঙ্কার শুনিতে যেন দুই কর্ণ ফাটে ॥
শ্রীবাস-পণ্ডিত কহে শুনহ গোসাঞি।
যে মদিরা চাহ তুমি, সে তোমার ঠাঞি ॥
তুমি যারে বিলাও, সেই সে তাহা পায়।
কম্পিত সকল গণ, দূরে রহি চায় ॥
মনে মনে চিন্তে, সব বৈষ্ণবের গণ।
অবশ্য ইহার কিছু, আছয়ে কারণ ॥
আর্য্যা-তর্জ্জা পড়ে প্রভু, অরুণ-নয়ন।
হাসিয়া দোলায় অঙ্গ, যেন সঙ্কর্ষণ ॥
ক্ষণেকে হইলা প্রভু, স্বভাব-চরিত্র।
স্বপ্ন-অর্থ-স্বভাবে, বাখানে রাম-মাত্র ॥
হেন বুঝি মোর চিত্তে, লয় এক কথা।
কোনো মহাপুরুষ যে আসিয়াছে হেথা ॥
পূর্ব্বে আমি বলিয়াছি তোমা সবা-স্থানে।
কোনো মহাজন-সঙ্গে হৈব দরশনে ॥

চল হরিদাস চল শ্রীবাস পণ্ডিত।
চাহ গিয়া দেখ, কে আইসে কোন ভিত ॥
দুই মহাভাগবত প্রভুর আদেশে।
সর্ব্ব-নবদ্বীপে চাহি বুলয়ে হরিষে ॥
চাহিতে চাহিতে, কথা কহে দুই জনে।
এ বুঝি আইলা কিবা প্রভু সঙ্কর্ষণে ॥
আনন্দে বিহ্বল দুই চাহিয়া বেড়ায়।
তিলার্দ্ধেক উদ্দেশ কোথাও নাহি পায় ॥
সকল নদীয়া, তিন প্রহর চাহিয়া।
আইলা প্রভুর স্থানে কাহো না দেখিয়া ॥
নিবেদয়ে দোঁহে আসি প্রভুর চরণে।
উপাধিক কোথাও নহিল দরশনে ॥
কি সন্ন্যাসী, কি বৈষ্ণব, কিবা জ্ঞানী স্থূল।
পাষণ্ডীর ঘর আদি, দেখিনু সকল ॥
চাহিলাম সর্ব্ব নবদ্বীপ যার নাম।
সবে না চাহিল প্রভু গিয়া অন্য গ্রাম ॥
দুহার বচন শুনি হাসে গৌরচন্দ্র।
ছলে বুঝাইল, বড় গূঢ় নিত্যানন্দ ॥
এই অবতারে কেহ, গৌরচন্দ্র রায়।
নিত্যানন্দ-নাম শুনি উঠিয়া পলায় ॥
পূজয়ে গোবিন্দ যেন না মানে শঙ্কর।
এই পাকে অনেক যাইবে যম ঘর ॥
বড় গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে।
চৈতন্য দেখায় যারে সে দেখিতে পারে ॥
না বুঝিয়া নিন্দা তাঁর চরিত্র অগাধ।
পাইলেও কৃষ্ণভক্তি হয় তার বাধ ॥
সর্ব্বথা শ্রীবাস আদি তাঁর তত্ত্ব জানে।
না হইল দেখা কোনো কৌতুক কারণে ॥
ক্ষনেকে ঠাকুর বোলে ঈসৎ হাসিয়া।
আইস আমার সঙ্গে সবে দেখি গিয়া ॥
উল্লাসে প্রভুর সঙ্গে সর্ব্বভক্তগণ।
"জয় কৃষ্ণ" বলি সবে করিলা গমন ॥
পথে যাইতে মুরারি "মুরারি!" ডাকে পঁহু।
"না দেখিলা অবধূত" বলি হাসে লহু ॥
নন্দন-আচার্য্য-ঘরে আছে মহাশয়।
আইস যাইব তথা, কহিলা নিশ্চয় ॥
পথে যাইতে ঘন ঘন "হরি হরি বোল"।
শ্রীঅঙ্গে পুলক কণ্ঠে গদ গদ রোল ॥
নয়নে গলয়ে নীর সাত পাঁচ ধারা।
চলিতে না পারে পথ সোনার কিশোরা ॥
ক্ষণে সিংহ-পরাক্রমে পদ চারি যায়।
মত্ত করিবর যেন উলটি না চায় ॥
নব-ধর-জল যেন গম্ভীর নিনাদে।
ঘন ঘন হুহুঙ্কার আনন্দ-উন্মাদে ॥
সবা লই প্রভু, নন্দন-আচার্য্যের ঘর।
যাইয়া উঠিল গিয়া শ্রীগৌরসুন্দর ॥
বসিয়াছে এক মহাপুরুষ-রতন।
সবে দেখিলেন যেন কোটি-সূর্য্যসম ॥
অলক্ষিত আবেশ বুঝন নাহি যায়।
ধ্যান-সুখে পরিপূর্ণ, হাসয়ে সদায় ॥
মহা-ভক্তি-যোগ, প্রভু বুঝিয়া তাঁহার।
গণ-সহ-বিশ্বম্ভর কৈলা নমস্কার ॥
সম্ভ্রমে রহিলা সর্ব্ব-গণ দাঁড়াইয়া।
কেহ কিছু না বলেন, রহিলা চা'হিয়া ॥
সম্মুখে রহিলা মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
চিনিলেন নিত্যানন্দ (আপন) প্রাণের ঈশ্বর ॥
বিশ্বম্ভর-মূর্ত্তি যেন মদন-সমান।
দিব্য-গন্ধ-মাল্য-দিব্য-বাস-পরিধান ॥
কি হয় কনক-দ্যুতি সে দেহের আগে।
সে বদন দেখিতে চাঁদের সাধ লাগে ॥

সে দন্ত দেখিতে কোথা মুকুতার দাম।
সে কেশ-বন্ধন দেখি না রহে গেয়ান ॥
দেখিতে আয়ত দুই-অরুণ-নয়ান।
আর কি 'কমল আছে' হেন হয় জ্ঞান ॥
সে আজানু দুই ভুজ হৃদয় সুপীন।
তঁহি শোভে সূক্ষ্ম-যজ্ঞ সূত্র অতিক্ষীণ ॥
ললাটে বিচিত্র ঊর্দ্ধ তিলক সুন্দর।
আভরণ বিনা সর্ব্ব অঙ্গ মনোহর ॥
কিবা হয় কোটি মণি, সে নখে চাহিতে।
সে হাস্য দেখিতে কিবা করিব অমৃতে ॥
নিত্যানন্দ সম্মুখে রহিলা বিশ্বম্ভর।
চিনিলেন নিত্যানন্দ (আপন) প্রাণের ঈশ্বর ॥ C.B.M. 3/181
C.B.M. 4/2 হরিষে স্তম্ভিত হৈলা নিত্যানন্দ-রায়।
একদৃষ্টি হই বিশ্বম্ভর-রূপ চা'য় ॥
রসনায় লিহে যেন দরশনে পান।
ভুজে যেন আলিঙ্গন নাসিকায় ঘ্রাণ ॥
এইমত নিত্যানন্দ, হইলা স্তম্ভিত।
না বোলে না করে কিছু, সবেই বিস্মিত ॥
বুঝিলেন সর্ব্ব-প্রাণ-নাথ গৌররায়।
নিত্যানন্দ জানাইতে সৃজিলা উপায় ॥
ইঙ্গিতে শ্রীবাস প্রতি বলিলেন ঠারে।
ভাগবতে (র) এক শ্লোক পাঠ করিবারে ॥
প্রভুর ইঙ্গিত বুঝি শ্রীবাস পণ্ডিত।
কৃষ্ণ-ধ্যান-এক শ্লোক পড়িলা ত্বরিত ॥

বর্হাপীড়ম্ নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারম্,
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশম্ বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ,-
র্বৃন্দারণ্যম্ স্বপদরমণম্ প্রাবিশদ্ গীতকীর্ত্তিঃ ॥
(শ্রীমদ্ভা, ১০ স্কন্ধ)

শুনিমাত্র নিত্যানন্দ শ্লোক উচ্চারণ।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হয়া নাহিক চেতন ॥
আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈলা নিত্যানন্দ-রায়।
"পড় পড়" শ্রীবাসেরে গৌরাঙ্গ শিখায় ॥
শ্লোক শুনি কতক্ষণে হইলা চেতন।
তবে প্রভু লাগিলেন করিতে রোদন ॥
পুনঃ পুনঃ শ্লোক শুনি বাড়য়ে উন্মাদ।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে হেন শুনি-সিংহনাদ ॥
অলক্ষিতে অন্তরীক্ষে পাড়য়ে আছাড়।
সবে মনে ভাবে কিবা চূর্ণ হৈল হাড় ॥
অন্যের কি দায়! বৈষ্ণবের লাগে ভয়।
"রক্ষ কৃষ্ণ, রক্ষ কৃষ্ণ" সবে সঙরয় ॥
গড়াগড়ি যায়, প্রভু, পৃথিবীর তলে।
কলেবর পূর্ণ হৈল নয়নের জলে ॥
বিশ্বম্ভর রূপ চাহি ছাড়ে ঘন-শ্বাস।
অন্তর-আনন্দ ক্ষণে, ক্ষণে মহা হাস ॥
ক্ষণে নৃত্য, ক্ষণে গান, ক্ষণে বাহু তাল।
ক্ষণে জোড়ে জোড়ে লম্ফ দেই দেখি ভাল ॥ 5/17
আরক্ত-গৌরাঙ্গ-কান্তি পরমসুন্দর।
ঝলমল অলঙ্কার অঙ্গ মনোহর ॥
কটিতটে পীতবাস বিরাজিত শোভা।
শিরে লটপটি-পাগ চম্পকের আভা ॥
চলিতে নূপুর পদে ঝন্ঝনি শুনি।
কুরঙ্গনয়নী-চিত্ত-তরল-সন্ধানি ॥
হাসিতে বিজুলি যেন খসিয়া পড়িছে।
কামিনী আপন লাজ, তাহাতেই দিছে ॥
মেঘ জিনি গরজে, গম্ভীর শব্দ শুনি।
কলি-মত্ত-হাতির দমন সিংহ-ধ্বনি ॥
মাতিল কুঞ্জর যেন গমন সুন্দর।
প্রসন্ন-বদনে প্রেম-ধারা নিরন্তর ॥

পুলকে আকুল তনু প্রেমে ডগমগী।
কম্প স্বেদ আদি ভাবে রসে অনুরাগী ॥
কলি-দর্প-দমন কণক-দণ্ড ধরে।
রাতা-উৎপল-করতল মনোহরে ॥
অঙ্গদ কঙ্কণ হার কেয়ূর কিঙ্কিণী।
গণ্ডযুগে কুণ্ডল যেমন দিনমণি ॥
পড়িয়া গড়িয়া উঠে বোলয়ে সামাল।
সবাকে বোলয়ে কাঁহা কানাঞা গোয়াল ॥
অলৌকিক বাক্য-ভাব ক্ষণে কাঁদে হাসে।
মধু দেহ বলি ক্ষণে রেবতি প্রশংসে ॥
ক্ষণে যুগপদ করি, লাফে লাফে যায়।
এক কহে, আর বলে, বুঝনে না যায় ॥
অঙ্গের সৌরভে যত যুবতীর গণ।
কুলবতী-গৃহ তারা ছাড়িল তখন ॥
ভূমিতে পড়িয়া প্রভু পরণাম করে।
করিল বিনয়-স্তুতি মধুর অক্ষরে ॥
পড়িলেন প্রভু-পদে নিত্যানন্দ-রায়।
তুঁহার চরণদোঁহে ধরিবারে চায় ॥
দোঁহে আলিঙ্গন কভু কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
কতি ছিলা বলি হাসে শ্রীমুখ চাহিয়া ॥
সকল জগত চাহি ফিরিয়া আইনু।
কোথাও তোমার লাগ, মুই না পাইনু ॥
শুনিলাম গৌড়দেশে নবদ্বীপ-পুরে।
লুকাঞা রয়েছে আসি, নন্দের কুমারে ॥
চোর ধরিবারে মুই আইলাম হেথা।
ধরিলাম চোর আজি পলাইবে কোথা ॥
ইহা বলি নিত্যানন্দ হাসে কাঁদে নাচে।
গৌরাঙ্গ আনন্দে নাচে নিত্যানন্দ কাছে ॥
দেখিয়া অদ্ভুত কৃষ্ণ-উন্মাদ-আনন্দ।
সকল বৈষ্ণব সহ কান্দে গৌরচন্দ্র ॥
পুনঃ পুনঃ বাঢ়ে সুখ অতি অনিবার।
ধরেন সবেই, কেহ নারে ধরিবার ॥
ধরিতে নারিলা যদি বৈষ্ণব-সকলে।
বিশ্বম্ভর করিলেন আপনার কোলে ॥
বিশ্বম্ভর-কোলে মাত্র গেলা নিত্যানন্দ।
সমর্পিয়া প্রাণ তাঁরে, হইলা নিষ্পন্দ ॥
যার প্রাণ তারে নিত্যানন্দ সমর্পিয়া।
আছেন প্রভুর কোলে অচেষ্ট হইয়া ॥
ভাসে নিত্যানন্দ চৈতন্যের প্রেম-জলে।
শক্তি-হত লক্ষ্মণ যেন শ্রীরামের কোলে ॥
প্রেম-ভক্তি বাণে মূর্চ্ছা গেলা নিত্যানন্দ।
নিতাইরে কোলে করি কান্দে গৌরচন্দ্র ॥
কি আনন্দ বিরহ, হইল দুই জনে।
পূর্ব্বে যেন শুনিয়াছি শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ॥
গৌরচন্দ্র-নিত্যানন্দ-স্নেহের যে সীমা।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ বই নাহিক উপমা ॥
বাহ্য পাইলেন নিত্যানন্দ কতক্ষণে।
হরি বলি জয়ধ্বনি করে ভক্তগণে ॥
নিতাইরে কোলে করি আছে বিশ্বম্ভর।
বিপরীত দেখি! মনে হাসে গদাধর ॥
যে অনন্ত নিরবধি ধরে বিশ্বম্ভর।
আজি তাঁর গর্ব্ব চূর্ণ কোলের ভিতর ॥
নিত্যানন্দ-প্রভাবের জ্ঞাতা গদাধর।
নিত্যানন্দ জ্ঞাতা গদাধরের অন্তর ॥
নিত্যানন্দ দেখিয়া সকল ভক্তগণ।
নিত্যানন্দময় হৈল সবাকার মন ॥
নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র দোঁহে দোঁহা দেখি।
কেহ কিছু না বোলয়ে ঝোরে মাত্র আঁখি ॥
দোঁহে দোঁহা দেখি বড় বিবশ হইলা।
দোঁহার নয়ন-জলে পৃথিবী ভাসিলা ॥

C.B.M.
4/18

বিশ্বম্ভর বলে শুভ দিবস আমার।
দেখিলাম ভক্তিযোগ, চারি বেদ সার ॥
এ কম্প, এ অশ্রু, এ গর্জ্জন-হুহুঙ্কার।
ইহা কি ঈশ্বর-শক্তি বিনা হয় আর ॥
সকৃত এ ভক্তিযোগ নয়নে দেখিলে।
তাহারেও কৃষ্ণ নাহি ছাড়ে কোন কালে ॥
বুঝিলাম ঈশ্বরের তুমি পূর্ণ-শক্তি।
তোমা ভজিলে সে জীব পায় কৃষ্ণ-ভক্তি ॥
তুমি কর, চতুর্দ্দশ ভুবন পবিত্র।
অচিন্ত্য, অগম্য, গূঢ়, তোমার চরিত্র ॥
তোমা লখিবেক হেন আছে কোন জন।
মূর্ত্তিমন্ত তুমি কৃষ্ণ-প্রেম-ভক্তি-ধন ॥
তিলার্দ্ধ তোমার সঙ্গ যে জনার হয়।
কোটি পাপ থাকিলেও তার মন্দ নয় ॥
বুঝিলাম কৃষ্ণ মোর করিব উদ্ধার।
তোমা হেন সঙ্গ আনি দিলেন আমার ॥
মহাভাগ্যে দেখিলাম তোমার চরণ।
তোমা ভজিলে সে পাই কৃষ্ণ-প্রেম-ধন ॥
আবিষ্ট হইয়া প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর।
নিত্যানন্দ-স্তুতি করে নাহি অবসর ॥
নিত্যানন্দ-চৈতন্যের অনেক সন্তাষ।
সব কথা ঠারে ঠোরে নাহিক প্রকাশ ॥
প্রভু বলে জিজ্ঞাসা করিতে করি ভয়।
কোন্দিক্ হইতে শুভ করিলে বিজয় ?
শিশুমতি নিত্যানন্দ পরম বিহ্বল।
বালকের প্রায় যেন বচন চঞ্চল ॥
এই প্রভু অবতীর্ণ জানিলেক মর্ম্ম।
কর যোড় করি বলে হই অতি নম্র ॥
প্রভু করে স্তুতি, শুনি লজ্জিত হইয়া।
ব্যপদেশে সব কথা কহেন ভাঙ্গিয়া ॥
নিত্যানন্দ বলে তীর্থ ভ্রমিলাম অনেক।
দেখিলাম কৃষ্ণের স্থান যতেক যতেক ॥
স্থানমাত্র দেখি কৃষ্ণ দেখিতে না পাই।
জিজ্ঞাসা করিনু তবে ভাল লোক ঠাঁই ॥
সিংহাসন সব, কেন দেখি আচ্ছাদিত।
কহ ভাই সব, কৃষ্ণ গেলা কোন ভিত ॥
তারা বলে কৃষ্ণ গিয়াছেন গৌড়দেশে।
গয়া করি গিয়াছেন কতেক দিবসে ॥
নদীয়ায় শুনি বড় নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
কেহ বলে এথায় জন্মিলা নারায়ণ ॥
পতিতের ত্রাণ বড় শুনি নদীয়ায়।
শুনিয়া আইনু মুই পাতকী এথায় ॥
প্রভু বলে আমরা সকলে ভাগ্যবান্।
তোমা হেন ভক্তের হইল উশস্থান ॥
আজি কৃত-কৃত্য হেন মানিল আমরা।
দেখিল যে তোমার আনন্দ বারিধারা ॥
হাসিয়া মুরারি বোলে, তোমরা তোমরা।
ইহাতো না বুঝি কিছু আমরা সবারা ॥
শ্রীবাস বোলয়ে উহা আমরা কি বুঝি।
মাধব শঙ্কর যেন দোঁহে দোঁহা পূজি ॥
গদাধর বলে ভালো বলিলা পণ্ডিত।
সেহ বুঝি যেন, রাম-লক্ষ্মণ-চরিত ॥
কেহ বলে দুইজন যেন দুই কাম।
কেহ বলে দুইজন যেন কৃষ্ণ-রাম ॥
কেহ বলে আমি কিছু বিশেষ না জানি।
কৃষ্ণ-কোলে যেন শেষ, আইলা আপনি ॥
কেহ বলে দুই সখা যেন কৃষ্ণার্জ্জুন।
সেইমত দেখিলাম স্নেহ-পরিপূর্ণ ॥
কেহ বলে দুইজনে বড় পরিচয়।
কিছুই না বুঝি সব ঠারে ঠোরে কয় ॥

এইমত হরিষে সকল ভক্তগণ।
নিত্যানন্দ-দরশনে করেন কথন ॥
নিতাইচাঁদ গৌরচন্দ্র দুই দরশন।
ইহার শ্রবণে হয় বন্ধ বিমোচন ॥
সঙ্গি-সখা-ভাই-ছত্র-শয়ন-বাহন।
নিত্যানন্দ বিনা নহে অন্য কোনো জন ॥
নানা রূপে সেবে প্রভু আপন ইচ্ছায়।
যারে দেন অধিকার সেই তাহা পায় ॥
আদিদেব মহাযোগী ঈশ্বর বৈষ্ণব।
মহিমার অন্ত ইহা না জানেন সব ॥
না জানিয়া নিন্দে তান, চরিত্র অগাধ।
পাইয়াও কৃষ্ণ-ভক্তি হয় তার বাধ ॥
চৈতন্যের প্রিয়-দেহ নিত্যানন্দ-রাম
হউ মোর প্রাণ-নাথ এই মনস্কাম ॥
তাঁহার প্রসাদে হৈল চৈতন্যতে মতি।
তাঁহার আজ্ঞায় লিখি চৈতন্যের স্তুতি ॥
রঘুনাথ যদুনাথ যেন নাম ভেদ।
এইমত নিত্যানন্দ আর বলদেব ॥
সংসারের পার হঞা ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে, সে ভজুক নিতাই-চাঁদেরে ॥
জয় জয় শ্রীগৌরসুন্দর মহেশ্বর।
জয় জয় নিত্যানন্দ, অনন্ত ঈশ্বর ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

C.B.M
4/73

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দ ও গৌরাঙ্গমহাপ্রভু সম্মিলন নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ

নিত্যানন্দ-প্রভুর ব্যাসপূজা

C.B.M.
5/4

হেনমতে নিত্যানন্দ-সঙ্গে কুতূহলে।
কৃষ্ণ-কথা-রসে সবে হইলা বিহ্বলে ॥
সবে মহাভাগবত পরম-উদার।
কৃষ্ণ-রসে মত্ত সবে করেন হুঙ্কার ॥
হাসে প্রভু নিত্যানন্দ চারি-দিকে দেখি।
বহয়ে আনন্দ-ধারা সবাকার আঁখি ॥
দেখিয়া আনন্দ মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
নিত্যানন্দ-প্রতি কিছু করিলা উত্তর ॥
"শুন শুন নিত্যানন্দ শ্রীপাদ গোসাঞি।
ব্যাসপূজা তোমার হইব কোন্ ঠাঞি ?
কালি হৈব পৌর্ণমাসী-ব্যাসের পূজন।
আপনে বুঝিয়া বল, যারে লয় মন ॥"
নিত্যানন্দ জানিলেন প্রভুর ইঙ্গিত।
হাতে ধরি আনিলেন শ্রীবাসপণ্ডিত ॥
হাসি বলে নিত্যানন্দ "শুন বিশ্বম্ভর !
ব্যাসপূজা এই মোর বামনার ঘর ॥"
শ্রীবাসের প্রতি বলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
"বড় ভার লাগিল যে তোমার উপর ॥"
পণ্ডিত বলেন "প্রভু ! কিছু নহে ভার।
তোমার প্রসাদে সব ঘরেই আমার ॥
বস্ত্র, মুদ্গ, যজ্ঞসূত্র, ঘৃত, গুয়া, পান।
বিধিযোগ্য যত সজ্জ-সব বিদ্যমান ॥
পদ্ধতি-পুস্তক মাত্র মাগিয়া আনিব।
কালি মহাভাগ্যে ব্যাস-পূজন দেখিব ॥"
প্রীত হৈলা মহাপ্রভু শ্রীবাসের বোলে।
হরি-হরি-ধ্বনি করে বৈষ্ণব-সকলে ॥
বিশ্বম্ভর বলে "শুন শ্রীপাদ গোসাঞি।
শুভ কর' সবে পণ্ডিতের ঘর যাই ॥"
আনন্দিত নিত্যানন্দ প্রভুর বচনে।
সেইক্ষণে আজ্ঞা লই করিলা গমনে ॥
সর্ব্ব-গণে চলিলা ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
রাম-কৃষ্ণ বেড়ি যেন গোকুল কিঙ্কর ॥
প্রবিষ্ট হইলা মাত্র শ্রীবাস-মন্দিরে।
বড় কৃষ্ণানন্দ হৈল সবার শরীরে ॥
কপাট পড়িল তবে প্রভুর আজ্ঞায়।
আপ্তগণ বিনা আর যাইতে না পায় ॥
কীর্ত্তন করিতে আজ্ঞা করিলা ঠাকুর।
উঠিল কীর্ত্তন-ধ্বনি, বাহ্য গেল দূর ॥
ব্যাসপূজা-অধিবাস উল্লাস কীর্ত্তন।
দুই প্রভু নাচে, বেড়ি গায় ভক্তগণ ॥
চির-দিবসের প্রেমে চৈতন্য নিতাই।
দোঁহে দোঁহা ধ্যান করি নাচে এক-ঠাঁই ॥
হুঙ্কার করয়ে কেহ, কেহ বা গর্জ্জন।
কেহ মূর্চ্ছা যায়, কেহ করয়ে ক্রন্দন ॥
কম্প, স্বেদ, পুলক, আনন্দ মূর্চ্ছা যত।
ঈশ্বরের বিকার—কহিতে জানি কত ॥
স্বানুভাবানন্দে নাচে প্রভু দুই জন।
ক্ষণে কোলাকুলি করি করয়ে ক্রন্দন ॥
দোঁহার চরণ দোঁহে ধরিবারে চায়।
পরম চতুর দোঁহে—কেহ নাহি পায় ॥
পরম-আনন্দে দোঁহে গড়াগড়ি যায়।
আপনা' না জানে দোঁহে আপন-লীলায় ॥

বাহ্য দূর হইল, বসন নাহি রয়।
ধরয়ে বৈষ্ণবগণ, ধরণ না যায় ॥
যে ধরয়ে ত্রিভুবন, কে ধরিব তারে।
মহামত্ত দুই প্রভু কীর্ত্তনে বিহরে ॥
'বোল বোল' বলি ডাকে শ্রীগৌরসুন্দর।
সিঞ্চিত আনন্দ-জলে সর্ব্ব-কলেবর ॥
চির-দিনে নিত্যানন্দ পাই অভিলাষে।
বাহ্য নাহি, আনন্দ-সাগরে-মাঝে ভাসে ॥
বিশ্বম্ভর নৃত্য করে অতি-মনোহর।
নিজ শির লাগে গিয়া চরণ-উপর ॥
টলমল ভূমি নিত্যানন্দ-পদ তালে!
ভূমিকম্প-হেন মানে' বৈষ্ণব-সকলে ॥
এইমত আনন্দে নাচেন দুই নাথ।
সে উল্লাস কহিবারে শক্তি আছে কা'ত ?
নিত্যানন্দ প্রকাশিতে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বলরাম-ভাবে উঠে খট্টার উপর ॥
মহামত্ত হৈলা প্রভু বলরাম-ভাবে।
"মদ আন, মদ আন" বলি ঘন ডাকে ॥
নিত্যানন্দ প্রতি বলে শ্রীগৌরসুন্দর।
"ঝাট দেহ মোরে হল মুষল সত্বর ॥"
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা প্রভু নিত্যানন্দ।
করে দিলা, কর পাতি লৈলা গৌরচন্দ্র ॥
কর দেখে কেহ আর কিছুই না দেখে।
কেহ বা দেখিল হল মুষল প্রত্যক্ষে ॥
যারে কৃপা করে সেই ঠাকুরে সে জানে।
দেখিলেও শক্তি নাহি কহিতে কথনে ॥
এ বড় নিগূঢ় কথা কেহ মাত্র জানে।
নিত্যানন্দ ব্যক্ত সেই সর্ব্ব জন-স্থানে ॥
নিত্যানন্দ-স্থানে হল মুষল লইয়া।
"বারুণী বারুণী" প্রভু ডাকে মত্ত হৈয়া ॥
কারে বুদ্ধি নাহি স্ফুরে, না বুঝে উপায়।
অন্যান্য সবার বদন সবে চা'য় ॥
যুকতি করয়ে সবে মনেতে ভাবিয়া।
ঘট ভরি গঙ্গাজল সবে দিল লৈয়া ॥
সর্ব্ব-গণে দেয় জল, প্রভু করে পান।
সত্য যেন কাদম্বরী পীয়ে-হেন জ্ঞান ॥
চতুর্দ্দিকে রামস্তুতি পড়ে ভক্তগণ।
"নাড়া নাড়া নাড়া" প্রভু বলে অনুক্ষণ ॥
সঘনে ঢুলায় শির "নাড়া নাড়া" বোলে।
নাড়ার সন্দর্ভ কেহ না বুঝে সকলে ॥
সবে বলিলেন "প্রভু! 'নাড়া' বল কা'রে ?"
প্রভু বলে "আইলুঁ মুঞি যাহার হুঙ্কারে ॥
'অদ্বৈত-আচার্য্য' বলি কথা কহ যার।
সেই নাড়া লাগি মোর এই অবতার ॥
মোহারে আনিলা নাড়া বৈকুণ্ঠ থাকিয়া।
নিশ্চিন্তে রহিল গিয়া হরিদাস লৈয়া ॥
সঙ্কীর্ত্তন-আরম্ভে মোহার অবতার।
ঘরে ঘরে করিমু কীর্ত্তন-পরচার ॥
বিদ্যা, ধন, কুল, জ্ঞান, তপস্যার মদে।
মোর ভক্ত-স্থানে যার আছে অপরাধে ॥
সে অধম-সবারে না দিমু প্রেমযোগ।
নগরিয়া প্রতি দিমু ব্রহ্মাদির ভোগ ॥"
শুনিয়া আনন্দে ভাসে সব-ভক্তগণ।
ক্ষণেকে সুস্থির হৈলা শ্রীশচী নন্দন ॥
"কি চাঞ্চল্য করিলাঙ ?" প্রভু জিজ্ঞাসয়।
ভক্ত-সব বলে "কিছু উপাধিক নয় ॥
সবারে করেন প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন।
"অপরাধ মোর না লইবা সর্ব্ব-ক্ষণ ॥"
হাসে সব-ভক্তগণ প্রভুর কথায়।
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু গড়াগড়ি যায় ॥

সম্বরণ নহে নিত্যানন্দের আবেশ।
প্রেম-রসে বিহ্বল হইলা প্রভু 'শেষ' ॥
ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে দিগম্বর।
বাল্য-ভাবে পূর্ণ হৈল সর্ব্ব-কলেবর ॥
কোথা বা থাকিল দণ্ড, কোথা কমণ্ডুল।
কোথা বা বসন গেল, নাহি আদি মূল ॥
চঞ্চল হইলা নিত্যানন্দ মহা-ধীর।
আপনে ধরিয়া প্রভু করিলেন স্থির ॥
চৈতন্যের বচন-অঙ্কুশ সবে মানে'।
নিত্যানন্দ মত্ত-সিংহ আর নাহি জানে ॥
"স্থির হও, কালি পূজিবারে চাহ ব্যাস।"
স্থির করাইয়া প্রভু গেলা নিজ-বাস ॥
ভক্তগণ চলিলেন আপনার ঘরে।
নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাসমন্দিরে ॥
কত রাত্রে নিত্যানন্দ হুঙ্কার করিয়া।
নিজ দণ্ড কমণ্ডলু ফেলিলা ভাঙ্গিয়া ॥
কে বুঝয়ে ঈশ্বরের চরিত্র অখণ্ড।
কেনে ভাঙ্গিলেন নিজ কমণ্ডলু দণ্ড ॥
প্রভাতে উঠিয়া দেখে রামাই-পণ্ডিত।
ভাঙ্গা দণ্ড কমণ্ডলু, দেখিয়া বিস্মিত ॥
পণ্ডিতের স্থানে কহিলেন ততক্ষণে।
শ্রীবাস বলেন "যাও ঠাকুরের স্থানে ॥"
রামাইর মুখে শুনি আইলা ঠাকুর।
বাহ্য নাহি নিত্যানন্দ হাসেন প্রচুর ॥
দণ্ড লইলেন প্রভু শ্রীহস্তে তুলিয়া।
চলিলেন গঙ্গাস্নানে নিত্যানন্দ লৈয়া ॥
শ্রীবাসাদি সবাই চলিলা গঙ্গাস্নানে।
দণ্ড থুইলেন প্রভু গঙ্গায় আপনে ॥
চঞ্চল সে নিত্যানন্দ, না মানে' বচন।
তবে এক-বার প্রভু করয়ে তর্জ্জন ॥
কুম্ভীর দেখিয়া তারে ধরিবারে যায়।
গদাধর শ্রীনিবাস করে 'হায় হায়' ॥
সাঁতারে গঙ্গার মাঝে নির্ভয়-শরীর।
চৈতন্যের বাক্যে মাত্র কিছু হয় স্থির ॥
নিত্যানন্দ প্রতি ডাকি বলে বিশ্বম্ভর।
"ব্যাস পূজা আজি তুমি করহ সত্বর ॥"
শুনিয়া প্রভুর বাক্য উঠিলা তখনে।
স্নান করি গৃহে আইলেন প্রভু-সনে ॥
আসিয়া মিলিলা সব-ভাগবতগণ।
নিরবধি 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' করিছে কীর্ত্তন ॥
শ্রীবাসপণ্ডিত ব্যাসপূজার আচার্য্য।
চৈতন্যের আজ্ঞায় করেন সর্ব্ব-কার্য্য ॥
মধুর মধুর সবে করেন কীর্ত্তন।
শ্রীবাসমন্দির হৈল বৈকুণ্ঠভবন ॥
সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞাতা সেই ঠাকুর-পণ্ডিত।
করিলা সকল কার্য্য বিধি ও বোধিত ॥
দিব্য-গন্ধ-সহিত সুন্দর বনমালা।
নিত্যানন্দ-হাতে দিয়া কহিতে লাগিলা ॥
"শুন শুন নিত্যানন্দ! এই মালা ধর।
বচন পড়িয়া ব্যাসদেবে নমস্কর ॥
শাস্ত্রবিধি আছে মালা আপনে সে দিবা'।
ব্যাস তুষ্ট হৈলে, সর্ব্ব-অভীষ্ট পাইবা ॥"
যত শুনে নিত্যানন্দ করে 'হয় হয়'।
কিসের বচন-পাঠ—প্রবোধ না লয় ॥
কিবা বলে ধীরে ধীরে, বুঝন না যায়।
মালা হাতে করি পুনঃ চারিদিকে চা'য় ॥
প্রভুরে ডাকিয়া বলে শ্রীবাস উদার।
"না পূজেন ব্যাস এই শ্রীপাদ তোমার ॥"
শ্রীবাসের বাক্য শুনি শ্রীগৌরসুন্দর।
ধাইয়া সম্মুখে প্রভু আইলা সত্বর ॥

প্রভু বলে "নিত্যানন্দ ! শুনহ বচন ।
মালা দিয়া কর' ঝাট ব্যাসের পূজন ॥"
দেখিলেন নিত্যানন্দ—প্রভু বিশ্বম্ভর ।
মালা তুলি দিলা তাঁর মস্তক-উপর ॥
সকল বৈষ্ণব হৈলা আনন্দে বিহ্বল ।
ব্যাসপূজা-মহোৎসব মহা-কুতূহল ॥
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ গড়ি-যায় ।
সবাই চরণ ধরে, যে যাহার পায় ॥
চৈতন্য প্রভুর মাতা-জগতের আই ।
নিভৃতে বসিয়া রঙ্গ দেখেন তথাই ॥
বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ দেখি দুইজনে ।
"দুইজন মোর পুত্র" হেন বাসে' মনে ॥
ব্যাসপূজা-মহোৎসব পরম উদার ।
অনন্ত-প্রভু সে পারে ইহা বর্ণিবার ॥
সূত্র করি কহি কিছু নিতাই চরিত ।
যে-তে-মতে কৃষ্ণ গাইলেই হয় হিত ॥
দিন অবশেষ হৈল ব্যাসপূজা-রঙ্গে ।
নাচেন বৈষ্ণবগণ বিশ্বম্ভর-সঙ্গে ॥
পরম আনন্দে মত্ত ভাগরতগণ ।
"হা কৃষ্ণ !" বলিয়া সবে করেন ক্রন্দন ॥
এইমতে নিজ ভক্তিযোগ প্রকাশিয়া ।
স্থির হৈলা বিশ্বম্ভর সর্ব্ব-গণ লৈয়া ॥
ঠাকুর-পণ্ডিত প্রতি বলে বিশ্বম্ভর ।
"ব্যাসের নৈবেদ্য সব আনহ সত্বর ॥"
ততক্ষণে আনিলেন সর্ব্ব-উপহার ।
আপনেই প্রভু হস্তে দিলেন সবার ॥
প্রভুর হস্তের দ্রব্য পাই ততক্ষণ ।
আনন্দে ভোজন করে ভাগবতগণ ॥
যতেক আছিল সেই বাড়ীর ভিতরে ।
সবারে ডাকিয়া প্রভু দিলা নিজ-করে ॥
ব্রহ্মাদি পাইয়া যাহা ভাগ্য-হেন মানে ।
তাহা পায় বৈষ্ণবের দাস-দাসীগণে ॥
এ সব কৌতুক যত শ্রীবাসের ঘরে ।
এতেকে শ্রীবাস-ভাগ্য কে বলিতে পারে ॥
এইমত নানা দিন নানা সে কৌতুকে ।
নবদ্বীপে হয়, নাহি জানে সর্ব্ব-লোকে ॥
সবা প্রতি মহাপ্রভু বলিলা বচন ।
পূর্ণ হৈল ব্যাসপূজা করহ কীর্ত্তন ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান ।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীব্যাস-পূজানাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

নিত্যানন্দপ্রভুর, ষড়্ভুজমূর্ত্তি দর্শন ও স্তব

তৃতীয় অধ্যায়

আর দিন শ্রীবাস পণ্ডিত ভিক্ষা দিল।
তাহার আশ্রমে অবধূত ভিক্ষা কৈল॥
অনেক সন্তোষ পাইল পণ্ডিতের ঠাঞি।
ভিক্ষা করি সেই দিন রহিল তথাই॥
সেইক্ষণে মহাপ্রভু গৌর-ভগবান্।
শ্রীবাস আশ্রমে গেলা প্রসন্ন-বয়ান॥
দেবালয়ে প্রবেশিয়া বৈসি দিব্যাসনে।
কহিলা, আমারে এই দেখহ নয়নে॥
পরিশ্রম কৈলে তুমি আমার কারণে।
এখন আমারে এই দেখহ নয়নে॥
এ বোল শুনিয়া নিত্যানন্দ ন্যাসি-বর।
সাদরে নিরীখে বিশ্বম্ভর-কলেবর॥
তত্ত্ব না জানিলা কিছু বিশেষ তাহার।
কি কাযে কহিলা প্রভু ইঙ্গিত আকার॥
তবে পুনরপি মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
নিজ-জন দেখি কিছু কহিলা অন্তর॥
সব জন হও, এই মন্দির বাহির।
শুনিয়া বিস্মিত সব বৈষ্ণব সুধীর॥
মন্দির-বাহির হৈল আজ্ঞা পালিবারে।
ইঙ্গিতে কহিল কর্ম্ম কে জানিবে তাঁরে॥
সবিশেষ কথা কিছু কহে আপনার।
নিভৃতে করয়ে কর্ম্ম কে জানিবে তাঁর॥
দেখিলেন নিত্যানন্দ প্রভু বিশ্বম্ভর।
ছয়-ভুজ বিশ্বম্ভর হৈলা ততঃপর॥
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শ্রীহল, মুষল।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হৈলা নিতাই বিহ্বল॥

স জয়তি বিশুদ্ধবিক্রমঃ কনকাভঃ কমলায়তেক্ষণঃ।
বরজানুবিলম্বিষড়্ভুজো বহুধা ভক্তিরসাভিনর্ত্তকঃ॥

শ্রীমুরারী গুপ্ত, কড়চা।

ষড়্ভুজ দেখি মূর্চ্ছা পাইলা নিতাই।
পড়িলা পৃথিবী-তলে—ধাতু মাত্র নাই॥
ভয় পাইলেন সব বৈষ্ণবের গণ।
'রক্ষ কৃষ্ণ! রক্ষ কৃষ্ণ!' করেন স্মরণ॥
হুঙ্কার করেন জগন্নাথের-নন্দন।
কক্ষে তালি দেন ঘন বিশাল গর্জ্জন॥
মূর্চ্ছা গেলা নিত্যানন্দ ষড়্ভুজ দেখিয়া।
আপনে চৈতন্য তোলে গা'য়ে হাত দিয়া॥
"উঠ উঠ নিত্যানন্দ! স্থির কর' চিত।
সঙ্কীর্ত্তন শুনহ তোমার সমীহিত॥
যে কীর্ত্তন নিমিত্ত করিলা অবতার।
সে তোমার সিদ্ধ হৈল, কি বা চাহ আর?
তোমার সে প্রেম-ভক্তি, তুমি প্রেমময়।
নাহি তুমি দিলে, কারু ভক্তি নাহি হয়॥
আপনা' সম্বরি উঠ, নিজ-জন চাহ।
যাহারে তোমার ইচ্ছা, তাহারে বিলাহ॥
তিলার্দ্ধেক তোমারে যাহার দ্বেষ রহে।
ভজিলেও, সে আমার প্রিয় কভু নহে॥"

C.B.M.
5|91

c.b.m
5/105

পাইলা চৈতন্য, প্রভু, প্রভুর বচনে।
হইলা আনন্দময় ষড়্‌ভুজ-দর্শনে ॥
যে অনন্ত-হৃদয়ে বৈসেন গৌরচন্দ্র।
সেই প্রভু অবিস্ময় জান' নিত্যানন্দ ॥
ছয়-ভুজ-দৃষ্টি তানে এ কোন্ অদ্ভুত।
অবতার অনুরূপ এসব কৌতুক ॥
দেখিয়া ঐছন রূপ অতি অদ্‌ভুত।
পূর্ব্ব সঙরিলা নিত্যানন্দ অবধূত ॥
জয় জয় বিশ্বম্ভর জনক সবার।
জয় জয় সঙ্কীর্ত্তন-হেতু অবতার ॥
জয় জয় বেদ-ধর্ম্ম-সাধু-বিপ্র-পাল।
জয় জয় অভক্ত-দমন-মহাকাল ॥
জয় জয় সর্ব্ব-সত্যময়-কলেবর।
জয় জয় ইচ্ছাময় মহা-মহেশ্বর ॥
যে তুমি অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের বাস।
সে তুমি শ্রীশচী-গর্ভে করিলা প্রকাশ ॥
তোমার যে ইচ্ছা, কে বুঝিতে তার পাত্র।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় তোমার লীলা মাত্র ॥
সকল সংসার যাঁর ইচ্ছায় সংহারে।
সে কি কংস রাবণ বধিতে বাক্যে নারে ॥
তথাপিও দশরথ-বসুদেব ঘরে।
অবতীর্ণ হইয়া সে বধ তা'সবারে ॥
এতে কে বুঝিতে পারে তোমার কারণ।
আপনি সে জান তুমি আপনার মন ॥
তোমার আজ্ঞায় এক সেবকে তেমার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পারে করিতে উদ্ধার ॥
তথাপিও তুমি সে আপনে অবতরি।
সর্ব্ব-ধর্ম্ম-বুঝাও পৃথিবী ধন্য করি ॥
সত্যযুগে তুমি প্রভু শুভ্রবর্ণ ধরি।
তপোধর্ম্ম বুঝাও আপনে তপ করি ॥
কৃষ্ণাজিন-দণ্ড-কমণ্ডলু-জটা ধরি।
ধর্ম্মস্থাপ ব্রহ্মচারী-রূপে অবতরি ॥
ত্রেতাযুগে ধরিয়া সুন্দর রক্তবর্ণ।
হয়ে যজ্ঞপুরুষ বুঝাও যজ্ঞ-ধর্ম্ম ॥
স্রুক্‌ স্রুব হস্তে যজ্ঞ আপনে করিয়া।
সবারে লওয়াও যজ্ঞ যাজ্ঞিক হইয়া ॥
দীব্য-মেঘ-শ্যাম-বর্ণ হইয়া দ্বাপরে।
পূজা-ধর্ম্ম বুঝাও আপনে ঘরে ঘরে ॥
পীতবাস-শ্রীবৎসাদি নিজ চিহ্ন ধরি।
পূজাকর মহারাজ রূপে অবতরি ॥
কলিযুগে বিপ্ররূপে ধরি পীতবর্ণ।
বুঝাবারে বেদ-গোপ্য সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্ম ॥
কতেক বা তোমার অনন্ত অবতার।
কার শক্তি আছে তাহা সংখ্যা করিবার ॥
মৎস্যরূপে তুমি জলে প্রলয়ে বিহার।
কূর্ম্মরূপে তুমি সর্ব্ব জীবের আধার ॥
হয়গ্রীব-রূপে কর বেদের উদ্ধার।
আদিদৈত্য দুই, মধু কৈটভ সংহার ॥
শ্রীবরাহরূপে কর পৃথিবী-উদ্ধার।
শ্রীনৃসিংহরূপে কর হিরণ্য বিদার ॥
বলি ছল অপূর্ব্ব বামনরূপ হই।
পরশুরাম-রূপে কর নিঃক্ষত্রিয়া মহী ॥
রামচন্দ্ররূপে কর রাবণ সংহার।
হলধররূপে কর অনন্ত বিহার ॥
বুদ্ধ-রূপে দয়া-ধর্ম্ম করহ প্রকাশ।
কল্কি-রূপে কর ম্লেচ্ছগণের বিনাশ ॥
ধন্বন্তরি-রূপে কর অমৃত প্রদান।
হংস-রূপে ব্রহ্মাদিরে কহ তত্ত্ব-জ্ঞান ॥
শ্রীনারদ-রূপে বীণা ধরি কর গান।
ব্যাস-রূপে কর নিজ তত্ত্বের ব্যাখ্যান ॥

সর্ব্বলীলা-লাবণ্য বৈদগ্ধী করি সঙ্গে ।
কৃষ্ণ-রূপে গোকুলে করিলা বহুরঙ্গে ॥

অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ প্রসৃমররুচিরুদ্ধতারকাপালিঃ ।
কলিতশ্যামাললিতো রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি ॥
ভ, র, সি ।

বলয়ানাং নূপুরাণাং কিঙ্কিণীনাঞ্চ যোষিতাম্ ।
স্বপ্রিয়ানা-মভূচ্ছব্দ-স্তমূলো রাসমণ্ডলে ॥
ইতি-(শ্রীমদ্ভাগবতীয় দশমস্কন্ধে শ্রীমহারাস-শ্লোকঃ ।)

এই অবতারে ভাগবত-রূপ-ধরি ।
কীর্ত্তন করিবা সর্ব্ব শক্তি পরচারি ॥
সঙ্কীর্ত্তন পূর্ণ হৈব সকল সংসার ।
ঘরে ঘরে হৈব প্রেম-ভক্তির প্রচার ॥
কি কহিব পৃথিবীর আনন্দ প্রকাশ ।
তুমি নৃত্য করিবা মিলিয়' সর্ব্ব দাস ॥
যে তোমার পাদপদ্ম-ধ্যান নিত্য করে ।
তা-সবার প্রভাবেই অমঙ্গল হরে ॥
পদ-তালে খণ্ডে পৃথিবীর অমঙ্গল ।
দৃষ্টি-মাত্রে দশ দিক্ হয় সুনির্ম্মল ॥
বাহুতুলি নাচিতে স্বর্গের বিঘ্ন-নাশ ।
হেন যশ, হেন নৃত্য, হেন তোর দাস ॥

তথাহি শ্রীপদ্মপুরাণে—তথৈব চ শ্রীস্কন্ধপুরাণে ।
পদ্ভ্যাং ভূমেদ্দিশো দৃগ্ভ্যাং, দোর্ভ্যাঞ্চামঙ্গলং দিক্ ।
বহুধোৎসার্য্যতে রাজন্, কৃষ্ণভক্তস্য নৃত্যতঃ ॥

সে প্রভু আপনে তুমি সাক্ষাৎ হইয়া ।
করিবা কীর্ত্তন প্রেম-ভক্ত-গোষ্ঠী লৈঞা ॥
এ মহিমা প্রভু বর্ণিবার-কার শক্তি ।
তুমি বিলাইবা বেদ-গোপ্য বিষ্ণু-ভক্তি ॥
মুক্তি দিয়া যে ভক্তি রাখহ গোপ্য করি ।
আমি-সব যে নিমিত্ত অভিলাষ করি ॥
জগতেরে, প্রভু, তুমি দিবা হেন ধন ।
তোমার করুণা, সবে, ইহার কারণ ॥
যে তোমার নামে প্রভু সর্ব্ব-যজ্ঞপূর্ণ ।
সে তুমি হইলা নবদ্বীপে অবতীর্ণ ॥
যে তোমারে যোগেশ্বর, সবে, দেখে ধ্যানে ।
সে তুমি বিদিত হৈলা নবদ্বীপ-গ্রামে ॥
নবদ্বীপ প্রতিও থাকুক নমস্কার ।
শচী-জগন্নাথ-গৃহে যথা অবতার ॥
"জয় জয় সর্ব্ব-প্রাণ-নাথ বিশ্বম্ভর ।
জয় জয় গৌরচন্দ্র করুণা সাগর ॥
জয় জয় ভকত-বচন-সত্যকারী ।
জয় জয় মহাপ্রভু মহা-অবতারী ॥
জয় জয় সিন্ধু-সুতা-রূপ-মনোরম ।
জয় জয় শ্রীবৎস-কৌস্তুভ-বিভূষণ ॥
জয় জয় হরেকৃষ্ণ-মন্ত্রের প্রকাশ ।
জয় জয় নিজ-ভক্তি-গ্রহণ-বিলাস ॥
জয় জয় মহাপ্রভু অনন্তশয়ন ।
জয় জয় জয় সর্ব্বজীবের শরণ ॥
তুমি বিষ্ণু, তুমি কৃষ্ণ, তুমি নারায়ণ ।
তুমি মৎস্য, তুমি কুর্ম্ম, তুমি সনাতন ॥
তুমি সে বরাহ, প্রভু, তুমি সে বামন ।
তুমি কর' যুগে যুগে বেদের পালন ॥
তুমি রক্ষঃকুল-হন্তা-জানকী-জীবন ।
তুমি গুহ-বরদাতা অহল্যা-মোচন ॥
তুমি সে প্রহ্লাদ লাগি কৈলে অবতার ।
হিরণ্য বধিয়া নরসিংহ-নাম যাঁর ॥
সর্ব্বদেবচূড়ামণি তুমি দ্বিজরাজ ।
তুমি সে ভোজন কর' নীলাচল-মাঝ ॥

তোমারে সে চারি-বেদে বুলে অন্বেষিয়া।
তুমি হেথা আসি রহিয়াছ লুকাইয়া॥
লুকাইতে বড় প্রভু, তুমি মহাধীর।
(কিন্তু) ভক্তজনে ধরি তোমা করয়ে বাহির॥
সঙ্কীর্ত্তন-আরম্ভে তোমার অবতার।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে তোমা' বই নাহি আর॥
এই তোর দুইখানি চরণকমল।
ইহার সে রসে গৌরী-শঙ্কর বিহ্বল॥
এই সে চরণ রমা সেবে এক-মনে।
ইহার সে যশ গায় সহস্রবদনে॥
এই সে চরণ ব্রহ্মা পূজয়ে সদায়।
শ্রুতি স্মৃতি পুরাণে ইহার যশ গায়॥
সত্যলোক আক্রমিল এই সে চরণে।
বলি-শির ধন্য হৈল ইহার স্পর্শনে॥
এই সে চরণ হৈতে গঙ্গার জনম।
মস্তকে ধরিয়া শিব আনন্দে মগন॥
তোমারে সে বসুদেব-নন্দ-সুত বলি।
এবে অবতীর্ণ হঞা উদ্ধারিলে কলি॥
তব পদস্পর্শে প্রভু, কাষ্ঠ হয় সোণা।
পাষাণ মানবী হয়, জগতে ঘোষণা॥
কর যুড়ি নিত্যানন্দ করে নিবেদন।
ত্রিভুবন করে প্রভু তোমার সেবন॥"
(তখন) হরিষে নাচয়ে নিতাই আনন্দ অপার।
দিগ্ বিদিগ্ নাহি জ্ঞান, প্রেমের পাথার॥
যেবা গায় এই কথা হইয়া তৎপর।
সগোষ্ঠীরে প্রেমদাতা তারে বিশ্বম্ভর॥
জগতে দুর্লভ বড় বিশ্বম্ভর নাম।
যিনি প্রভু চৈতন্য সবার ধন প্রাণ॥
এই নিত্যানন্দের ষড়্ভুজ দর্শন।
ইহা যে শুনয়ে— তার বন্ধ-বিমোচন॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দপ্রভুর, ষড়্ভুজমূর্ত্তিদর্শন ও স্তব নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

শ্রীবাসের নিত্যানন্দ-প্রীতিরপরীক্ষা ও শচীমাতার অপূর্ব্ব স্বপ্নবৃত্তান্ত

চতুর্থ অধ্যায়

নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাসের ঘরে ।
নিরন্তর বাল্যভাব, আর নাহি স্ফুরে ॥
আপনে তুলিয়া হাতে ভাত নাহি খায় ।
পুত্র-প্রায় করি অন্ন মালিনী যোগায় ॥
নিত্যানন্দ-অনুভব জানে পতিব্রতা ।
নিত্যানন্দ সেবা করে—যেন পুত্র মাতা ॥
একদিন প্রভু শ্রীনিবাসের সহিত ।
বসিয়া কহেন কথা—কৃষ্ণের চরিত ॥
পণ্ডিতেরে পরীক্ষয়ে প্রভু বিশ্বম্ভর ।
"এই অবধূত কেন রাখ নিরন্তর ॥
কোন্ জাতি কোন্ কুল কিছুই না জানি ।
পরম-উদার তুমি—বলিলাম আমি ॥
আপনার জাতি-কুল যদি রক্ষা চাও ।
তবে ঝাট এই অবধূতেরে ঘুচাও ॥"
ঈষৎ হাসিয়া বলে শ্রীবাস-পণ্ডিত ।
"আমারে পরীক্ষ' প্রভু ! এ নহে উচিত ॥
দিনেক যে তোমা' ভজে, সে আমার প্রাণ ।
নিত্যানন্দ তোর দেহ—মো হতে প্রমাণ ॥
মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে ।
জাতি প্রাণ ধন যদি মোর নাশ করে ॥
তথাপি আমার চিত্তে নহিব অন্যথা ।
সত্য সত্য তোমারে কহিনু এই কথা ॥"

এতেক শুনিলা যবে শ্রীবাসের মুখে ।
হুঙ্কার করিয়া প্রভু উঠে তার বুকে ॥
প্রভু বলে "কি বলিলা পণ্ডিত শ্রীবাস !
নিত্যানন্দ প্রতি তোর এতই বিশ্বাস ॥
মোর গোপ্য নিত্যানন্দ জানিলা সে তুমি ।
তোমারে সন্তুষ্ট হঞা বর দিব আমি ॥
যদি লক্ষ্মী ভিক্ষা করে নগরে নগরে ।
তথাপি দারিদ্র তোর নহিবেক ঘরে ॥
বিড়াল-কুক্কুর-আদি তোমার বাড়ীর ।
সবার আমাতে ভক্তি হইবেক স্থির ॥
নিত্যানন্দ সমর্পিল আমি তোমা' স্থানে ।
সর্ব্বমতে সংবরণ করিবা আপনে ॥"
শ্রীবাসেরে বর দিয়া প্রভু গেলা ঘর ।
নিত্যানন্দ ভ্রমে' সব-নদীয়া-নগর ॥
ক্ষণেকে গঙ্গার মাঝে এড়েন সাঁতার ।
মহাস্রোতে লই যায়—সন্তোষ অপার ॥
বালক-সবার সঙ্গে ক্ষণে ক্রীড়া করে ।
ক্ষণে যায় গঙ্গাদাস মুরারির ঘরে ॥
প্রভুর বাড়ীতে ক্ষণে যায়েন ধাইয়া ।
বড় স্নেহ করে আই তাহানে দেখিয়া ॥
বাল্যভাবে নিত্যানন্দ আইর চরণ ।
ধরিবারে যায়—আই করে পলায়ন ॥

একদিন আই কিছু দেখিল স্বপনে।
নিভৃতে কহিলা পুত্র-বিশ্বম্ভর-স্থানে ॥
"নিশি-অবশেষে মুঞি দেখিনু স্বপন।
তুমি আর নিত্যানন্দ—এই দুই জন ॥
বৎসর-পাঁচের দুই ছাওয়াল হৈয়া।
মারামারি করি দোঁহে বেড়াও ধাইয়া ॥
দুইজনে সান্তাইলা গোসাঞির ঘরে।
রাম কৃষ্ণ লই দোঁহে হইলা বাহিরে ॥
তাঁর হাতে কৃষ্ণ, তুমি লই বলরাম।
চারিজনে মারামারি মোর বিদ্যমান ॥
রাম-কৃষ্ণ-ঠাকুর বলয়ে ক্রুদ্ধ হৈয়া।
কে তোরা ঢাঙ্গাতি দুই বাহিরাও গিয়া ॥
এ বাড়ী এ ঘর সব আমা' দোঁহাকার।
এ সন্দেশ দধি দুগ্ধ যত উপহার ॥
নিত্যানন্দ বলয়ে সে কাল গেল বয়ে।
যে-কালে খাইলা দধি নবনী লুটিয়ে ॥
ঘুচিল গোয়ালা—হৈল বিপ্র-অধিকার।
আপনা চিনিয়া সব ছাড়' উপহার ॥
প্রীতে যদি না ছাড়িবা, খাইবা মারণ।
লুটিয়া খাইলে বা রাখিবে কোন্ জন ॥
রাম কৃষ্ণ বলে আজি মোর দোষ নাঞি।
বান্ধিয়া এড়িমু দুই ঢঙ্গ এই ঠাঞি ॥
দোহাই কৃষ্ণের যদি আজি কর আন।
নিত্যানন্দ প্রতি তর্জ্জ-গর্জ্জ করে রাম ॥
নিত্যানন্দ বলে তোর কৃষ্ণেরে কি ডর।
গৌরচন্দ্র বিশ্বম্ভর—আমার ঈশ্বর ॥
এইমত কলহ করহ চারিজন।
কাড়াকাড়ি করি সব করয়ে ভোজন ॥
কাহার হাতের কেহ কাড়ি লই যায়।
কাহার মুখের কেহ মুখ দিয়া খায় ॥
'জননী'! বলিয়া নিত্যানন্দ ডাকে মোরে।
'অন্ন দেহ' মাতা! মোরে, ক্ষুধা বড় করে' ॥
এতেক বলিতে মুঞি চেতন পাইনু।
কিছু না বুঝিনু আমি তোমারে কহিনু ॥
হাসে প্রভু বিশ্বম্ভর শুনিয়া স্বপন।
জননীর প্রতি বলে মধুর বচন ॥
"বড়ই সুস্বপ্ন তুমি দেখিয়াছ মাতা!
আর কার ঠাঞি পাছে কহ এই কথা ॥
তোমার ঘরের মূর্ত্তি পরতেখ বড়।
মোর চিত্ত তোমার স্বপ্নেতে হৈল দড় ॥
মুঞি দেখোঁ বারেবারে নৈবেদ্যের সাজে।
আধা-আধি না থাকে, না কহি কারে লাজে ॥
তোমার বধূরে মোর সন্দেহ আছিল।
আজি সে আমার মনে সন্দেহ ঘুচিল ॥"
হাসে লক্ষ্মী জগন্মাতা—স্বামীর বচনে।
অন্তরে থাকিয়া সব স্বপ্ন-কথা শুনে ॥
বিশ্বম্ভর বলে "মাতা! শুনহ বচন।
নিত্যানন্দে আনি শীঘ্র করাহ ভোজন ॥"
পুত্রের বচনে শচী হরিষ হইলা।
ভিক্ষার সামগ্রী যত করিতে লাগিলা ॥
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীবাসের নিত্যানন্দপ্রীতির পরীক্ষা ও শচীমাতার অপূর্ব্ব
স্বপ্নবৃত্তান্ত নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥

নিত্যানন্দ প্রভুর-নিমন্ত্রণ ও মহাপ্রভু-সহিত ভোজন

পঞ্চম অধ্যায়

নিত্যানন্দ-স্থানে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর ।
নিমন্ত্রণ গিয়া তানে করিলা সত্বর ॥
"আমার বাড়ীতে আজি গোসাঞির ভিক্ষা ।
চঞ্চলতা না করিবা—করাইলা শিক্ষা ॥"
কর্ণ ধরি নিত্যানন্দ 'বিষ্ণু বিষ্ণু' বলে ।
"চঞ্চলতা করে যত পাগল-সকলে ॥
এ বুঝিয়ে মোরে তুমি বাসহ চঞ্চল ।
আপনার মত তুমি দেখহ সকল ॥"
এত বলি দুইজনে হাসিতে হাসিতে ।
কৃষ্ণ-কথা কহি কহি আইলা বাড়ীতে ॥
আসিয়া বসিলা এক ঠাঁই দুইজন ।
গদাধর-আদি পরমাত্মীয়গণ ॥
ঈশান দিলেন জল ধুইতে চরণ ।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে গেলা করিতে ভোজন ॥
বসিলেন দুই প্রভু করিতে ভোজন ।
কৌশল্যার ঘরে যেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
এইমত দুই প্রভু করয়ে ভোজন ।
সেই ভাব সেই প্রেম সেই দুই জন ॥
পরিবেশণ করে আই মনের সন্তোষে ।
ত্রিভাগ হইল ভিক্ষা—দুইজন হাসে ॥
আর বার আসি আই দুইজনে দেখে ।
বৎসর-পাঁচের শিশু দেখে পরতেখে ॥
কৃষ্ণ-শুক্ল-বর্ণ দেখে দুই মনোহর ।
দুই জন চতুর্ভুজ—দুই দিগম্বর ॥
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শ্রীহল মুষল ।
শ্রীবৎস, কৌস্তুভ দেখে মকরকুণ্ডল ॥
আপনার বধূ দেখে পুত্রের হৃদয়ে ।
সকৃত দেখিয়া আর দেখিতে না পায়ে ॥
পড়িলা মূর্চ্ছিতা হৈয়া পৃথিবীর তলে ।
তিতিল বসন সব নয়নের জলে ॥
অন্নময় সব ঘর হইল তখনে ।
অপূর্ব্ব দেখিয়া শচী বাহ্য নাহি জানে ।
আথে-ব্যথে মহাপ্রভু আচমন করি ।
গায়ে হাত দিয়া জননীরে তোলে ধরি ॥
"উঠ উঠ মাতা ! তুমি স্থির কর' চিত ।
কেন বা পড়িলা পৃথিবীতে আচম্বিত ॥"
বাহ্য পাই আই আথে-ব্যথে কেশ বান্ধে ।
না বলয়ে কিছু আই গৃহ মধ্যে কান্দে ॥
মহাদীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, কম্প সর্ব্ব-গায় ।
প্রেমে পরিপূর্ণ হৈলা, কিছু নাহি ভায় ॥
ঈশান করিলা সব-গৃহ-উপস্কার ।
যতছিল অবশেষ—সকল তাঁহার ॥
সেবিলেন সর্ব্বকাল আইরে ঈশান ।
চতুর্দ্দশ-লোক-মধ্যে মহাভাগ্যবান্ ॥
এইমত অনেক কৌতুক প্রতিদিনে ।
মর্ম্ম-ভৃত্য বই ইহা কেহ নাহি জানে ॥

ভিক্ষা অন্তে দোঁহা অঙ্গে লেপিয়া চন্দন।
দিব্য-মালা নিবেদিলা পূজার বিধান॥
নিত্যানন্দ দেখি শচীর জুড়াল নয়ান।
পিরীতি-পাগল হৈঞা হেরয়ে বয়ান॥
প্রভু বলে নিজ পুত্র বলিয়া জানিবে।
আমার অধিক করি ইহারে পালিবে॥
পুত্র-ভাবে শচী, নিত্যানন্দ মুখ চাহে।
মোর পুত্র তুমি হৈলা শচী দেবী কহে॥
মোর বিশ্বম্ভরে কৃপা করিবে আপনে।
আজি হইতে তোমরা দুই আমার নন্দনে॥
বলিতে বলিতে শচীর অশ্রু নেত্রে ঝরে।
পুত্র-ভাবে শচী নিত্যানন্দ কোলে করে॥
নিত্যানন্দ মাতৃ-ভাবে শচীর চরণে।
দণ্ডবৎ করি বলে মধুর বচনে॥
যে কহিলে মাতা তুমি সেই সত্য হয়।
তোর পুত্র হই আমি কহিল নিশ্চয়॥
পুত্র-অপরাধ কিছু না লইহ মাতা।
তোর পুত্র বটোঁ মুই জানিহ সর্ব্বথা॥
নিত্যানন্দ-মাতৃ-ভাব পাই শচী রাণী।
নয়নে গলয়ে ধারা গদ-গদ-বাণী॥
এইমতে স্নেহ-রসে সবে গর গর।
দুই পুত্র দেখি শচীর জুড়াল অন্তর॥
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ' জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দপ্রভুর নিমন্ত্রণ ও মহাপ্রভু-সহিত-ভোজন নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ॥

নিত্যানন্দপ্রভুর, শ্রীবাস-অঙ্গনে-অপূর্ব্বলীলা ও শচীমাতায় ছলনা

ষষ্ঠ অধ্যায়

C.B.M
11/7

শ্রীবাসের ঘরে নিত্যানন্দের বসতি।
'বাপ!' বলি শ্রীবাসেরে করয়ে পিরীতি॥
অহর্নিশ বাল্য-ভাবে বাহ্য নাহি জানে।
নিরবধি মালিনীর করে স্তন-পানে॥
কভু নাহি দুগ্ধ,—পরশিলে মাত্র হয়।
এ সব অচিন্ত্য-শক্তি মালিনী দেখয়॥
চৈতন্যের নিবারণে কারে নাহি কহে।
নিরবধি শিশু-রূপ মালিনী দেখয়ে॥
প্রভু বিশ্বম্ভর বলে "শুন নিত্যানন্দ!
কাহার সহিত পাছে কর' তুমি দ্বন্দ॥
চঞ্চলতা না করিবা শ্রীবাসের ঘরে।"
শুনিয়া শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণ সঙরে॥
"আমার চাঞ্চল্য তুমি কভু না পাইবা।
আপনার মত তুমি কারে না বাসিবা॥"
বিশ্বম্ভর বলে "আমি তোমা' ভালে জানি।"
নিত্যানন্দ বলে "দোষ কহ দেখি শুনি॥"
হাসি বলে গৌরচন্দ্র "কি দোষ তোমার?
সব ঘরে অন্নবৃষ্টি কর' অবতার॥"
নিত্যানন্দ বলে "প্রভু পাগলে সে করে।
এ ছলায়ে ঘরে ভাত না দিবে আমারে॥
আমারে না দিয়া ভাত সুখে তুমি খাও।
অপকীর্ত্তি আর কেনে বলিয়া বেড়াও॥"
প্রভু বলে "তোমার অপকীর্ত্তে লাজ পাই।
সেই সে কারণে আমি তোমারে শিখাই॥"
হাসি বলে নিত্যানন্দ "বড় ভাল ভাল।
চাঞ্চল্য দেখিলে শিখাইবা সর্ব্বকাল॥
নিশ্চয় বুঝিলা তুমি আমি সে চঞ্চল।"
এত বলি প্রভু চা'হি হাসে' খল-খল॥
আনন্দে না জানে বাহ্য কোন্ কর্ম্ম করে।
দিগম্বর তুই বস্ত্র বান্ধিলেন শিরে॥
জোড়ে জোড়ে লম্ফ দিয়া হাসিয়া হাসিয়া।
সকল অঙ্গনে বুলে ঢুলিয়া ঢুলিয়া॥
গদাধর শ্রীনিবাস হাসে' হরিদাস।
শিক্ষার প্রসাদে সবে দেখে দিগবাস॥
ডাকি বলে বিশ্বম্ভর "এ কি কর' কর্ম্ম।
গৃহস্থের ঘরেতে এমত নহে ধর্ম্ম॥
এখনি বলিলা তুমি 'আমি কি পাগল?'
এইক্ষণে নিজ বাক্য ঘুচিল সকল॥"
যার বাহ্য নাহি, তার বচনে কি লাজ।
নিত্যানন্দ ভাসয়ে আনন্দ-সিন্ধু-মাঝ॥
আপনে ধরিয়া প্রভু পরায় বসন।
এমত অচিন্ত্য নিত্যানন্দের কথন॥
চৈতন্যের বচন-অঙ্কুশ সবে মানে'।
নিত্যানন্দ মত্ত-সিংহ আর নাহি জানে॥
আপনি তুলিয়া হাতে ভাত নাহি খায়।
পুত্র-প্রায় করি অন্ন মালিনী যোগায়॥
নিত্যানন্দ-অনুভব জানে পতিব্রতা।
নিত্যানন্দ-সেবা করে—যেন পুত্র মাতা॥

একদিন পিতলের বাটি নিল কাকে।
উড়িয়া চলিল কাক্ যে বনেতে থাকে ॥
অদৃশ্য হইয়া কাক্ কোন্ রাজ্যে গেল।
মহা-চিন্তা মালিনীর চিত্তেতে জন্মিল ॥
বাটী থুই সেই কাক্ আইল আর-বার।
মালিনী দেখয়ে শূন্য বদন তাহার ॥
"মহা-তীব্র ঠাকুর-পণ্ডিত-ব্যবহার।
'শ্রীকৃষ্ণের ঘৃত-পাত্র হৈল অপহার' ॥
শুনিলে প্রমাদ হৈব" হেন মনে গণি'।
নাহিক উপায় কিছু, কান্দয়ে মালিনী ॥
হেন-কালে নিত্যানন্দ আইলা সেই-স্থানে।
দেখয়ে মালিনী কান্দে, নাহিক কারণে ॥
হাসি বলে নিত্যানন্দ "কান্দ কি কারণ?
কোন্ দুঃখ বল, সব করিব খণ্ডন ॥"
মালিনী বলয়ে "শুন শ্রীপাদ গোসাঞি।
ঘৃতপাত্র কাকে লই গেল কোন্ ঠাঞি ॥"
নিত্যানন্দ বলে "মাতা! চিন্তা পরিহর।
আমি দিব বাটি, তুমি ক্রন্দন সম্বর' ॥"
কাক্ প্রতি হাসি প্রভু বলয়ে বচন।
"কাক তুমি বাটি ঝাঁট আনহ এখন ॥"
সবার হৃদয়ে নিত্যানন্দের বসতি।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘিবেক—কাহার শকতি ॥
শুনিয়া প্রভুর আজ্ঞা কাক্ উড়ি যায়।
শোকাকুলী মালিনী কাকের দিকে চা'য় ॥
ক্ষণেকে উড়িয়া কাক অদৃশ্য হইল।
বাটি মুখে করি পুনঃ সেইখানে আইল ॥
আনিয়া থুইল বাটি মালিনীর স্থানে।
নিত্যানন্দ-প্রভাব মালিনী ভাল জানে ॥
আনন্দে মূর্চ্ছিতা হৈলা অপূর্ব্ব দেখিয়া।
নিত্যানন্দ-প্রতি স্তুতি করে দাণ্ডাইয়া ॥
"যে জন আনিল মৃত গুরুর নন্দন।
যে জন পালন করে সকল ভুবন ॥
যমের ঘরেতে হৈতে যে আনিতে পারে।
কাক্-স্থানে বাটি আনে' কি মহত্ত্ব তাঁরে ॥
যাঁহার মস্তকোপরি অনন্ত-ভুবন।
লীলায় না জানে ভব, করয়ে পালন ॥
অনাদি-অবিদ্যা-ধ্বংস হয় যাঁর নামে।
কি মহত্ত্ব তাঁর—বাটি আনে কাক্-স্থানে ॥
যে তুমি লক্ষ্মণ-রূপে পূর্ব্বে বনবাসে।
নিরবধি রক্ষক আছিলা সীতা-পাশে ॥
তথাপিও মাত্র তুমি সীতার চরণ।
ইহা বই, সীতা নাহি দেখিলে কেমন ॥
তোমার সে বাণে রাবণের বংশ-নাশ।
সে তুমি যে বাটি আন'—এ কোন প্রকাশ ॥
যাঁহার চরণে পূর্ব্বে কালিন্দী আসিয়া।
স্তবন করিল মহা-প্রভাব জানিয়া ॥
চতুর্দ্দশভুবন-পালন-শক্তি যাঁর।
কাক্ স্থানে বাটি আনে' কি মহত্ত্ব তাঁর ॥
তথাপি তোমার কার্য্য অল্প নাহি হয়।
'যেই কর', সেই সত্য চারি-বেদে কয় ॥"
হাসে' নিত্যানন্দ তান শুনিয়া স্তবন।
বাল্য-ভাবে বলে "মুঞি করিব ভোজন ॥"
নিত্যানন্দ দেখিলে তাঁহার স্তন ঝরে।
বাল্যভাবে নিত্যানন্দ স্তনপান করে ॥
এইমত অচিন্ত্য নিত্যানন্দের চরিত।
আমি কি বলিব—সর্ব্ব-জগতে বিদিত ॥
করয়ে দুর্জ্ঞেয়-কর্ম্ম অলৌকিক যেন।
যে জানয়ে তত্ত্ব, সে মানয়ে সত্য হেন ॥
অহর্নিশ ভাবাবেশে পরম-উদ্দাম।
সর্ব্ব-নদীয়ায় বুলে জ্যোতির্ম্ময়-ধাম ॥

কিবা যোগী নিত্যানন্দ, কিবা তত্ত্বজ্ঞানী।
যাহার যেমত ইচ্ছা না বলয়ে কেনি ॥
যে সে কেনে নিত্যানন্দ চৈতন্যের নহে।
তবু সে চরণ-ধন রহুক হৃদয়ে ॥
এইমত আছে প্রভু শ্রীবাসের ঘরে।
নিরবধি আপনে গৌরাঙ্গ রক্ষা করে ॥
একদিন নিজ-গৃহে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বসি আছে লক্ষ্মী-সঙ্গে পরম-সুন্দর ॥
যোগায় তাম্বুল লক্ষ্মী পরম-হরিষে।
প্রভুর আনন্দে না জানয়ে রাত্রি-দিশে ॥
যখন থাকয়ে লক্ষ্মী-সঙ্গে বিশ্বম্ভর।
শচীর চিত্তেতে হয় আনন্দ বিস্তর ॥
মা'য়ের চিত্তের সুখ ঠাকুর জানিয়া।
লক্ষ্মীর সঙ্গেতে প্রভু থাকেন বসিয়া ॥
হেনকালে নিত্যানন্দ আনন্দ-বিহ্বল।
আইলা প্রভুর বাড়ী—পরম-চঞ্চল ॥
বাল্য-ভাবে দিগম্বর রহিলা দাণ্ডাইয়া।
কাহারে না করে লাজ প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥
প্রভু বলে "নিত্যানন্দ ! কেনে দিগম্বর ?"
নিত্যানন্দ "হয় হয়" করয়ে উত্তর ॥
প্রভু বলে "নিত্যানন্দ ! পরহ বসন।"
নিত্যানন্দ বলে "আজি আমার গমন ॥"
প্রভু বলে "নিত্যানন্দ ! ইহা কেনে করি ?"
নিতাই বলেন "আজ খাইতে না পারি ॥"
প্রভু বলে "এক কহি কহ কেনে আর ?"
নিত্যানন্দ বলে "আমি গেনু দশবার ॥"
ক্রুদ্ধ হই বলে "প্রভু ! মোর দোষ নাই।"
নিত্যানন্দ বলে "প্রভু ! হেথা নাহি আই ॥"
প্রভু বলে "কৃপা করি পরহ বসন।"
নিত্যানন্দ বলে "আমি করিব ভোজন ॥"
চৈতন্য আবেশে মত্ত নিত্যানন্দ-রায়।
এক শুনে, আর কহে, হাসিয়া বেড়ায় ॥
আপনে উঠিয়া প্রভু পরায় বসন।
বাহ্য নাহি, হাসে' পদ্মাবতীর নন্দন ॥
নিত্যানন্দ-চরিত্র দেখিয়া আই হাসে'।
বিশ্বরূপ পুত্র হেন মনে মনে বাসে' ॥
সেইমত বচন শুনয়ে সব মুখে।
মাঝে মাঝে সে-ই রূপ আই মাত্র দেখে ॥
কাহারে না কহে আই, পুত্র-স্নেহ করে।
সম-স্নেহ করে নিত্যানন্দ-বিশ্বম্ভরে ॥
বাহ্য পাই নিত্যানন্দ পরিলা বসন।
সন্দেশ দিলেন আই করিতে ভোজন ॥
আই-স্থানে পঞ্চ ক্ষীর-সন্দেশ পাইয়া।
এক খায়, আর চারি ফেলে ছড়াইয়া ॥
"হায় হায়" বলে আই" কেনে ফেলাইলা ?"
নিত্যানন্দ বলে "কেনে একঠাঞি দিলা ॥"
আই বলে "আর নাহি, আর কি খাইবা ?"
নিত্যানন্দ বলে "চাহ, অবশ্য পাইবা ॥"
ঘরের ভিতরে আই অপরূপ দেখে।
সেই চারি সন্দেশ দেখয়ে পরতেখে ॥
আই বলে "সে সন্দেশ কোথায় পড়িল।
ঘরের ভিতরে কোন্ প্রকারে আইল ?"
ধূলা ঘুচাইয়া সেই সন্দেশ লইয়া।
হরিষে আইলা আই অপূর্ব্ব দেখিয়া।
আসি দেখে নিত্যানন্দ সেই লাড়ু খায়।
আই বলে "বাপ ! ইহা পাইলা কোথায় ?"
নিত্যানন্দ বলে "যাহা ছড়াইয়া ফেলিনু।
তোর দুঃখ দেখি তাই চাহিয়া আনিনু ॥"
অদ্ভুত দেখিয়া আই মনে মনে গণে'।
"নিত্যানন্দ মহিমা না জানে কোন জনে ॥"

আই বলে "নিত্যানন্দ ! কেনে মোরে ভাঁড়' ।
জানিল ঈশ্বর তুমি, মোরে মায়া ছাড়' ॥"
এইমত নিত্যানন্দ-চরিত অগাধ ।
সুকৃতির ভাল, দুষ্কৃতির কার্য্য-বাধ ॥
নিত্যানন্দ-নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠ জন ।
গঙ্গাও তাহারে দেখি করে পলায়ন ॥
বৈষ্ণবের অধিরাজ অনন্ত ঈশ্বর ।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু 'শেষ' মহীধর ॥
বৈষ্ণবের পা'য়ে মোর এই মনস্কাম ।
মোর প্রভু নিত্যানন্দ হউ বলরাম ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান ।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীবাস অঙ্গনে-অপূর্ব্বলীলা ও শচীমাতায় ছলনা নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ।

মহাপ্রভু কর্ত্তৃক নিত্যানন্দ-মহিমা কীর্ত্তন

সপ্তম অধ্যায়

C.B.M.
1213

হেন লীলা নিত্যানন্দ বিশ্বম্ভর সঙ্গে।
নবদ্বীপে দুইজনে করে বহু-রঙ্গে॥
কৃষ্ণানন্দে অলৌকিক নিত্যানন্দ-রায়।
নিরবধি বালকের প্রায় ব্যবসায়॥
সবারে দেখিয়া প্রীত মধুর-সম্ভাষ।
আপনা-আপনি নৃত্য, গীত, বাদ্য, হাস॥
স্বানুভাবানন্দে ক্ষণে করেন হুঙ্কার।
শুনিলে অপূর্ব্ব বুদ্ধি জন্ময়ে সবার॥
বর্ষায় গঙ্গায় ঢেউ কুম্ভীরে বেষ্টিত।
তাহাতে ভাসয়ে, তিলার্দ্ধেক নাহি ভীত॥
সর্ব্বলোক দেখি তবে করে 'হায় হায়'।
তথাপি ভাসেন হাসি নিত্যানন্দ-রায়॥
অনন্তের ভাবে প্রভু ভাসেন গঙ্গায়।
না বুঝিয়া সর্ব্বলোক করে 'হায় হায়'॥
আনন্দে মূর্চ্ছিত বা হয়েন কোন ক্ষণ।
তিন-চারি-দিবসেও না হয় চেতন॥
এইমত আর কত অচিন্ত্য-কথন।
অনন্ত-মুখেও নারি করিতে বর্ণন॥
দৈবে একদিন যথা প্রভু বসি আছে।
আইলেন নিত্যানন্দ ঈশ্বরের কাছে॥
বাল্যভাবে দিগম্বর, হাস্য শ্রীবদনে।
সর্ব্বদা আনন্দধারা বহে শ্রীনয়নে॥
নিরবধি এই বলি করেন হুঙ্কার।
"মোর প্রভু নিমাই-পণ্ডিত নদীয়ার॥"
হাসে' প্রভু দেখি তান মূর্ত্তি দিগম্বর।
মহা-জ্যোতির্ম্ময় তনু দেখিতে সুন্দর॥
আথে-ব্যথে প্রভু নিজ-মস্তকের বাস।
পরাইয়া থুইলেন, তথাপিও হাস॥
আপনে লেপিলা তান অঙ্গ দিব্য-গন্ধে।
শেষে মাল্য পরিপূর্ণ দিলেন শ্রীঅঙ্গে॥
বসিতে দিলেন নিজ-সম্মুখে আসন।
স্তুতি করে প্রভু, শুনে সর্ব্ব-ভক্তগণ॥
"নামে নিত্যানন্দ তুমি রূপে নিত্যানন্দ।
এই তুমি নিত্যানন্দ—রাম মূর্ত্তিমন্ত॥
নিত্যানন্দ—পর্য্যটন ভোজন ব্যবহার।
নিত্যানন্দ বিনে কিছু নাহিক তোমার॥
তোমারে বুঝিতে শক্তি মনুষ্যের কোথা?
পরম সুসত্য—তুমি যথা কৃষ্ণ তথা॥"
চৈতন্যের রসে নিত্যানন্দ মহা-মতি।
যে বলেন, যে করেন,—সর্ব্বত্র সম্মতি॥
প্রভু বলে "একখানি কৌপীন তোমার।
দেহ'—ইহা বড় ইচ্ছা আছয়ে আমার॥"
এতবলি প্রভু তাঁর কৌপীন আনিয়া।
ছোট করি চিরিলেন অনেক করিয়া॥
সকল-বৈষ্ণবমণ্ডলীর জনে জনে।
খানি খানি করি প্রভু দিলেন আপনে॥
প্রভু বলে "এ বস্ত্র বান্ধহ সবে শিরে।
অন্যের কি দায়, ইহা বাঞ্ছে যোগেশ্বরে॥

নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে হয় বিষ্ণু-ভক্তি ।
জানিহ কৃষ্ণের নিত্যানন্দ পূর্ণ-শক্তি ॥
কৃষ্ণের দ্বিতীয় নিত্যানন্দ বই নাই ।
সঙ্গী-সখা-শয়ন-ভুষন-বন্ধু-ভাই ॥
বেদের অগম্য-নিত্যানন্দের চরিত্র ।
সর্ব্ব-জীব-জনক-রক্ষক সর্ব্ব-মিত্র ॥
ইহান ব্যভার সব কৃষ্ণ-রসময় ।
ইহানে সেবিলে কৃষ্ণে প্রেম-ভক্তি হয় ॥
ভক্তি করি ইহান কৌপীন বান্ধ' শিরে ।
মহা-যত্নে ইহা পূজা কর' গিয়া ঘরে ॥"
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সর্ব্ব-ভক্তগণ ।
পরম-আদরে শিরে করিলা বন্ধন ॥
প্রভু বলে "শুনহ সকল ভক্তগণ !
নিত্যানন্দ-পাদোদক করহ গ্রহণ ॥
করিলেই মাত্র এই পাদোদক পান ।
কৃষ্ণে দৃঢ়-ভক্তি হয়, ইথে নাহি আন ॥"
আজ্ঞা পাই সবে নিত্যানন্দের চরণ ।
পাখালিয়া পাদোদক করয়ে গ্রহণ ॥
পাঁচবার সাতবার একো জনে খায় ।
বাহ্য নাহি নিত্যানন্দ হাসয়ে সদায় ॥
আপনে বসিয়া মহাপ্রভু গৌররায় ।
নিত্যানন্দ-পাদোদক কৌতুকে লোটায় ॥
সবে নিত্যানন্দ-পাদোদক করি পান ।
মত্ত-প্রায় 'হরি' বলি করয়ে আহ্বান ॥
কেহ বলে "আজ ধন্য হইল জীবন ।"
কেহ বলে "আজি সব খণ্ডিল বন্ধন ॥"
কেহ বলে "আজি হইলাম কৃষ্ণ দাস ।"
কেহ বলে "আজি ধন্য দিবস প্রকাশ ॥"
কেহ বলে "পাদোদক বড় স্বাদু লাগে ।
এখনও মুখের মিষ্টতা নাহি ভাগে' ॥"
কি সে নিত্যানন্দ-পাদোদকের প্রভাব ।
পান-মাত্র সবে হৈলা চঞ্চল-স্বভাব ॥
কেহ নাচে, কেহ গায়, কেহ গড়ি যায় ।
হুঙ্কার গর্জ্জন কেহ করয়ে সদায় ॥
উঠিল পরমানন্দ কৃষ্ণের-কীর্ত্তন ।
বিহ্বল হইয়া নৃত্য করে ভক্তগণ ॥
ক্ষণেকে শ্রীগৌরচন্দ্র করিয়া হুঙ্কার ।
উঠিয়া লাগিলা নৃত্য করিতে অপার ॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপ উঠিলা ততক্ষণে ।
নৃত্য করে দুই প্রভু বেড়ি ভক্তগণে ॥
কার গা'য়ে কে বা পড়ে, কে বা কারে ধরে ।
কে বা কার চরণের ধূলি লয় শিরে ॥
কে বা কার গলা ধরি করয়ে রোদন ।
কে বা কোন্ রূপ করে, না যায় বর্ণন ॥
'প্রভু' করিয়াও কারো কিছু ভয় নাঞি ।
প্রভু-ভৃত্য নাচয়ে সকলে এক-ঠাঞি ॥
নিত্যানন্দ-চৈতন্যে করিয়া কোলাকোলি ।
আনন্দে নাচেন দুই প্রভু-কুতুহলী ॥
পৃথিবী কম্পিতা নিত্যানন্দ-পদতালে ।
দেখিয়া আনন্দে সর্ব্বগণ 'হরি' বলে ॥
প্রেম-রসে মত্ত হই বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর ।
নাচেন লইয়া সব-প্রেম-অনুচর ॥
এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ ।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' মাত্র কহে বেদ ॥
এই মত সর্ব্ব-দিন প্রভু নৃত্য করি ।
বসিলেন সর্ব্বগণ সঙ্গে গৌরহরি ॥
হাতে তিন তালি দিয়া শ্রীগৌর-সুন্দর ।
সবারে কহেন অতি-অমায়া-উত্তর ॥
প্রভু বলে "এই নিত্যানন্দস্বরূপেরে ।
যে করয়ে ভক্তি শ্রদ্ধা, সে করে আমারে ॥

ইহান চরণ শিব ব্রহ্মার বন্দিত।
অতএব ইহানে করিহ সবে প্রীত ॥
তিলার্দ্ধেক ইহানে যাহার দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে ॥
ইহান বাতাস লাগিবেক যার গা'য়।
তাহারেও কৃষ্ণ না ছাড়িবে সর্ব্বথায় ॥”
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সর্ব্ব-ভক্তগণ।
মহা-জয়-জয় ধ্বনি করিলা তখন ॥
ভক্তি করি যে শুনয়ে এ সব আখ্যান।
তার স্বামী হয় গৌরচন্দ্র ভগবান্ ॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের এ সকল কথা।
যে দেখিল, তাঁহারে সে জানয়ে সর্ব্বথা ॥
এইমত কত নিত্যানন্দের প্রভাব।
জানে যত চৈতন্যের প্রিয় মহাভাগ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে মহাপ্রভু কর্ত্তৃক নিত্যানন্দ মহিমাকীর্ত্তন নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

জগাই, মাধাই উদ্ধার

অষ্টম অধ্যায়

C.B.M.
1317

এক দিন আচম্বিতে হৈল হেন মতি।
আজ্ঞা কৈল নিত্যানন্দ-হরিদাস-প্রতি ॥
"শুন শুন নিত্যানন্দ ! শুন হরিদাস !
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর' এই ভিক্ষা।
'বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কর' শিক্ষা ॥
ইহা বহি আর, না বলাবে, না বলিবা।
দিন-অবসানে আসি আমারে কহিবা ॥
তোমরা করিলে ভিক্ষা, যেই না বলিব।
তবে আমি চক্র-হস্তে সকলে কাটিব ॥"
আজ্ঞা শুনি হাসে' সব বৈষ্ণবমণ্ডল।
অন্যথা করিতে আজ্ঞা আছে কার্ বল ॥
আজ্ঞা শিরে করি নিত্যানন্দ হরিদাস।
সেইক্ষণে চলিলেন পথে আসি হাস ॥
হেন আজ্ঞা যাহা নিত্যানন্দ শিরে বহে।
ইথে অপ্রতীত যার, সে সুবুদ্ধি নহে ॥
করয়ে অদ্বৈত-সেবা চৈতন্য না মানে।'
অদ্বৈত তাহারে সংহারিবে ভাল মনে ॥
আজ্ঞা পাই দুইজনে বুলে ঘরে ঘরে।
"বল কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ, ভজহ কৃষ্ণেরে ॥
কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ ধন, কৃষ্ণ সে জীবন।
হেন কৃষ্ণ বল ভাই ! হই এক-মন ॥"
এইমত নদীয়ায়—প্রতি ঘরে ঘরে।
বলিয়া বেড়ান দুই জগত-ঈশ্বরে ॥
দোহান সন্ন্যাসী-বেশ, যান ঘরে ঘরে।
আথে-ব্যথে আসি ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ করে ॥
নিত্যানন্দ হরিদাস বলে "এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর' কৃষ্ণশিক্ষা ॥"
এই বোল বলি দুইজন চলি যায়।
যে হয় সুজন, সে বড় সুখ পায় ॥
অপরূপ শুনি লোক দুজনার-মুখে।
নানা-জনে নানা-কথা কহে নানা-সুখে ॥
"করিব করিব" কেহ বলয়ে সন্তোষে।
কেহ বলে "ক্ষিপ্ত দুইজন মন্ত্র-দোষে ॥
যে-গুলা চৈতন্য-নৃত্যে না পাইল দ্বার।
তার বাড়ী মাত্র গেলে বলে "মার মার ॥
তোমরা পাগল হইলা দুষ্ট সঙ্গ দোষে।
আমা' সবা' পাগল করিতে আইস কিসে ?"
ভব্য সব্য লোক সব হইলা পাগল।
নিমাইপণ্ডিত নষ্ট করিল সকল ॥
কেহ বলে "এ দুজন কিবা চোর-চর।
ছলা করি চর্চ্চিয়া বুলয়ে ঘরে-ঘর ॥
এমত প্রকট কেন করিবে সুজনে।
আর-বার আসে যদি লইব দেয়ানে ॥"
শুনি শুনি নিত্যানন্দ-হরিদাস হাসে'।
চৈতন্যের আজ্ঞা-বলে না পায় তরাসে ॥
এইমত ঘরে ঘয়ে বুলিরা বুলিয়া।
প্রতিদিন বিশ্বম্ভর-স্থানে কহে গিয়া ॥

একদিন পথে দেখে দুই মাতোয়াল।
মহা-দস্যু-প্রায় দুই মদ্যপ বিশাল ॥
সে দুই জনার কথা কহিতে অপার।
তারা নাহি করে, হেন পাপ নাহি আর ॥
ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য-গোমাংস-ভক্ষণ।
ডাকা, চুরি, পরগৃহ দাহে' সর্ব্বক্ষণ ॥
দেয়ানে না দেয় দেখা বোলায় 'কোটাল'।
মদ্য মাংস বিনা আর নাহি যায় কাল ॥
দুইজন পথে পড়ি গড়াগড়ি যায়।
যাহারেই পায় সেই তাহারে কিলায় ॥
দূরে থাকি লোকসব পথে দেখে রঙ্গ।
সেই-খানে নিত্যানন্দ হরিদাস-সঙ্গ ॥
ক্ষণে দুইজনে প্রীত, ক্ষণে ধরে চূলে।
'চকার বকার' শব্দ উচ্চ করি বলে ॥
নদীয়ার বিপ্রের করিমু জাতি নাশ।
মদ্যের বিক্ষেপে কারে করয়ে আশ্বাস ॥
সর্ব্ব-পাপ সেই দুই শরীরে জন্মিল।
বৈষ্ণবের নিন্দা পাপ সবে না হইল ॥
অহর্নিশ মদ্যপের সঙ্গে রঙ্গে থাকে।
নহিল বৈষ্ণব-নিন্দা এই সব পাকে ॥
যে সভায় বৈষ্ণবের নিন্দামাত্র হয়।
সর্ব্ব-ধর্ম্ম থাকিলেও তার হয় ক্ষয় ॥
সন্ন্যাসী-সভায় যদি হয় নিন্দা-কর্ম্ম।
মদ্যপের সভা হৈতে সে সভা অধর্ম্ম ॥
মদ্যপের নিষ্কৃতি আছয়ে কোন্ কালে।
পর-চর্চ্চকের গতি কভু নাহি ভালে ॥
শাস্ত্র পড়িয়াও কারো কারো বুদ্ধিনাশ।
নিত্যানন্দ-নিন্দা করে, হবে সর্ব্বনাশ ॥
দুই-জনে কিলাকিলি গালাগালি করে।
নিত্যানন্দ-হরিদাস দেখে থাকি দূরে ॥

লোক-স্থানে নিত্যানন্দ জিজ্ঞাসে আপনে।
"কোন্ জাতি দুইজন, এ মত বা কেনে ?"
লোকে বলে "গোসাঞি ! ব্রাহ্মণ দুইজন।
দিব্য পিতা মাতা, মহা-কুলেতে উৎপন্ন ॥
সর্ব্বকাল নদীয়ায় পুরুষে পুরুষে।
তিলার্দ্ধেকে দোষ নাহি এ দোঁহার বংশে ॥
এই দুই গুণবন্ত পাসরিল ধর্ম্ম।
জন্ম হইতে করয়ে এই পাপ-কর্ম্ম ॥
ছাড়িল গোষ্ঠীয়া বড় দুর্জ্জন দেখিয়া।
মদ্যপের সঙ্গে বুলে স্বতন্ত্র হইয়া ॥
এই দুই দেখি সব নদীয়া ডরায়।
পাছে কারো কোন দিন বসতি পোড়ায় ॥
হেন পাপ নাহি, যাহা না করে দুইজন।
ডাকা, চুরি, মদ্য-মাংস করয়ে ভোজন ॥"
শুনি নিত্যানন্দ বড় কারুণ্য-হৃদয়।
দুইয়ের উদ্ধার চিন্তে' হইয়া সদয় ॥
"পাতকী তারিতে প্রভু কৈলে অবতার।
এমত পাতকী কোথা পাইবেন আর ॥
লুকাইয়া করে প্রভু আপনা' প্রকাশ।
প্রভাব না দেখি লোকে করে উপহাস ॥
এ দুইয়েরে প্রভু যদি অনুগ্রহ করে।
তবে সে প্রভাব দেখে সকল-সংসারে ॥
তবে হঙ নিত্যানন্দ—চৈতন্যের দাস।
এ দুইয়েরে করোঁ যদি চৈতন্য প্রকাশ ॥
এখন যেমন মত্ত আপনা না জানে।
এই মত হয় যদি শ্রীকৃষ্ণের নামে ॥
'মোর প্রভু' বলি যদি কান্দে দুইজন।
তবে সে সার্থক মোর যত পর্য্যটন ॥
যে যে জন এ দুয়ের ছায়া পরশিয়া।
বস্ত্রের সহিত গঙ্গাস্নান করে গিয়া ॥

সেই সব জন যদি এ দোঁহারে দেখি।
গঙ্গা-স্নান হেন মানে, তবে মোরে লিখি ॥”
শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর মহিমা অপার।
পতিতের ত্রাণ লাগি যাঁর অবতার ॥
এতেক চিন্তিয়া প্রভু হরিদাস-প্রতি।
বলে “হরিদাস! দেখ দোঁহার দুর্গতি ॥
ব্রাহ্মণ হইয়া হেন দুষ্ট-ব্যবহার।
এ দোঁহার যম-ঘরে নাহিক নিস্তার ॥
প্রাণান্তে মারিল তোমা’ যবনের গণে।
তাহারও করিলা তুমি ভাল মনে মনে ॥
যদি তুমি শুভানুসন্ধান কর’ মনে মনে।
তবে সে উদ্ধার পায় এই দুইজনে ॥
তোমার সঙ্কল্প প্রভু না করে অন্যথা।
আপনে কহিলা প্রভু এই তত্ত্ব-কথা ॥
প্রভুর প্রভাব সব দেখুক সংসার।
চৈতন্য করিল হেন-দুইর উদ্ধার ॥
যেন গায় অজামিল-উদ্ধার পুরাণে।
সাক্ষাতে দেখুক এবে এ-তিন-ভুবনে ॥”
নিত্যানন্দ-তত্ত্ব হরিদাস ভাল জানে।
‘পাইল উদ্ধার দুই’ জানিলেন মনে ॥
হরিদাস প্রভু বলে “শুন মহাশয়!
তোমার যে ইচ্ছা, সে-ই প্রভুর নিশ্চয় ॥
আমারে ভাণ্ডাও যেন পশুরে ভাণ্ডাও।
আমারে সে তুমি পুনঃ পুনঃ যে শিখাও ॥
হাসি নিত্যানন্দ তানে করি আলিঙ্গন।
অত্যন্ত কোমল হই বলেন বচন ॥
“প্রভুর যে আজ্ঞা লই আমরা বেড়াই।
তাহা কহি এই দুই মগুপের ঠাঁই ॥
সবারে ভজিতে ‘কৃষ্ণ’ প্রভুর আদেশ।
তার মধ্যে অতিশয়-পাপীরে বিশেষ ॥
বলিবার ভার মাত্র আমা দোহাকার
বলিলে না লয়, তবে সেই ভার তাঁর ॥
বলিতে প্রভুর আজ্ঞা সে দুয়ের স্থানে।
নিত্যানন্দ-হরিদাস করিলা গমনে ॥
সাধু-লোকে মানা করে “নিকটে না যাও।
নাগালি পাইলে পাছে পরাণ হারাও ॥
আমরা অন্তরে থাকি পরম-তরাসে।
তোমরা নিকটে যাহ কেমন সাহসে ॥
কিসের সন্ন্যাসী-জ্ঞান ও’ দুইর ঠাঁই।
ব্রহ্মবধে গোবধে যাহার অন্ত নাই ॥”
তথাপিও দুইজন ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ বলি।
নিকটে চলিলা, দোঁহে মহা কুতূহলী ॥
শুনিবারে পায় হেন নিকটে থাকিয়া।
কহেন প্রভুর আজ্ঞা ডাকিয়া ডাকিয়া ॥
“বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন প্রাণ ॥
তোমা’ সবা’ লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
হেন কৃষ্ণ ভজ, সব ছাড় অনাচার ॥”
ডাক্ শুনি মাথা তুলি চা’হে দুইজন।
মহা-ক্রোধে দুইজন অরুণ-নয়ন ॥
সন্ন্যাসী-আকার দেখি মাথা তুলি চা’য়।
“ধর ধর ধর” বলি ধরিবারে যায় ॥
আথে-ব্যথে নিত্যানন্দ-হরিদাস ধায়।
“রহ রহ” বলি দুই দস্যু পাছে যায় ॥
ধাইয়া আইসে পাছে তর্জ্জ-গর্জ্জ করে।
মহা-ভয় পাই দুই প্রভু ধায় ডরে ॥
লোকে বলে “তখনেই যে নিষেধ করিল।
এ দুই সন্ন্যাসী আজি সঙ্কটে পড়িল ॥”
যতেক পাষণ্ডী-সব হাসে’ মনে মনে।
“ভণ্ডের উচিত শাস্তি কৈল নারায়ণে ॥”

"রক্ষ কৃষ্ণ ! রক্ষ কৃষ্ণ !" সুব্রাহ্মণে বলে।
সে-স্থান ছাড়িয়া ভয়ে চলিলা সকলে ॥
দুই দস্যু ধায়, দুই ঠাকুর পলায়।
"ধরিনু ধরিনু" বলি লাগি নাহি পায় ॥
নিত্যানন্দ বলে "ভাল হইল বৈষ্ণব।
আজি যদি প্রাণ বাঁচে, তবে পাই সব ॥
হরিদাস বলে "ঠাকুর ! আর কেনে বল।
তোমার বুদ্ধিতে অপমৃত্যে প্রাণ গেল ॥
মদ্যপেরে কৈলে যেন কৃষ্ণ-উপদেশ।
উচিত তাহার শাস্তি—প্রাণ-অবশেষ ॥"
এত বলি ধায় প্রভু হাসিয়া হাসিয়া।
দুই দস্যু পাছে ধায় তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া ॥
দোঁহার শরীর স্থুল—না পারে চলিতে।
তথাপিহ ধায় দুই মদ্যপ ত্বরিতে ॥
দুই দস্যু বলে "ভাই ! কোথারে যাইবা।
জগা-মাধার ঠাঞি আজি কেমতে এড়াইবা ?
তোমরা না জান' এথা জগা-মাধা আছে।
খানি রহ উলটিয়া হের্-দেখ পাছে ॥"
ত্রাসে ধায় দুই প্রভু বচন শুনিয়া।
"রক্ষ কৃষ্ণ ! রক্ষ কৃষ্ণ ! গোবিন্দ !" বলিয়া ॥
হরিদাস বলে " আমি না পারি চলিতে।
জানিয়াও আসি আমি চঞ্চল-সহিতে ॥
রাখিলেন কৃষ্ণ কাল যবনের ঠাঁই।
চঞ্চলের বুদ্ধ্যে আজি পরাণ হারাই ॥"
নিত্যানন্দ বলে "আমি নহি যে চঞ্চল।
মনে ভাবি দেখ তোমার প্রভু যে বিহ্বল ॥
ব্রাহ্মণ হইয়া যেন রাজ-আজ্ঞা করে।
তান বোলে বুলি সব প্রতি ঘরে ঘরে ॥
কোথাও যে নাহি শুনি,—সেই আজ্ঞা তান।
'চোর ঢঙ্গ' বহি লোকে নাহি বলে আন ॥
না করিলে আজ্ঞা তান সর্ব্বনাশ করে।
করিলেও আজ্ঞা তান এই ফল ধরে ॥
আপন প্রভুর দোষ না জানহ তুমি।
দুই-জনে বলিলাম, দোষভাগী আমি ?"
হেনমতে দুই-জনে আনন্দ-কন্দল।
দুই দস্যু ধায় পাছে, দেখিয়া বিকল ॥
ধাইয়া আইলা নিজ ঠাকুরের বাড়ী।
মদ্যের বিক্ষেপে দস্যু পড়ে রড়ারড়ি ॥
দেখা না পাইয়া দুই মদ্যপ রহিল।
শেষে হুড়াহুড়ি দুইজনেই বাজিল ॥
মদ্যের বিক্ষেপে দুই কিছু না জানিল।
আছিল বা কোন্ স্থানে, কোথা বা রহিল ॥
কতক্ষণে দুই প্রভু উলটিয়া চা'য়।
কতি গেল দুই দস্যু দেখিতে না পায় ॥
স্থির হই দুইজনে কোলাকোলি করে।
হাসিয়া চলিলা যথা প্রভু-বিশ্বম্ভরে ॥
বসিয়াছে মহাপ্রভু কমল-লোচন।
সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপ মদন-মোহন ॥
চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে বৈষ্ণবমণ্ডল।
অন্যান্যে কৃষ্ণকথা যে কহেন সকল ॥
কহেন আপন তত্ত্ব সভা' মধ্যে রঙ্গে।
শ্বেতদ্বীপপতি যেন সনকাদি-সঙ্গে ॥
নিত্যানন্দ-হরিদাস হেনই সময়।
দিবস-বৃত্তান্ত যত সম্মুখে কহয় ॥
"অপরূপ দেখিলাম আজি দুইজন।
পরম মদ্যপ, পুনঃ বলয়ে 'ব্রাহ্মণ' ॥
ভাল রে বলিলি তারে 'বল কৃষ্ণ-নাম'।
খেদাড়িয়া আইল, ভাগ্যে রহিল প্রাণ ॥"
প্রভু বলে "কে সে দুই, কিবা তার নাম।
ব্রাহ্মণ হইয়া কেনে করে হেন কাম ?"

সম্মুখে আছিলা গঙ্গাদাস শ্রীনিবাস।
কহয়ে যতেক তার বিকর্ম্ম-প্রকাশ॥
"সে দুইয়ের নাম প্রভু!—জগাই মাধাই।
সুব্রাহ্মণ-পুত্র দুই, জন্ম এই ঠাঁই॥
সঙ্গ-দোষে সে দোঁহার হৈল হেন মতি।
আজন্ম মদিরা বই আন নাহি গতি॥
সে দুইর ভয়ে নদীয়ার লোক ডরে'।
হেন নাহি, যার ঘরে চুরি নাহি করে॥
সে দুইর পাতক কহিতে নাহি ঠাঞি।
আপনে সকল দেখ, জানহ গোসাঞি!"
প্রভু বলে "জানোঁ জানোঁ সেই দুই বেটা।
খণ্ড খণ্ড করিমু আইলে মোর হেথা॥"
নিত্যানন্দ বলে "খণ্ড খণ্ড কর' তুমি।
সে দুই থাকিতে কোথা না যাইব আমি॥
কিসের বা এত তুমি করহ বড়াই।
আগে সেই দুইজনে 'গোবিন্দ' বলাই॥
স্বভাবে ত ধার্ম্মিক বলয়ে কৃষ্ণ-নাম।
এ দুই বিকর্ম্মে বই নাহি জানে আন॥
এ দুই উদ্ধার' যদি দিয়া ভক্তি-দান।
তবে জানি 'পাতকী-পাবন' হেন নাম॥
আমারে তারিয়া যত তোমার মহিমা।
ততোধিক এ দুয়ের উদ্ধারের সীমা॥"
হাসি বলে বিশ্বম্ভর "হইল উদ্ধার।
যেইক্ষণে দরশন পাইল তোমার॥
বিশেষে চিন্তহ তুমি এতেক মঙ্গল।
অচিরাতে কৃষ্ণ তার করিব কুশল॥"
শ্রীমুখের বাক্য শুনি ভাগবতগণ।
জয়-জয়-হরি-ধ্বনি করিলা তখন॥
"হইল উদ্ধার" সবে মানিলা হৃদয়।
অদ্বৈতের স্থানে হরিদাস কথা কয়॥
"চঞ্চলের সঙ্গে প্রভু, আমারে পাঠায়।
আমি থাকি কোথা সে বা কোন্ দিগে যায়॥
বর্ষাতে জাহ্নবী জলে কুম্ভীর বেড়ায়।
সাঁতার এড়িয়া তারে ধরিবারে যায়॥
কূলে থাকি ডাক পাড়ি, করি 'হায় হায়'।
সকল-গঙ্গার মাঝে ভাসিয়া বেড়ায়॥
যদি বা কূলেতে উঠে বালক দেখিয়া।
মারিবার তরে শিশু, যায় খেদাড়িয়া॥
তার পিতা মাতা আইসে হাতে ঠেঙ্গা লৈয়া।
তা' সবা' পাঠাই আমি চরণে ধরিয়া॥
গোয়ালার ঘৃত দধি লইয়া পলায়।
আমারে ধরিয়া তারা মারিবারে চায়॥
সে ই সে করয়ে কর্ম্ম, যেই যুক্তি নহে।
কুমারী দেখিয়া বলে করিব বিবাহে॥
চড়িয়া ষাঁড়ের পিঠে 'মহেশ' বলায়।
পরের গাভীর দুগ্ধ—দুহি দুহি' খায়॥
আমি শিখাইলে গালি পাড়য়ে তোমাঁরে।
"কি করিতে পারে তোর অদ্বৈত আমারে॥
চৈতন্য—বলিস্ যারে ঠাকুর করিয়া।
সে বা কি করিতে পারে আমারে আসিয়া॥"
কিছুই না কহি আমি ঠাকুরের স্থানে।
দৈব যোগে আজি রক্ষা পাইল পরাণে॥
মহা-মাতোয়াল দুই পথে পড়িয়াছে।
কৃষ্ণ-উপদেশ গিয়া কহে তার কাছে॥
মহা-ক্রোধে ধাইয়া আইসে মারিবার।
জীবন-রক্ষার হেতু—প্রসাদ তোমার॥"
হাসিয়া অদ্বৈত বলে "কোন চিত্র নয়।
মদ্যপের উচিত—মদ্যপ সঙ্গ হয়॥
তিন-মাতোয়াল-সঙ্গ একত্র উচিত।
নৈষ্ঠিক হইয়া কেনে তুমি তার ভিত?

নিত্যানন্দ করিবে—সকলে মাতোয়াল।
উহান চরিত্র আমি জানি ভালে ভাল॥
এই দেখ তুমি, দিন-দুই-তিন ব্যাজে।
সেই দুই মদ্যপ আনিবে গোষ্ঠী—মাঝে॥”
বলিতে অদ্বৈত হইলেন ক্রোধাবেশ।
দিগম্বর হই বলে অশেষ-বিশেষ॥
“শুনিব সকল চৈতন্যের কৃষ্ণভক্তি।
কেমনে নাচয়ে গায় দেখোঁ তান শক্তি॥
দেখ কালি সেই দুই মদ্যপ আনিয়া।
নিমাই নিতাই দুই নাচিবে মিলিয়া॥
একাকার করিবেক সেই-দুই-জনে।
জাতি লই তুমি আমি পলাই যতনে॥”
অদ্বৈতের ক্রোধাবেশে হাসে' হরিদাস।
'মদ্যপ উদ্ধার' চিত্তে হইল প্রকাশ॥
অদ্বৈতের-বাক্য বুঝে কাহার শকতি।
বুঝে হরিদাস প্রভু, যার যেন মতি॥
এবে পাপী-সব অদ্বৈতের পক্ষ হৈয়া।
গদাধর-নিন্দা করে, মরয়ে পুড়িয়া॥
যে পাপিষ্ঠ এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয়।
অন্য-বৈষ্ণবেরে নিন্দে,' সেই যায় ক্ষয়॥
সেই দুই মদ্যপ বেড়ায় স্থানে স্থানে।
আইল—যে ঘাটে প্রভু করে গঙ্গাস্নানে॥
দৈবযোগে সেই স্থানে করিলেক থানা।
বেড়াইয়া বুলে সর্ব্ব-ঠাঞি দেই হানা॥
সকল-লোকের চিত্ত হইল সশঙ্ক।
কিবা বড়, কিবা ধনী, কিবা মহারঙ্ক॥
নিশা হৈলে কেহ নাহি যায় গঙ্গাস্নানে।
যদি যায়, তবে দশ-বিশের গমনে॥
প্রভুর বাড়ীর কাছে থাকে নিশা-ভাগে।
সর্ব্ব-রাত্রি প্রভুর কীর্ত্তন শুনি জাগে॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে কীর্ত্তনের সঙ্গে।
মদ্যের বিক্ষেপে তারা শুনি নাচে রঙ্গে॥
দূরে থাকি সব ধ্বনি শুনিবারে পায়।
শুনিলেই নাচিয়া অধিক মদ খায়॥
যখন কীর্ত্তন করে, দুই জন রয়।
শুনিয়া কীর্ত্তন পুন উঠিয়া নাচয়॥
মদ্যপানে বিহ্বল, কিছুই নাহি জানে।
আছিল বা কোথায়. আছয়ে কোন্ স্থানে॥
প্রভুরে দেখিয়া বলে “নিমাই-পণ্ডিত!
করাইলা সংপূর্ণ মঙ্গলচণ্ডী-গীত॥
গায়েন সব ভাল মুই দেখিবারে চাই।
সকল আনিয়া দিব, যথা যেই পাই॥”
দুর্জ্জন দেখিয়া, প্রভু দূরে দূরে যায়।
আর পথ দিয়া লোক সবাই পলায়॥
একদিন নিত্যানন্দ নগর ভ্রমিয়া।
নিশায় আইসে দোঁহে ধরিলেক গিয়া॥
“কে রে, কে রে” বলি ডাকে, জগাই মাধাই।
নিত্যানন্দ বলেন “প্রভুর বাড়ী যাই॥”
মদ্যের বিক্ষেপে বলে “কিবা নাম তোর?”
নিত্যানন্দ বলে “অবধূত নাম মোর॥”
বাল্য-ভাবে মহা-মত্ত নিত্যানন্দ-রায়।
মদ্যপের সঙ্গে কথা কহেন লীলায়॥
'উদ্ধারিব দুইজন' হেন আছে মনে।
অতএব নিশায় আইলা সেই-স্থানে॥
'অবধূত” নাম শুনি মাধাই কুপিয়া।
মারিল প্রভুর শিরে মুট্‌কী তুলিয়া॥
ফুটিল মুট্‌কী শিরে. রক্ত পড়ে ধারে।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু 'গোবিন্দ' সঙরে॥
দয়া হৈল জগাইর, রক্ত দেখি মাথে।
আর-বার-মারিতে—ধরিল তার-হাতে॥

কেনে হেন করিলে নির্দ্দয় তুমি দড়।
দেশান্তরী মারিয়া কি হৈবা তুমি বড় ॥
এড় এড়—অবধূত না মারিহ 'আর।
সন্ন্যাসী মারিয়া কোন্ ভালাই তোমার ॥”
আথে-ব্যথে লোক গিয়া প্রভুরে কহিলা।
সাঙ্গোপাঙ্গে ততক্ষণে ঠাকুর আইলা ॥
নিত্যানন্দ-অঙ্গে সব রক্ত পড়ে ধারে।
হাসে' নিত্যানন্দ সেই-দুয়ের ভিতরে ॥
রক্ত দেখি ক্রোধে প্রভু বাহ্য নাহি মানে'।
“চক্র ! চক্র ! চক্র !” প্রভু ডাকে ঘনে ঘনে ॥
আথে-ব্যথে চক্র আসি উপসন্ন হৈল।
জগাই মাধাই তাহা নয়নে দেখিল ॥
প্রমাদ গণিলা সব-ভাগবতগণ।
আথে-ব্যথে নিত্যানন্দ করে নিবেদন ॥
“মাধাই মারিতে প্রভু ! রাখিল জগাই।
দৈবে সে পড়িল রক্ত, দুঃখ নাহি পাই ॥
মোরে ভিক্ষা দেহ' প্রভু ! এ দুই শরীর।
কিছু দুঃখ নাহি মোর, তুমি হও স্থির ॥”
“জগাই রাখিল” হেন বচন শুনিয়া।
জগাইরে আলিঙ্গন কৈলা সুখী হৈয়া ॥
জগাইরে বলে “কৃষ্ণ কৃপা করু তোরে।
নিত্যানন্দ রাখিয়া, কিনিলা তুমি মোরে ॥
যে অভীষ্ট চিত্তে দেখ, তাহা তুমি মাগ'।
আজি হৈতে হউ তোর প্রেম-ভক্তি-লাভ ॥”
জগাইর বর শুনি বৈষ্ণবমণ্ডল।
জয়-জয়-হরি-ধ্বনি করিলা সকল ॥
“প্রেম-ভক্তি হউ” বলি যখন বলিলা।
তখন জগাই প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলা ॥
প্রভু বলে “জগাই ! উঠিয়া দেখ মোরে।
সত্য আমি প্রেম-ভক্তি-দান দিলা তোরে ॥”
চতুর্ভুজ—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর।
জগাই দেখিল সেই প্রভু বিশ্বম্ভর ॥
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়িল জগাই।
বক্ষে শ্রীচরণ দিলা গৌরাঙ্গ-গোঁসাই ॥
পাইয়া চরণ-ধন লক্ষ্মীর জীবন।
ধরিল জগাই সেই অমূল্য-রতন ॥
চরণে ধরিয়া কান্দে সুকৃতি জগাই।
এমন অপূর্ব্ব করে গৌরাঙ্গ-গোঁসাই ॥
এক জীব, দুই দেহ—জগাই মাধাই।
এক পুণ্য, এক পাপ, বৈসে এক-ঠাঁই ॥
জগাইরে প্রভু যবে অনুগ্রহ কৈল।
মাধাইর চিত্ত ততক্ষণে ভাল হৈল ॥
আথে-ব্যথে নিত্যানন্দ-বসন এড়িয়া।
পড়িল চরণ ধরি দণ্ডবত হৈয়া ॥
“দুইজনে এক-ঠাঞি কৈলা প্রভু ! পাপ।
অনুগ্রহ কেনে প্রভু ! কর দুই ভাগ ?
মোরে অনুগ্রহ কর,' লও তোর নাম।
আমারে উদ্ধার করিবারে নাহি আন ॥”
প্রভু বলে “তোর ত্রাণ নাহি দেখি মুই।
নিত্যানন্দ-অঙ্গে রক্তপাত কৈলি তুই ॥
মাধাই বলে “ইহা বলিতে না পার।
আপনার ধর্ম্ম সে আপনি কেন ছাড় ?
বাণে বিন্ধিলেক তোমা' অসুরেরগণে।
নিজ-পদ তা' সবারে তবে দিলে কেনে ?
প্রভু বলে “তাহা হৈতে তোর অপরাধ।
নিত্যানন্দ-অঙ্গেতে করিলি রক্তপাত ॥
আমা' হৈতে এই নিত্যানন্দ-দেহ বড়।
তোর স্থানে এই সত্য করিলাম দড় ॥”
“সত্য যদি কহিলা ঠাকুর ! মোর স্থানে।
বলহ নিষ্কৃতি—মুক্তি পাইব কেমনে ?

সর্ব্ব-রোগ নাশ'—বৈদ্যচূড়ামণি তুমি ।
তুমি রোগ চিকিচ্ছিলে সুস্থ হই আমি ॥
না কর' কপট প্রভু ! সংসারের নাথ !
বিদিত হইলা, আর লুকাইবা কা'ত ?"
প্রভু বলে "অপরাধ কৈলে তুমি বড় !
নিত্যানন্দচরণ ধরিয়া তুমি পড় ॥"
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা মাধাই তখন ।
ধরিল অমূল্যধন নিতাইচরণ ॥
যে চরণ ধরিলে না যায় কভু নাশ ।
রেবতী জানেন সেই চরণ-প্রকাশ ॥
বিশ্বম্ভর বলে "শুন নিত্যানন্দ-রায় !
পড়িলে চরণে—কৃপা করিতে যুয়ায় ॥
তোমার অঙ্গেতে যেন কৈল রক্তপাত ।
তুমি সে ক্ষমিতে পার, পড়িল তোমা'ত ॥"
নিত্যানন্দ বলে "প্রভু ! কি বলিব মুই ।
বৃক্ষ-দ্বারে কৃপা কর' সেই-শক্তি তুই ॥
কোন জন্মে থাকে যদি আমার সুকৃত ।
সব দিনু মাধাইরে শুনহ নিশ্চিত ॥
মোর যত অপরাধ—কিছু দায় নাই ।
মায়া ছাড়, কৃপা কর,' তোমার মাধাই ॥"
বিশ্বম্ভর বলে "যদি ক্ষমিলা সকল ।
মাধাইরে কোল দেহ,' হউক সফল ॥"
প্রভুর আজ্ঞায় কৈল দৃঢ়-আলিঙ্গন ।
মাধাইর হৈল সব-বন্ধন-মোচন ॥
মাধাইর দেহে নিত্যানন্দ প্রবেশিলা ।
সর্ব্ব-শক্তি-সমন্বিত মাধাই হইলা ॥
হেনমতে দুইজনে পাইলা মোচন ।
দুই-জনে স্তুতি করে দুয়ের চরণ ॥
প্রভু বলে "তোরা আর না করিস্ পাপ ।"
জগাই মাধাই বলে "আর না রে বাপ ॥"
প্রভু বলে "শুন শুন তোরা-দুই-জন !
সত্য সত্য আমি তোরে করিলা মোচন ॥
কোটি কোটি জন্মে যত আছে পাপ তোর ।
আর যদি না করিস্, সব দায় মোর ॥
তো' দোঁহার মুখে মুঞি করিব আহার ।
তোর দেহে হইবেক মোর অবতার ॥"
প্রভুর শুনিয়া বাক্য জগাই-মাধাই ।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হই পড়িলা তথাই ॥
মোহ গেল, দুই বিপ্র আনন্দ-সাগরে ।
বুঝি আজ্ঞা করিলেন প্রভু বিশ্বম্ভরে ॥
"দুইজনে তুলি লহ আমার বাড়ীতে ।
কীর্ত্তন করিব দুইজনের সহিতে ॥
ব্রহ্মার দুর্লভ আজি এ-দোঁহারে দিব ।
এ-দোঁহারে জগতের উত্তম করিব ॥
এ-দুই-পরশে যে করিল গঙ্গাস্নান ।
এ-দোঁহারে বলিবে সে গঙ্গার সমান ॥
নিত্যানন্দ-প্রতিজ্ঞা অন্যথা নাহি হয় ।
নিত্যানন্দ-ইচ্ছা এই জানিহ নিশ্চয় ॥"
জগাই-মাধাই সব বৈষ্ণবে ধরিয়া ।
প্রভুর বাড়ীর ভিতর গেলা লইয়া ॥
আপ্তগণ সান্তাইলা প্রভুর সহিতে ।
পড়িল কপাট, কারো শক্তি নাহি যেতে ॥
বসিলা আসিয়া মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর ।
দুই-পাশে শোভে নিত্যানন্দ-গদাধর ॥
সম্মুখে অদ্বৈত বৈসে মহাপাত্র-রাজ ।
চারিদিকে বৈসে সব বৈষ্ণব-সমাজ ॥
পুণ্ডরীকবিদ্যানিধি, প্রভু হরিদাস ।
গরুড়াই, রমাই, শ্রীবাস, গঙ্গাদাস ॥
বক্রেশ্বর-পণ্ডিত, চন্দ্রশেখর-আচার্য্য ।
এ সব জানয়ে চৈতন্যের সব-কার্য্য ॥

অনেক মহান্ত আর চৈতন্য বেড়িয়া ।
আনন্দে ভাসিলা জগাই মাধাই লইয়া ॥
লোমহর্ষ, মহা-অশ্রু, কম্প সর্ব্ব-গা'য় ।
জগাই মাধাই দোঁহে গড়াগড়ি যায় ॥
কার্ শক্তি বুঝে চৈতন্যের-অভিমত ।
দুই দস্যু করে—দুই মহাভাগবত ॥
প্রভু বলে "এ-দুই মদ্যপ নহে আর ।
আজি হৈতে এই দুই সেবক আমার ॥
সবে মিলে অনুগ্রহ কর এ-দুয়েরে ।
জন্মে জন্মে আর যেন আমা' না পাসরে ॥
যে রূপে যাহার ঠাঁই আছে অপরাধ ।
ক্ষমিয়া এ দুই প্রতি করহ প্রসাদ ॥"
শুনিয়া প্রভুর বাক্য জগাই-মাধাই ।
সবার চরণ ধরি পড়িলা তথাই ॥
সর্ব্ব-মহাভাগবতে কৈলা আশীর্ব্বাদ ।
জগাই-মাধাই হইলা নির-অপরাধ ॥
প্রভু বলে "উঠ উঠ জগাই-মাধাই !
হইলা আমার দাস, আর চিন্তা নাই ॥
এ-দুয়ের পাপ মুই না লইনু আপনে
এ-দুয়েরে পাপী হেন না করিহ মনে ॥
সশরীরে কভু কারো হেন নাহি হয় ।
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে জানিহ নিশ্চয় ॥
তো' সবার যত পাপ মুঞি নিনু সব ।
সাক্ষাতে দেখহ ভাই ! এই অনুভব ॥"
দুইজনের দেহে পাতক নাহি আর ।
ইহা বুঝাইতে হৈলা কালিয়া-আকার ॥
দুই দস্যু দুই মহাভাগবত করি ।
গণ-সহে নাচে প্রভু গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥
হেনমতে জগাই-মাধাই-পরিত্রাণ ।
করিলা শ্রীগৌরচন্দ্র জগতের প্রাণ ॥
যেই শুনে এই দুই-দস্যুর উদ্ধার ।
তারে উদ্ধারিবে গৌরচন্দ্র অবতার ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান ।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে জগাই-মাধাই-উদ্ধার নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥

শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরযুগল স্তোত্র

(জগাই মাধাই কর্ত্তৃক)

নবম অধ্যায়

জগাই মাধাই দুইজনে স্তুতি করে।
সবার সহিত শুনে গৌরাঙ্গসুন্দরে ॥
শুদ্ধাস্বরস্বতী দুইজনের জিহ্বায়।
বসিলা চৈতন্যচন্দ্রপ্রভুর আজ্ঞায় ॥
"জয় জয় মহাপ্রভু জয় বিশ্বম্ভর।
জয় জয় নিত্যানন্দ—বিশ্বম্ভরাধর ॥
জয় জয় নিজ-নাগাবিনোদ-আচার্য্য।
জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের সর্ব্ব-কার্য্য ॥
জয় জয় জগন্নাথমিশ্রের নন্দন।
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্য-শরণ ॥
জয় জয় শচীপুত্র করুণার সিন্ধু।
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের বন্ধু ॥
জয় রাজপণ্ডিতদুহিতা-প্রাণেশ্বর।
জয় নিত্যানন্দ কৃপাময়-কলেবর ॥
সেই জয় জয় তুমি কর' যত কাজ।
জয় নিত্যানন্দচন্দ্র বৈষ্ণবাধিরাজ ॥
জয় জয় শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর।
প্রভুর বিগ্রহ জয় অবধূত-বর ॥
জয় জয় অদ্বৈত-জীবন গৌরচন্দ্র।
জয় জয় সহস্রবদন নিত্যানন্দ ॥
জয় গদাধর-প্রাণ মুরারী-ঈশ্বর।
জয় হরি-দাসবাসুদেব-প্রিয়কর ॥
পাপী উদ্ধারিলে যত নানা-অবতারে।
'পরম অদ্ভুত' তাহা ঘোষয়ে সংসারে ॥
আমা-দুই-পাতকীর দেখিয়া উদ্ধার।
অল্পত্ব পাইল পূর্ব্ব-মহিমা তোমার ॥
অজামিল-উদ্ধারের যতেক মহত্ত্ব।
আমার উদ্ধারে সেহে পাইল অল্পত্ব ॥
সত্য কহি, আমি কিছু স্তুতি নাহি করি।
উচিতেই অজামিল মুক্তি-অধিকারী ॥
কোটি-ব্রহ্ম-বধী যদি তব নাম লয়।
সদ্য মোক্ষ-পদ তার বেদে সত্য কয় ॥
হেন নাম অজামিল কৈল উচ্চারণ।
তেঞি চিত্র নহে অজামিলের মোচন ॥
বেদ-সত্য স্থাপিতে তোমার অবতার।
মিথ্যা হয় বেদ তবে না কৈলে উদ্ধার ॥
মোরা দ্রোহ কৈল প্রিয় শরীরে তোমার।
তথাপিও আমা-দুই করিলা উদ্ধার ॥
এবে বুঝি দেখ প্রভু! আপনার মনে।
কত কোটি অন্তর আমরা দুইজনে ॥
'নারায়ণ' নাম শুনি অজামিল-মুখে।
চারি মহাজন আইলা সেই জন দেখে ॥
আমি দেখিলাম তোমা' রক্ত পড়ি অঙ্গে।
সাঙ্গোপাঙ্গো, অস্ত্র, পারিষদ—সব সঙ্গে ॥
গোপ্য করি রাখিছিলা এ সব মহিমা।
এবে ব্যক্ত হইল প্রভু! মহিমার সীমা ॥
এবে সে হইল বেদ মহাবলবন্ত।
এবে সে বড়াঞি করি গাইব অনন্ত ॥

এবে সে বিদিত হৈল গোপ্য-গুণগ্রাম।
'নির্লক্ষ্য-উদ্ধার' প্রভু ! ইহার সে নাম ॥
যদি বল কংস-আদি যত দৈত্যগণ।
তাহারাও দ্রোহ করি পাইল মোচন ॥
কত লক্ষ্য আছে তথি দেখ নিজ-মনে।
নিরন্তর দেখিলেক সে নরেন্দ্রগণে ॥
তোমা'সনে যুঝিলেক ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মে।
ভয়ে তোমা নিরবধি চিন্তিলেক মর্ম্মে ॥
তথাপি নারিল দ্রোহ-পাপ এড়াইতে।
পড়িল নরেন্দ্র-সব বংশের সহিতে ॥
তোমারে দেখিয়া নিজ জীবন ছাড়িল।
তবে কোন্ মহাজনে তারে পরশিল ?
আমারে পরশে' এবে ভাগবতগণে।
ছায়া ছুঞি যে জন করিলা গঙ্গাস্নানে ॥
সর্ব্বমতে প্রভু ! তোর এ মহিমা বড়।
কাহারে ভাণ্ডিবে, সবে জানিলেক দঢ় ॥
মহাভক্ত গজরাজ করিল স্তবন।
একান্ত-শরণ দেখি করিলা মোচন ॥
দৈবে সে উপমা নহে আসুরী পূতনা।
অঘ-বক-আদি যত কেহ নহে সীমা ॥
ছাড়িয়া সে দেহ তারা গেল দিব্য-গতি।
বেদে বিনা তাহা দেখে কাহার শকতি ॥
যে করিলা এই দুই পাতকী-শরীরে।
সাক্ষাতে দেখিল ইহা সকল সংসারে !
যতেক করিলা তুমি পাতকী-উদ্ধার।
কারো কোনো রূপ লক্ষ্য আছে সবাকার ॥
নির্লক্ষ্যে তারিলা ব্রহ্ম-দৈত্য দুইজন।
তোমার করুণা, সবে, ইহার কারণ ॥
বুলিয়া বুলিয়া কাঁদে জগাই-মাধাই।
এমত অপূর্ব্ব করে চৈতন্য-গোসাঞি ॥
যতেক বৈষ্ণবগণ অপূর্ব্ব দেখিয়া।
জোড়হাতে স্তুতি করে সবে দাণ্ডাইয়া ॥
তোমার অচিন্ত্য শক্তি কে বুঝিতে পারে।
যখন যে-রূপে কৃপা করহ যাহারে ॥"
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীশ্রীনিতাইগৌর যুগল-স্তোত্র নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-স্তোত্র

(মাধাই কর্ত্তৃক)

দশম অধ্যায়

জগাই মাধাই দুই—চৈতন্য কৃপায়।
পরম ধার্ম্মিক রূপে বৈসে নদীয়ায়॥
উষঃকালে গঙ্গা-স্নান করিয়া নির্জ্জনে।
দুইলক্ষ কৃষ্ণ-নাম লয় প্রতিদিনে॥
আপনারে ধিক্কার করয়ে অনুক্ষণ।
নিরবধি 'কৃষ্ণ' বলি করয়ে ক্রন্দন॥
পাইয়া কৃষ্ণের রস পরম উদার।
'কৃষ্ণের দয়িত' দেখে সকল সংসার॥
পূর্ব্বে যে করিল হিংসা, তাহা সঙরিয়া।
কান্দিয়া ভূমিতে পড়ে মূর্চ্ছিত হইয়া॥
"গৌরচন্দ্র আরে বাপ পতিতপাবন!"
সঙরি সঙরি পুনঃ করয়ে রোদন॥
আহারের চিন্তা গেল কৃষ্ণের আনন্দে।
সঙরি চৈতন্যকৃপা দুইজন কান্দে॥
সর্ব্বজনসহিত ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
অনুগ্রহ আশ্বাস করয়ে নিরন্তর॥
আপনে বসিয়া প্রভু ভোজন করায়।
তথাপিহ দোঁহে চিত্তে সোয়াস্তি না পায়॥
বিশেষে মাধাই নিত্যানন্দেরে লঙ্ঘিয়া।
পুনঃ পুনঃ কান্দে বিপ্র তাহা সঙরিয়া॥
নিত্যানন্দ ছাড়িল সকল অপরাধ।
তথাপি মাধাই চিত্তে না পায় প্রসাদ॥
"নিত্যানন্দ-অঙ্গে মুই কৈনু রক্তপাত।"
ইহা বলি নিরন্তর করে আত্মঘাত॥
"যে অঙ্গে চৈতন্যচন্দ্র করয়ে বিহার।
হেন অঙ্গে মুই পাপী করিনু প্রহার॥
মূর্চ্ছাগত হয় ইহা সঙরি মাধাই।
অহর্নিশ কান্দে, আর কিছু চিন্তা নাই॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু বালক-আবেশে।
অহর্নিশ নদীয়ায় বুলেন হরিষে॥
সহজে পরমানন্দ নিত্যানন্দ-রায়।
অভিমান নাহি—সর্ব্ব-নগরে বেড়ায়॥
একদিন নিত্যানন্দে নিভৃতে পাইয়া।
পড়িলা মাধাই দুই-চরণে ধরিয়া॥
প্রেমজলে ধোয়াইল প্রভুর চরণ।
দন্তে তৃণ ধরি করে প্রভুর স্তবন॥
"বিষ্ণুরূপে তুমি প্রভু! করহ পালন!
তুমি সে ফণায় ধর অনন্ত ভুবন॥
ভক্তির স্বরূপ প্রভু! তোর কলেবর।
তোমারে চিন্তয়ে মনে পার্ব্বতী-শঙ্কর॥
তোমার সে ভক্তিযোগ, তুমি কর' দান।
তোমা' বই চৈতন্যের প্রিয় নাহি আন॥
তোমার সে প্রসাদে গরুড় মহাবলী।
লীলায় বহয়ে কৃষ্ণ হই কুতূহলী॥
তুমি সে অনন্ত-মুখে কৃষ্ণগুণ গাও।
সর্ব্ব-ধর্ম্ম-শ্রেষ্ঠ 'ভক্তি' তুমি সে বুঝাও॥
তোমার সে গুণ গায় ঠাকুর' নারদ।
তোমার সে যত কিছু চৈতন্যসম্পদ॥

'কালিন্দীভেদনকারী' তোমার সে নাম।
তোমা' সেবি জনক পাইল দিব্যজ্ঞান॥
সর্ব্ব-ধর্ম্ম-ময় তুমি পুরুষ পুরাণ।
বেদে সে বলয়ে তোমা আদি-দেব-নাম॥
তুমি সে জগৎ পিতা মহাযোগেশ্বর।
তুমি সে লক্ষ্মণচন্দ্র মহাধনুর্দ্ধর॥
তুমি সে পাষণ্ড-ক্ষয় রসিক-আচার্য্য।
তুমি সে জানহ চৈতন্যের সর্ব্বকার্য্য॥
তোমারে সেবিয়া পূজ্যা হৈলা মহামায়া।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড চাহে তোমা' পদ-ছায়া॥
তুমি চৈতন্যের ভক্ত, তুমি মহাভক্তি।
যত কিছু চৈতন্যের—তুমি সর্ব্বশক্তি॥
তুমি সঙ্গী, তুমি সখা, তুমি সে শয়ন।
তুমি চৈতন্যের ছত্র, তুমি প্রাণ ধন॥
তোমা' বই কৃষ্ণের দ্বিতীয় নাহি আর।
তুমি গৌরচন্দ্রের সকল অবতার॥
তুমি সে করহ প্রভু! পতিতের ত্রাণ।
তুমি সে সংহার' সর্ব্ব-পাষণ্ডীর প্রাণ॥
তুমি সে করহ সর্ব্ব বৈষ্ণবের রক্ষা।
তুমি সে বৈষ্ণবধর্ম্ম করাহ যে শিক্ষা॥
তোমার কৃপায় সৃষ্টি করে অজ-দেবে।
তোমারে সে রেবতী বারুণী সদা সেবে॥
তোমার সে ক্রোধে মহারুদ্র-অবতার।
সেই দ্বারে কর' সর্ব্ব-সৃষ্টির-সংহার॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—
"সঙ্কর্ষণাত্মকো রুদ্রো নিষ্কাম্যেতি জগত্রয়ম্॥" ইতি॥

সকল করিয়া তুমি কিছু নাহি কর'।
অনন্তব্রাহ্মাণ্ড নাথ! তুমি বক্ষে ধর॥
পরম-কোমল সুখ-বিগ্রহ তোমার।
যে বিগ্রহে করে কৃষ্ণ যশের বিহার॥
সে-হেন শ্রীঅঙ্গে মুঞি করিনু প্রহার।
মোরে ধিক্ দারুন পাতকী নাহি আর॥
পার্ব্বতী-প্রভৃতি নবার্ব্বুদ নারী লৈয়া।
যে অঙ্গ পূজয়ে শিব—জীবন করিয়া॥
যে অঙ্গ পূজনে সর্ব্ব-বন্ধ-বিমোচন।
হেন অঙ্গে রক্ত পড়ে আমার কারণ॥
চিত্রকেতু-মহারাজ যে অঙ্গ সেবিয়া।
সুখে বিহরয়ে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য হৈয়া॥
হেন অঙ্গ মুই পাপী করিনু' লঙ্ঘন।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড করে যে অঙ্গ স্মরণ॥
যে অঙ্গ সেবিয়া শৌনকাদি ঋষিগণ।
পাইল নৈমিষারণ্যে বন্ধ-বিমোচন॥
যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া ইন্দ্রজিৎ গেল ক্ষয়।
যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া দ্বিরদের নাশ হয়॥
যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া জরাসন্ধ নাশ গেল।
আর মোর কুশল নাহি সে অঙ্গ লঙ্ঘিল॥
লঙ্ঘনের কি দায় যাঁহার অপমানে।
কৃষ্ণের শ্যালক 'রুক্মী' ত্যজিল জীবনে॥
দীর্ঘ-আয়ু ব্রহ্মাসম পাইয়াও মৃত।
তোমা দেখি না উঠিল, হৈল ভস্মীভূত॥
যাঁর অপমান করি রাজা দুর্য্যোধন।
সবংশেতে প্রাণ গেল নহিল রক্ষণ॥
দৈবযোগে ছিলা তথা মহাভক্তগণ।
তাঁরা সব জানিলেন তোমার কারণ॥
কুন্তী, ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, বিদুর, অর্জ্জুন।
তাঁ' সবার বাক্যে পুর পাইলেন পুন॥
যাঁর অপমান-মাত্র জীবনের নাশ।
মুই দারুণের কোন্ লোকে হবে বাস॥"

বলিতে বলিতে প্রেমে ভাসয়ে মাধাই।
বক্ষে দিয়া শ্রীচরণ পড়িলা তথাই ॥
"যে চরণ ধরিলে না যাই কভু নাশ।
পতিতের ত্রাণ লাগি যাঁহার প্রকাশ ॥
শরণাগতেরে বাপ! কর' পরিত্রাণ।
মাধাইর তুমি সে জীবন ধন প্রাণ ॥
জয় জয় জয় পদ্মাবতীর নন্দন।
জয় নিত্যানন্দ—সর্ব্ববৈষ্ণবের ধন ॥
জয় জয় অক্রোধ পরমানন্দ রায়।
শরণাগতের দোষ ক্ষমিতে যুয়ায় ॥
দারুণ চণ্ডাল মুই কৃতঘ্ন-গো-খর।
সব-অপরাধ প্রভু! মোর ক্ষমা কর' ॥"
মাধাইর কাকু প্রেম শুনিয়া স্তবন।
হাসি নিত্যানন্দ-রায় বলিলা বচন ॥
"উঠ উঠ মাধাই! আমার তুমি দাস।
তোমার শরীরে হৈল আমার প্রকাশ ॥
শিশু-পুত্রে মারিলে কি বাপে দুঃখ পায়?
এইমত তোমার প্রহার মোর গা'য় ॥
তুমি সে করিলে স্তুতি, ইহা যেই শুনে।
সেহ ভক্ত হইবেক আমার চরণে ॥
আমার প্রভুর তুমি অনুগ্রহপাত্র।
আমাতে তোমার দোষ নাহি তিল-মাত্র ॥
যে জন চৈতন্য ভজে, সেই মোর প্রাণ।
যুগে যুগে আমি তার করি পরিত্রাণ ॥
না ভজি চৈতন্য যবে মোরে ভজে গায়।
মোর দুঃখে জন্মে জন্মে সেহো দুঃখ পায় ॥"
এত বলি তুষ্ট হৈয়া কৈলা আলিঙ্গন।
সর্ব্ব দুঃখ মাধাইর হৈলা বিমোচন ॥
পুনঃ বলে মাধাই ধরিয়া শ্রীচরণ।
"আর এক প্রভু! মোর আছে নিবেদন ॥

সর্ব্ব-জীব-হৃদয়ে বসহ প্রভু! তুমি।
সেই সব জীব হিংসা করিয়াছি আমি ॥
কারে বা করিনু হিংসা, তারে নাহি চিনি।
চিনিলে বা অপরাধ মাগিয়ে আপনি ॥

যা' সবার স্থানে করিলাম অপরাধ।
কোন্‌রূপে তারা মোরে করিব প্রসাদ ॥

যদি মোরে প্রভু! তুমি হইলা সদয়।
ইথে উপদেশ মোরে কর' মহাশয় ॥"

প্রভু বলে "শুন কহি তোমার উপায়।
গঙ্গাঘাট তুমি সজ্জ করহ সদায় ॥

সুখে লোক যখন করিবে গঙ্গাস্নান।
তখন তোমারে সবে করিবে কল্যাণ ॥

অপরাধ-ভঞ্জনী গঙ্গার সেবা কার্য্য।
ইহাতে অধিক বা তোমার কোন্ ভাগ্য ॥

কাকু করি সভারে করিহ নমস্কার।
তবে সব অপরাধ ক্ষমিবে তোমার ॥"

উপদেশ পাইয়া মাধাই ততক্ষণে।
চলিলা প্রভুরে করি বহু প্রদক্ষিণে ॥

'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিতে নয়নে বহে জল।
গঙ্গাঘাট সজ্জ করে, দেখয়ে সকল ॥

লোকে দেখি করে বড় অপূর্ব্ব গেয়ান।
সবারে মাধাই করে দণ্ডপরণাম ॥

"জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যত কৈনু অপরাধ।
সকল ক্ষমিয়া মোরে করহ প্রসাদ ॥"

মাধাইর ক্রন্দনে কান্দয়ে সর্ব্ব-জন।
আনন্দে 'গোবিন্দ' সবে করেন, স্মরণ ॥

শুনিল সকল লোকে "নিমাই-পণ্ডিত।
জগাই-মাধাইর কৈল উত্তম চরিত ॥"

শুনিয়া সকল লোক হইলা বিস্মিত।
সবে বলে "নর নহে নিমাই-পণ্ডিত ॥
না বুঝি নিন্দয়ে যত সকল দুর্জ্জন।
নিমাই পণ্ডিত সত্য করেন কীর্ত্তন ॥
নিমাই-পণ্ডিত সত্য শ্রীকৃষ্ণের দাস।
নষ্ট হৈবে—যে তাঁরে করিবে পরিহাস ॥
এ দুয়ের বুদ্ধি ভাল যে করিতে পারে।
সেই বা ঈশ্বর, কি ঈশ্বর-শক্তি ধরে ॥
প্রাকৃত মনুষ্য নহে নিমাই পণ্ডিত।
এবে সে মহিমা তান হইল বিদিত ॥"
এইমত নদীয়ার লোকে কহে কথা।
আর লোক না মিশায়—নিন্দা হয় যথা ॥
পরম-কঠোর তপ করয়ে মাধাই।
'ব্রহ্মচারী' হেন খ্যাতি হইল তথাই ॥
নিরবধি গঙ্গা দেখি থাকে গঙ্গাঘাটে।
স্বহস্তে কোদালি লই আপনই খাটে ॥
অদ্যাপিহ চিহ্ন আছে চৈতন্য-কৃপায়।
'মাধাইর ঘাট' বলি সর্ব্বলোকে গায় ॥
এইমত সৎকীর্ত্তি হৈল দোঁহাকার।
চৈতন্যপ্রসাদে দুই-দস্যুর উদ্ধার ॥
মধ্যখণ্ড কথা যেন অমৃতের খণ্ড।
যাহাতে উদ্ধার দুই পরম-পাষণ্ড ॥
মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র সবার কারণ।
ইহা শুনি যার দুঃখ, খল সেই জন ॥
চারিবেদ-গুপ্ত-ধন চৈতন্যের কথা।
মন দিয়া শুন যে করিল যথা যথা ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-স্তোত্র নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥

নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত, মহাপ্রভুর-সন্ন্যাস গ্রহণেরযুক্তি

একাদশ অধ্যায়

C.B.M.
14/12

একদিন মহাপ্রভু আছেন বসিয়া।
চতুর্দ্দিকে সকল পার্ষদগণ লৈয়া॥
এক বাক্য অদ্ভূত বলিলা আচম্বিত।
কেহো না বুঝিল অর্থ, সবে চমকিত॥
নিত্যানন্দ বুঝিলেন প্রভুর অন্তর।
জানিলেন—'প্রভু শীঘ্র ছাড়িবেন ঘর॥'
বিষাদে হইলা মগ্ন নিত্যানন্দ-রায়।
হইব সন্ন্যাসী-রূপ প্রভু সর্ব্বথায়॥
এ সুন্দর কেশের হইব অন্তর্দ্ধান।
দুঃখে নিত্যানন্দের বিকল হৈল প্রাণ॥
ক্ষণেকে ঠাকুর নিত্যানন্দ-হাতে ধরি।
নিভৃতে বসিলা গিয়া গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
প্রভু বলে "শুন নিত্যানন্দ মহাশয়।
তোমারে কহি যে নিজ হৃদয়-নিশ্চয়॥
ভাল সে আইলাম আমি জগত তারিতে।
তরণ নহিল আইলাম সংহারিতে॥
আমারে দেখিয়া কোথা পাইব বন্ধ-নাশ।
একগুণ বন্ধ আরো হৈল কোটি-পাশ॥
আমারে মারিতে যবে করিলেক মনে।
তখনেই পড়ি গেল অশেষ বন্ধনে॥
ভাল লোক তারিতে করিনু অবতার।
আপনে করিনু সর্ব্বজীবের সংহার॥
দেখ কালি শিখা সূত্র সব মুণ্ডাইয়া।
ভিক্ষা করি বেড়াইমু সন্ন্যাস করিয়া॥
যে যে জনে চাহিয়াছে মোরে মারিবারে।
ভিক্ষুক হইমু কালি তাহার দুয়ারে॥
তবে মোরে দেখি সে-ই ধরিব চরণ।
এইমতে উদ্ধারিব সকল ভুবন॥
সন্ন্যাসীরে সর্ব্বলোকে করে নমস্কার।
সন্ন্যাসীরে কেহ আর না করে প্রহার॥
সন্ন্যাসী হইয়া কালি প্রতি-ঘরে-ঘরে।
ভিক্ষা করি বুলি দেখ আমারে কে মারে॥
তোমারে কহিনু এই আপন হৃদয়।
গারিহস্ত বাস আমি ছাড়িব নিশ্চয়॥
ইথে তুমি কিছু দুঃখ না ভাবিহ মনে।
বিধি দেহ' তুমি মোরে-সন্ন্যাস-করণে॥
যে-রূপ করাহ তুমি, সেই হই আমি।
এতেকে বিধান দেহ' অবতার জানি॥
জগত উদ্ধার যদি চাহ করিবারে।
ইহাতে নিষেধ নাহি করিবে আমারে॥
ইথে মনে দুঃখ না ভাবিহ কোন-ক্ষণ।
তুমিত জান অবতারের কারণ॥

C.B.M.
18/8

আর শুন নিত্যানন্দ শ্রীপাদ গোসাঞি!
এ কথা কহিবা সবে পঞ্চজনা ঠাঞি॥
এই সংক্রমণ-উত্তরায়ণ দিবসে।
নিশ্চয় চলিব আমি করিতে সন্ন্যাসে॥
'ইন্দ্রাণি' নিকটে কাটোয়া-নামে গ্রাম।
তথা আছে কেশবভারতী শুদ্ধ নাম॥

তাঁর স্থানে আমার সন্ন্যাস সুনিশ্চিত।
এই পাঁচ-জনা মাত্র করিবা বিদিত ॥
আমার জননী, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ।
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য, অপর-মুকুন্দ ॥”
শুনি নিত্যানন্দ শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান।
অন্তরে বিদীর্ণ হৈল মন দেহ প্রাণ ॥
কোন্ বিধি দিব কিছু না আইসে বদনে।
অবশ্য করিব প্রভু জানিলেন মনে ॥
নিত্যানন্দ বলে “প্রভু! তুমি ইচ্ছাময়।
যে তোমার ইচ্ছা প্রভু! সেই সে নিশ্চয় ॥
বিধি বা নিষেধ কে, তোমারে দিতে পারে।
সেই সত্য, যে তোমার আছয়ে অন্তরে ॥
সর্ব্বলোকপাল তুমি সর্ব্বলোকনাথ।
ভাল হয় যেমতে সে বিদিত তোমা'ত ॥
যেরূপে করিবে তুমি জগত-উদ্ধার।
তুমি সে জানহ তাহা কে জানিয়ে আর ॥
স্বতন্ত্র পরমানন্দ তোমার চরিত।
তুমি যে করিব সে-ই হইব নিশ্চিত ॥
তথাপিহ কহ সর্ব্ব-সেবকের স্থানে।
কে বা কি বলেন তাহা শুনহ আপনে ॥
তবে যে তোমার ইচ্ছা করিব তাহারে।
কে তোমার ইচ্ছা প্রভু! বিরোধিতে পারে ॥”
নিত্যানন্দ-বাক্যে প্রভু সন্তোষ হইলা।
পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিতে লাগিলা ॥
এইমত নিত্যানন্দ-সঙ্গে যুক্তি করি।
চলিলেন বৈষ্ণব-সমাজে গৌর-হরি ॥
গৃহ ছাড়িবেন প্রভু জানি নিত্যানন্দ।
বাক্য নাহি স্ফুরে, দেহ হইল নিস্পন্দ ॥
স্থির হই নিত্যানন্দ মনে মনে গণে'।
“প্রভু গেলে আই প্রাণ ধরিব কেমনে ॥
কেমতে বঞ্চিব আই কাল—দিন-রাতি।”
এতেক চিন্তিতে মূর্চ্ছা পায় মহামতি ॥
ভাবিয়া আইর দুঃখ নিত্যানন্দরায়।
নিভৃতে বসিয়া প্রভু কান্দয়ে সদায় ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত, মহাপ্রভুর-সন্ন্যাস গ্রহণের যুক্তি নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ।

মধ্যখণ্ড সমাপ্ত

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দাদ্বৈতচন্দ্রায়নমঃ

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত

অন্ত্যখণ্ড

প্রথম অধ্যায়

মহাপ্রভুর ভক্তগণমিলন

মঙ্গলাচরণ

অবতীর্ণৌ স্বকারুণ্যৌ পরিচ্ছিন্নৌ সদীশ্বরৌ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ দ্বৌ ভ্রাতরৌ ভজে ॥

নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথসুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য লক্ষ্মীকান্ত।
জয় জয় নিত্যানন্দ-বল্লভ-একান্ত ॥
জয় জয় বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর ন্যাসিরাজ।
জয় জয় জয় শ্রীভকতসমাজ ॥
জয় জয় পতিতপাবন গৌরচন্দ্র।
দান দেহ’ হৃদয়ে তোমার পদ-দ্বন্দ ॥
শেষখণ্ড-কথা ভাই ! শুন এক-চিত্তে।
নিত্যানন্দ, ভক্তগণ মিলিলা যেমতে ॥
তবে প্রভু সর্ব্বভক্তগণ করি সঙ্গে।
নীলাচল-প্রতি শুভ করিলেন রঙ্গে ॥
প্রভু বলে “শুন নিত্যানন্দ মহামতি !
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ-প্রতি ॥

শ্রীবাসাদি যত আছে ভাগবতগণ।
সবার করহ গিয়া দুঃখ-বিমোচন ॥
এই কথা তুমি গিয়া কহিও সবারে।
আমি যাই নীলাচলচন্দ্র দেখিবারে ॥
সবার অপেক্ষা আমি করি শান্তিপুরে।
রহিবাঙ শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্যের ঘরে ॥
তাঁ 'সবা' লইয়া তুমি আসিবা সত্বরে।
আমি যাই হরিদাসের ফুলিয়া-নগরে ॥"
প্রভুর আজ্ঞায় মহামল্ল নিত্যানন্দ।
নবদ্বীপে চলিলেন হইয়া আনন্দ ॥
প্রেম-রসে মহামত্ত নিত্যানন্দ-রায়।
হুঙ্কার গর্জ্জন প্রভু করয়ে সদায় ॥
মত্ত-সিংহ-প্রায় প্রভু আনন্দে বিহ্বল।
বিধি-নিষেধের পার বিহারসকল ॥
ক্ষণেকে কদম্ববৃক্ষে করি আরোহণ।
বাজায় মোহন বেণু ত্রিভঙ্গ-মোহন ॥
ক্ষণেকে দেখিয়া গোষ্ঠে গড়াগড়ি যায়।
বৎস-প্রায় হইয়া গাভীর দুগ্ধ খায় ॥
আপনা-আপনি সর্ব্ব-পথে নৃত্য করে।
বাহ্য নাহি জানে ডুবে আনন্দ-সাগরে ॥
কখন বা পথে বসি করয়ে রোদন।
হৃদয় বিদরে তাহা করিতে শ্রবণ ॥
কখন হাসেন অতি মহা অট্টহাস।
কখন বা শিরে বস্ত্র বান্ধি দিগবাস ॥
কখন বা স্বানুভাবে অনন্ত-আবেশে।
সর্প-প্রায় হইয়া গঙ্গার স্রোতে ভাসে ॥
অনন্তের ভাবে প্রভু গঙ্গার ভিতরে।
ভাসিয়া যায়েন অতি দেখি মনোহরে ॥
অচিন্ত্য অগম্য নিত্যানন্দের মহিমা।
ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় কারুণ্যের সীমা ॥
এইমত গঙ্গা-মধ্যে ভাসিয়া ভাসিয়া।
নবদ্বীপে প্রভুঘাটে মিলিলা আসিয়া ॥
আপনা' সম্বরি নিত্যানন্দ-মহাশয়।
প্রথমে উঠিলা আসি প্রভুর আলয় ॥
আসি দেখে আইর দ্বাদশ-উপবাস।
সবে কৃষ্ণ-শক্তি-বলে দেহে আছে শ্বাস ॥
যশোদার ভাবে আই পরম বিহ্বল।
নিরবধি নয়নে বহয়ে প্রেম-জল ॥
যারে দেখে আই তাহারেই বার্ত্তা লয়।
"মথুরার লোক কি তোমরা সব হয়?
কহ কহ রাম-কৃষ্ণ আছেন কেমনে?"
বলিয়া মূর্চ্ছিত হই পড়য়ে তখনে ॥"
ক্ষণে বলে আই "ওই শুনি শিঙ্গা বাজে।"
অক্রূর আইল কিবা পুনঃ গোষ্ঠ-মাঝে?"
এইমত আই কৃষ্ণ-বিরহ-সাগরে।
ডুবিয়া আছেন বাহ্য নাহি কলেবরে ॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু হেনই সময়।
আইর চরণে আসি দণ্ডবত হয় ॥
নিত্যানন্দ দেখি সব ভাগবতগণ।
উচ্চঃস্বরে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥
"বাপ! বাপ!" বলি আই হইলা মূর্চ্ছিত।
না জানিয়ে কেবা বা পড়য়ে কোন্ ভিত ॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু সবা' করি কোলে।
সিঞ্চিলেন সবার শরীর প্রেমজলে ॥
শুভ-বাণী নিত্যানন্দ কহেন সবারে।
"সত্বরে চলহ সবে প্রভু দেখিবারে ॥
শান্তিপুর গেলা প্রভু আচার্য্যের ঘরে।
আমি আইলাম, তোমা' সবারে নিবারে ॥"
চৈতন্য-বিরহে জীর্ণ সর্ব্বভক্তগণ।
পূর্ণ হৈলা-শুনি নিত্যানন্দের বচন ॥

সবেই হইলা অতি আনন্দে বিহ্বল।
উঠিল পরমানন্দ কৃষ্ণ-কোলাহল॥
যে দিবসে গেলা প্রভু করিতে সন্ন্যাস।
সে দিবস অবধি আইর উপবাস॥
দ্বাদশ-উপাস তান—নাহিক ভোজন।
চৈতন্য-প্রভাবে সবে আছয়ে জীবন॥
দেখি নিত্যানন্দ বড় দুঃখিত-অন্তর।
আইরে প্রবোধি বলে মধুর উত্তর॥
"কৃষ্ণের রহস্য কোন্ না জান' বা তুমি।
তোমারে বা কিবা কহিবারে জানি আমি॥
তিলার্দ্ধেকো চিত্তে নাহি করিহ বিষাদ।
বেদে ও কি পাইবেন তোমার প্রসাদ॥
বেদে যারে নিরবধি করে অন্বেষণ।
সে প্রভু তোমার পুত্র—সবার জীবন॥
হেন প্রভু বক্ষে হাত দিয়া আপনার।
আপনে সকল ভার হইল তোমার॥
'ব্যবহার পরমার্থ যতেক তোমার।
মোর দায়' প্রভু বলিয়াছে বার বার॥
ভাল হয় যেমতে, প্রভু সে সব জানে।
সুখে থাক তুমি দেহ সমর্পিয়া তানে॥
শীঘ্র গিয়া কর' মাতা! কৃষ্ণের রন্ধন।
আনন্দিত হউক সকল ভক্তগণ॥
তোমার হস্তের অন্নে সবাকার আশ।
তোমার উপাসে হয় কৃষ্ণ-উপবাস॥
তুমি যে নৈবেদ্য কর' করিয়া রন্ধন।
মোহার একান্ত তাহা খাইবারে মন॥"
তবে আই শুনি নিত্যানন্দের বচন।
পাসরি বিরহ গেলা করিতে রন্ধন॥
কৃষ্ণের নৈবেদ্য করি আই পুণ্যবতী।
অগ্রে দিয়া নিত্যানন্দস্বরূপের প্রতি॥
তবে আই সর্ব্ব-বৈষ্ণবেরে আগে দিয়া।
করিলেন ভোজন সবারে সন্তোষিয়া॥
পরম-আনন্দ হইলেন ভক্তগণ।
দ্বাদশ-উপাসে আই করিলা ভোজন॥
তবে সর্ব্বভক্তগণ নিত্যানন্দ-সঙ্গে।
প্রভু দেখিবারে সজ্জ হইলেন রঙ্গে॥
এ সব আখ্যান যত নবদ্বীপবাসী।
শুনিলেন "গৌরচন্দ্র হইলা সন্ন্যাসী॥"
শুনিয়া অদ্ভুত নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'।
সর্ব্বলোক হরিবলি বলে 'ধন্য ধন্য'॥
পূর্ব্বে যে পাষণ্ডী সব করিল নিন্দন।
তারাও সপরিকরে করিল গমন॥
গূঢ় রূপে নবদ্বীপে লইলেন জন্ম।
"না জানিয়া নিন্দা করিলাম তান ধর্ম্ম॥
এবে লই গিয়া তান চরণে শরণ।
তবে সব অপরাধ হইবে খণ্ডন॥"
এইমত বলি লোক মহানন্দে ধায়।
হেন নাহি জানি লোক কত পথে যায়॥
আইল সকল লোক 'ফুলিয়া' নগরে।
ব্রহ্মাণ্ড স্পর্শিয়া 'হরি' বলে উচ্চঃস্বরে॥
শুনিয়া অপূর্ব্ব অতি উচ্চ হরিধ্বনি।
বাহির হৈলা সর্ব্ব সন্ন্যাসী-শিরোমণি॥
সর্ব্বদা শ্রীমুখে 'হরে কৃষ্ণ হরে হরে'।
বলিতে আনন্দ ধারা নিরবধি ঝরে॥
সর্ব্বলোক 'ত্রাহি ত্রাহি' বলে হাত তুলি।
এইমত করে গৌরচন্দ্র কতুহলী॥
দেখি গৌরচন্দ্রের শ্রীমুখ মনোহর।
সর্ব্বলোক পূর্ণ হৈল বাহির অন্তর॥
হেনই সময়ে শ্রীঅনন্ত নিত্যানন্দ।
আইলা নদীয়া হৈতে সঙ্গে ভক্ত-বৃন্দ॥

শ্রীবাসাদি-ভক্তগণ দেখিয়া ঠাকুর।
লাগিলেন হরিধ্বনি করিতে প্রচুর॥
দণ্ডবত হইয়া সকল ভক্তগণ।
ক্রন্দন করেন সবে ধরি শ্রীচরণ॥
সবারে করিলা প্রভু আলিঙ্গন-দান।
সবেই প্রভুর নিজ-প্রাণের সমান॥
আর্ত্তনাদ ক্রন্দন করেন ভক্তগণ।
শুনিয়া পবিত্র হয় সকল ভুবন॥
সত্বরে গাইতে লাগিলেন ভক্তগণ।
'বোল বোল' বলি প্রভু গর্জ্জে ঘনে-ঘন॥
কি কহিব সে বা প্রেম-রসের মাধুরী।
আনন্দে তুলিয়া বাহু বলে 'হরি হরি'॥
রসময় নৃত্য অতি-অদ্ভুত-কথন।
দেখিয়া পরমানন্দে ডুবে ভক্তগণ॥
হারাইয়াছিলা প্রভু, সর্ব্বভক্তগণ।
হেন প্রভু পুনরায় দিলা দরশন॥
আনন্দে নাহিক বাহ্য কাহারো শরীরে।
প্রভু বেড়ি সবেই উল্লাসে নৃত্য করে॥
কে বা কার গা'য়ে পড়ে, কে বা কারে ধরে।
কে বা কার চরণ ধরিয়া বক্ষে করে॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু পরম-উদ্দাম।
চৈতন্য বেড়িয়া নাচে মহাজ্যোতির্ধাম॥
আনন্দে অদ্বৈত নাচে-করয়ে হুঙ্কার।
সবেই চরণ ধরে যে পায় যাহার॥
যে সুকৃতি জন শুনে এসব আখ্যান।
তাহারে মিলয়ে গৌরচন্দ্র-ভগবান॥
পুনঃ প্রভু-সঙ্গে ভক্তগণ-দরশন।
পুনরায় ঐশ্বর্য্য-আবেশে সংকীর্ত্তন॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের সহিত প্রভুর মিলন।
ইহা যে শুনয়ে তারে মিলে প্রেমধন॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে মহাপ্রভুর ভক্তগণ-মিলন নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ

মহাপ্রভুর-দণ্ড-ভঙ্গ

দ্বিতীয় অধ্যায়

এইমতে মহাপ্রভু চলিয়া আসিতে ।
কত-দিনে উত্তরিলা সুবর্ণরেখাতে ॥
সুবর্ণরেখার জল পরম-নির্ম্মল ।
স্নান করিলেন প্রভু বৈষ্ণব-সকল ॥
স্নান করি স্বর্ণরেখা-নদী ধন্য করি ।
চলিলেন শ্রীগৌরসুন্দর নরহরি ॥
রহিলা অনেক পাছে নিত্যানন্দ চন্দ্র ।
সংহতি তাঁহার সবে শ্রীজগদানন্দ ॥
কত-দূরে গৌরচন্দ্র বসিলেন গিয়া ।
নিত্যানন্দস্বরূপের অপেক্ষা করিয়া ॥
চৈতন্য-আবেশে মত্ত নিত্যানন্দ-রায় ।
বিহ্বলের প্রায় ব্যবসায় সর্ব্বথায় ॥
কখন হুঙ্কার করে, কখন রোদন ।
ক্ষণে মহা অট্ট হাস, ক্ষণে বা গর্জ্জন ॥
ক্ষণে বা নদীর মাঝে এড়েন সাঁতার ।
ক্ষণে সর্ব্ব-অঙ্গে ধূলা মাখয়ে অপার ॥
ক্ষণে বা যে আছাড় খায়েন প্রেম-রসে ।
চূর্ণ হয় অঙ্গ হেন সর্ব্ব লোক বাসে' ॥
আপনা' আপনি নৃত্য করে কোনক্ষণে ।
টল-মল করয়ে পৃথিবী সেইক্ষণে ॥
এ সকল কথা তানে কিছু চিত্র নয় ।
অবতীর্ণ আপনে অনন্ত মহাশয় ॥
নিত্যানন্দ-কৃপায় এ সব শক্তি হয় ।
নিরবধি গৌরচন্দ্র যাঁহার হৃদয় ॥
নিত্যানন্দস্বরূপে থুইয়া এক-স্থানে ।
চলিলা জগদানন্দ ভিক্ষা-অন্বেষণে ॥
ঠাকুরের দণ্ড শ্রীজগদানন্দ বহে ।
দণ্ড থুই নিত্যানন্দস্বরূপেরে কহে ॥
"ঠাকুরের দণ্ডে মন দিহ সাবধানে ॥
ভিক্ষা করি আমিহ আসিব এইক্ষণে ॥"
আথে-ব্যথে নিত্যানন্দ দণ্ডধরি করে ।
বসিলেন সেই স্থানে বিহ্বল অন্তরে ॥
দণ্ড হাতে করি হাসে' নিত্যানন্দ-রায় ।
দণ্ডের সহিত কথা কহেন লীলায় ॥
"ওহে দণ্ড ! আমি যারে বহিয়ে হৃদয়ে ।
সে তোমারে বহিবেক এ-ত যুক্তি নহে ॥"
এত বলি বলরাম পরম প্রচণ্ড ।
ফেলিলেন দণ্ড ভাঙ্গি করি তিন খণ্ড ॥
ঈশ্বরের ইচ্ছা, মাত্র ঈশ্বর সে জানে ।
কেনে ভাঙ্গিলেন দণ্ড, জানিব কেমনে ॥
নিত্যানন্দ জ্ঞাতা গৌরচন্দ্রের অন্তর ।
নিত্যানন্দেরও জানে শ্রীগৌরসুন্দর ॥
আগে যেন দুই ভাই শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ।
দোঁহার অন্তর দোঁহে জানে অনুক্ষণ ॥
এক বস্তু দুই ভাগ, ভক্তি বুঝাইতে ।
গৌরচন্দ্র জানি সবে নিত্যানন্দ হৈতে ॥
বলরাম বিনে অন্য চৈতন্যের দণ্ড ।
ভাঙ্গিবারে পারে হেন কে আছে প্রচণ্ড ?

সকল বুঝায় ছলে শ্রীগৌরসুন্দরে।
যে জানয়ে মর্ম্ম, সেই জন সুখে তরে' ॥
দণ্ড ভাঙ্গি নিত্যানন্দ আছেন বসিয়া।
ক্ষণেকে জগদানন্দ, মিলিলা আসিয়া ॥
ভগ্ন-দণ্ড দেখি মহা হইলা বিস্মিত।
অন্তরে জগদানন্দ হইলা চিন্তিত ॥
বার্ত্তা জিজ্ঞাসেন "দণ্ড ভাঙ্গিলেক কে?"
নিত্যানন্দ বলে "দণ্ড ধরিলেক যে ॥
আপনার দণ্ড প্রভু ভাঙ্গিলা আপনে।
তাঁর দণ্ড ভাঙ্গিতে কি পারে অন্য জনে ॥"
শুনি বিপ্র আর না করিলা প্রত্যুত্তর।
ভাঙ্গা দণ্ড লই মাত্র চলিলা সত্বর ॥
বসিয়া আছেন যথা শ্রীগৌরসুন্দর।
ভাঙ্গা দণ্ড ফেলি দিল প্রভুর গোচর ॥
প্রভু বলে "কহ দণ্ড ভাঙ্গিলে কেমনে।
পথে না কি কন্দল করিলা কারো সনে?"
কহিলা জগদানন্দ-পণ্ডিত সকল।
"ভাঙ্গিলেন দণ্ড নিত্যানন্দ সুবিহ্বল ॥"
নিত্যানন্দ প্রতি প্রভু জিজ্ঞাসে' আপনি।
"কি লাগি ভাঙ্গিলা দণ্ড কহ দেখি শুনি ॥"
নিত্যানন্দ বলে ভাঙ্গিয়াছি বাঁশ-খান।
না পার ক্ষমিতে, কর যে শাস্তি প্রমাণ ॥
প্রভু বলে "যাহে সর্ব্ব-দেব-অধিষ্ঠান।
সে তোমার মতে কি হইল বাঁশ-খান?"
কে বুঝিতে পারে, গৌরসুন্দরের লীলা।
মনে করে এক, মুখ পাতে' আর খেলা ॥
এতেকে যে বলে বুঝি কৃষ্ণের হৃদয়'।
সে-ই সে অবুধ ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥
মারিবেন হেন যারে আছয়ে অন্তরে।
তাহারেও দেখি যেন মহা প্রীতি করে ॥
প্রাণ-সম অধিক বা যে সকল জন।
তাহারেও দেখি যেন নিরপেক্ষ-মন ॥
এইমত অচিন্ত্য অগম্য লীলা মাত্র।
তান অনুগ্রহে বুঝে তান কৃপাপাত্র ॥
দণ্ড ভাঙ্গিলেন আপনেই ইচ্ছা করি।
শেষে ক্রোধ ব্যঞ্জিতে লাগিলা গৌরহরি ॥
প্রভু বলে "সবে দণ্ড মাত্র ছিল সঙ্গ।
তাহা আজি কৃষ্ণের ইচ্ছাতে হৈল ভঙ্গ ॥
এতেকে আমার সঙ্গে কারো সঙ্গ নাই।
তোমরা বা আগে চল, কিবা আমি যাই ॥"
মুকুন্দ বলেন তবে "তুমি চল আগে।
আমরা-সবার কিছু কৃত্য আছে পাছে ॥"
"ভাল!" বলি চলিলেন শ্রীগৌরসুন্দর।
মত্ত-সিংহ-প্রায় গতি লখিতে দুষ্কর ॥
মুহূর্ত্তেকে গেলা প্রভু জলেশ্বর-গ্রামে।
বরাবর গেলা জলেশ্বর-দেব-স্থানে ॥ 237
দেখি শিবদাস সব হইলা বিস্মিত।
সবেই বলেন "শিব হইলা বিদিত ॥" 245
আনন্দে অধিক সবে করে গীতবাদ্য।
প্রভুও নাচেন তিলার্দ্ধেক নাহি বাহ্য ॥
কতক্ষণে ভক্তগণ আসিয়া মিলিলা।
আসিয়াই মুকুন্দাদি গাইতে লাগিলা ॥
প্রিয়গণ দেখি প্রভু অধিক আনন্দে।
নাচিতে লাগিলা, বেড়ি গায় ভক্ত-বৃন্দে ॥
সে বিকার কহিতে বা শক্তি আছে কার।
নয়নে বহয়ে সুরধুনী-শত-ধার ॥
এবে সে শিবের-পুর হইল সফল।
যাহে নৃত্য করে বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর ॥
কতক্ষণে প্রভু পরানন্দ প্রকাশিয়া।
স্থির হই রহিলেন প্রিয়গোষ্ঠী লৈয়া ॥

সবা' প্রতি করিলেন প্রেম-আলিঙ্গন।
সবেই নির্ভয় হৈলা পরানন্দ-মন ॥
নিত্যানন্দ দেখি প্রভু লইলেন কোলে।
বলিতে লাগিলা তাঁরে কিছু কুতূহলে ॥
"কোথা তুমি আমারে করিবে সম্বরণ।
যেমতে আমার হয় সন্ন্যাস-রক্ষণ ॥
আর আমা' পাগল করিতে তুমি চাও।
আর যদি কর' তবে মোর মাথা খাও ॥
যেন কর' তুমি আমা' তেন আমি হই।
সত্য সত্য এই আমি সবা' স্থানে কই ॥"
সবারে শিখায় গৌরচন্দ্র-ভগবান।
"নিত্যানন্দ প্রতি সবে হও সাবধান ॥
মোর দেহ হৈতে নিত্যানন্দদেহ বড়।
সত্য সত্য সবারে কহিনু এই দৃঢ় ॥
নিত্যানন্দ স্থানে যার হয় অপরাধ।
মোর দোষ নাহি তার প্রেমভক্তি বাধ ॥
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে ॥"
আত্মস্তুতি শুনি নিত্যানন্দ মহাশয়।
লজ্জায় রহিলা প্রভু মাথা না তোলয় ॥
পরম আনন্দ হৈলা সর্ব্বভক্তগণ।
হেন-লীলা করে প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥ 262
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে মহাপ্রভুর-দণ্ডভঙ্গ নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

নিত্যানন্দ-প্রভুর সপরিকরে সার্ব্বভৌম-মিলন ও জগন্নাথ-দর্শন

তৃতীয় অধ্যায়

চৈ.ভা. অন্ত্য
৪২০-৮০

"তোমরা ত আমার করিলা বন্ধু-কাজ।
দেখাইলা আনি জগন্নাথ মহারাজ॥
এবে আগে তোমরা চলহ দেখিবারে।
বা আমি যাইব আগে, তাহা বল মোরে॥"
মুকুন্দ বলেন তবে "তুমি আগে যাও।"
"ভাল!" বলি চলিলেন শ্রীগৌরাঙ্গরাও।
মত্ত-সিংহ গতি জিনি চলিলা সত্বর।
প্রবিষ্ট হইলা আসি পুরীর ভিতর॥
ঈশ্বর-ইচ্ছায় সার্ব্বভৌম সেইকালে।
জগন্নাথ দেখিতে আছেন কুতূহলে॥
হেনকালে গৌরচন্দ্র জগত-জীবন।
দেখিলেন জগন্নাথ সুভদ্রা সঙ্কর্ষণ॥
দেখি মাত্র প্রভু করে পরম হুঙ্কার।
ইচ্ছা হৈল জগন্নাথ কোলে করিবার॥ ২
ক্ষণেকে পড়িলা হই আনন্দে মূর্চ্ছিত।
কে বুঝয়ে ঈশ্বরের অগাধ চরিত্র॥
প্রভু সে হইয়াছেন অচেতনপ্রায়।
দেখিমাত্র জগন্নাথ—নিজ-প্রিয় কায়॥
আবরিয়া সার্ব্বভৌম আছেন আপনে।
প্রভুর আনন্দমূর্চ্ছা না হয় খণ্ডনে॥
শেষে সার্ব্বভৌম যুক্তি করিলেন মনে।
প্রভু লই যাইবারে আপন ভবনে॥
সার্ব্বভৌম বলে "ভাই! পড়িহারীগণ!
সবে তুলি লহ এই পুরুষরতন॥"
পাণ্ডু বিজয়ের যত নিজ ভৃত্যগণ।
সবে প্রভু কোলে করি করিলা গমন॥
চতুর্দ্দিকে হরিধ্বনি করিয়া করিয়া।
বহিয়া আনেন সবে হরিষ হইয়া॥
হেনই সময়ে সর্ব্ব ভক্ত সিংহদ্বারে।
আসিয়া মিলিলা সবে হরিষ-অন্তরে॥
পরম অদ্ভুত সবে দেখেন আসিয়া।
পিপীলিকাগণে যেন অন্ন যায় লৈয়া॥
এইমত প্রভুকে অনেক লোক ধরি।
লইয়া যায়েন সবে মহানন্দ করি॥
সিংহদ্বার নমস্করি সর্ব্বভক্তগণ।
হরিষে প্রভুর পাছে করিলা গমন॥
সর্ব্বলোকে ধরি সার্ব্বভৌমের মন্দিরে।
আনিলেন, কপাট পড়িল তবে দ্বারে॥
প্রভুর আসিয়া যে মিলিলা ভক্তগণ।
দেখি হৈলা সার্ব্বভৌম হরষিত-মন॥
যথাযোগ্য সম্ভাষা করিয়া সবা' স্থানে।
বসিলেন, সন্দেহ ভাঙ্গিল ততক্ষণে॥
বড় সুখী হৈলা সার্ব্বভৌম মহাশয়।
আর তাঁর কিবা ভাগ্যফলের উদয়॥

যার কীর্ত্তি মাত্র সর্ব্ব বেদে ব্যাখ্যা করে।
অনায়াসে সে ঈশ্বর আইলা মন্দিরে ॥
নিত্যানন্দ দেখি সার্ব্বভৌম মহাশয়।
লইলা চরণধূলি করিয়া বিনয় ॥
মনুষ্য দিলেন, সার্ব্বভৌম সবা' সনে।
চলিলেন সবে জগন্নাথ দরশনে ॥
যে মনুষ্য যায় দেখাইতে জগন্নাথ।
নিবেদন করে সে করিয়া জোড়হাত ॥
"স্থির হই জগন্নাথ সবেই দেখিবা।
পূর্ব্ব-গোসাঞির মত কেহো না করিবা ॥
কিরূপ তোমরা, কিছু না পারি বুঝিতে।
স্থির হই দেখ, তবে যাই দেখাইতে ॥
যেরূপ তোমার করিলেন একজনে।
জগন্নাথ দৈবে রহিলেন সিংহাসনে ॥
বিশেষ বা কি কহিব যে দেখিল তান।
সে আছাড়ে অন্যের কি দেহে রহে প্রাণ ॥
এতেকে তোমরা সব—অচিন্ত্যকথন।
সম্বরিয়া দেখিবা, করিনু নিবেদন ॥"
শুনি সবে হাসিতে লাগিলা ভক্তগণ।
"চিন্তা নাহি" বলি সবে করিলা গমন ॥
আসি দেখিলেন চতুর্ব্ব্যূহ জগন্নাথ।
প্রকট-পরমানন্দ ভক্তগণ-সাথ ॥
দেখি সবে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন।
দণ্ডবত প্রদক্ষিণ করেন স্তবন ॥
শ্রীচৈতন্যরসে নিত্যানন্দ মহাধীর।
পরম উদ্দাম—কোনস্থানে নহে স্থির ॥
জগন্নাথ দেখিয়া যায়েন ধরিবারে।
পড়িহারীগণে কেহ রাখিতে না পারে ॥
একেবারে উঠিয়া সুবর্ণসিংহাসনে।
বলরাম ধরিয়া করিলা আলিঙ্গনে ॥
উঠিতেই পড়িহারী ধরিলেক হাত।
ধরিতে পড়িল গিয়া হাত পাঁচ সাত ॥
নিত্যানন্দ প্রভু বলরামের গলার।
মালা লই পরিলেন গলে আপনার ॥
প্রভুর গলার মালা ব্রাহ্মণ আনিয়া।
দিলেন সবার গলে সন্তোষিত হৈয়া ॥
আজ্ঞা-মালা পাই সবে আনন্দিত মনে।
আইলা-সত্বরে সার্ব্বভৌমের ভবনে ॥
মালা পরি চলিলেন গজেন্দ্রগমনে।
পড়িহারী উঠিয়া চিন্তয়ে মনে মনে ॥
"এ অবধূতের কভু মানুষী শক্তি নয়।
বলরাম-স্পর্শে কি অন্যের দেহ রয় ॥
মত্তহস্তী ধরি মুঞি পারোঁ রাখিবারে।
মুঞি ধরিলেও কি মনুষ্য যাইতে পারে ॥
হেন মুঞি হস্ত দৃঢ় করিয়া ধরিনু।
তৃণ প্রায় হই গিয়া কোথায় পড়িনু ॥"
এইমত চিন্তি পরিহারী মহাশয়।
নিত্যানন্দ দেখিলেই করয়ে বিনয় ॥
নিত্যানন্দস্বরূপ স্বভাব-বাল্যভাবে।
আলিঙ্গন করেন পরম-অনুরাগে ॥
প্রভুর আনন্দ-মূর্চ্ছা হইল যেমতে।
বাহ্য নাহি তিলেক, আছেন সেইমতে ॥
বসিয়া আছেন সার্ব্বভৌম পদতলে।
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ 'রাম-কৃষ্ণ' বলে ॥
অচিন্ত্য অগম্য গৌরচন্দ্রের চরিত।
তিন-প্রহরেও বাহ্য নহে কদাচিত ॥
ক্ষণেকে উঠিলা সর্ব্ব-জগত জীবন।
হরিধ্বনি করিতে লাগিলা ভক্তগণ ॥
স্থির হই প্রভু জিজ্ঞাসেন সবা' স্থানে।
"কহ দেখি আজি মোর কোন্ বিবরণে ?"

শেষে নিত্যানন্দপ্রভু কহিতে লাগিলা।
"জগন্নাথ দেখি মাত্র তুমি মূর্চ্ছা গেলা॥
দৈবে সার্ব্বভৌম আছিলেন সেই স্থানে।
ধরি তোমা' আনিলেন আপন-ভবনে॥
আনন্দ-আবেশে তুমি হই পরবশ।
বাহ্য না জানিলা তিন-প্রহর দিবস॥
এই সার্ব্বভৌম নমস্করেন তোমারে।"
আথে ব্যথে প্রভু সার্ব্বভৌমে কোলে করে॥
প্রভু বলে "জগন্নাথ বড় কৃপাময়।
আনিলেন মোরে সার্ব্বভৌমের আলয়॥
পরম সন্দেহ চিত্তে আছিলা আমার।
কিরূপে পাইব আমি সংহতি তোমার॥
কৃষ্ণ তাহা পূর্ণ করিলেন অনায়াসে।"
এত বলি সার্ব্বভৌমে চা'হি প্রভু হাসে'॥
প্রভু বলে "শুন আজি আমার আখ্যান।
জগন্নাথ আমি দেখিলাম বিদ্যমান॥
জগন্নাথ দেখি চিত্ত হইল আমার।
ধরি আনি বক্ষ-মাঝে থুই আপনার॥
ধরিতে গেলাম মাত্র জগন্নাথ আমি।
তবে কি হইল শেষে আর নাহি জানি॥
দৈবে সার্ব্বভৌম আজি আছিলা নিকটে।
অতএব রক্ষা হৈল এ-মহা-সঙ্কটে॥
আজি হৈতে আমি এই বলি দঢ়াইয়া।
জগন্নাথ দেখিবাঙ বাহিরে থাকিয়া॥
অভ্যন্তরে আর আমি প্রবেশ নহিব।
গরুড়ের পাছে রহি ঈশ্বর দেখিব॥
ভাগ্যে আমি আজি না ধরিনু জগন্নাথ।
তবে ত সঙ্কট আজি হইত আমা'ত॥"
নিত্যানন্দ বলে "বড় এড়াইলে ভাল।
বেলা নাহি এবে, স্নান করহ সকাল॥"
প্রভু "বলে নিত্যানন্দ! সম্বরিবা মোরে।
দেহ আমি এই সমর্পিলাম তোমারে॥"
তবে কতক্ষণে স্নান করি প্রেম-সুখে।
বসিলেন সবার সহিত হাস্য মুখে॥
বহুবিধ মহা-প্রসাদ আনিয়া সত্বরে।
সার্ব্বভৌম থুইলেন প্রভুর গোচরে॥
মহা-প্রসাদ দেখি প্রভু করি নমস্কার।
বসিলা ভুঞ্জিতে লই সব পরিবার॥
নীলাচলে প্রভুর ভোজন মহারঙ্গ।
ইহার শ্রবণে হয় নিতাইর সঙ্গ॥
শেষখণ্ডে নিতাই আইলা নীলাচলে।
এ আখ্যান শুনিলে ভাসয়ে প্রেমজলে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে নিত্যানন্দ-প্রভুর-সপরিকরে সার্ব্বভৌম-মিলন ও জগন্নাথ-দর্শন নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

নিত্যানন্দপ্রভুর-সপরিকরে-গৌড়েগমন ও রাঘবগৃহে অভিষেক

চতুর্থ অধ্যায়

শেষ খণ্ডকথা ভাই ! শুন একমনে।
শ্রীনিতাইচাঁদ বিহরিলেন যেমনে ॥
একদিন শ্রীগৌরসুন্দর নরহরি।
নিভৃতে বসিলা নিত্যানন্দ সঙ্গে করি ॥
প্রভু বলে "শুন নিত্যানন্দ মহামতি !
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি ॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া আছি আপনার মুখে।
'মূর্খ নীচ দরিদ্র ভাসাব প্রেমমুখে ॥'
তুমি ও থাকিলা যদি মুনিধর্ম্ম করি।
আপন-উদ্দাম-ভাব সব পরিহরি ॥
তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার।
বল দেখি আর কেবা করিব উদ্ধার ॥
ভক্তিরসদাতা তুমি, তুমি সম্বরিলে।
তবে অবতার বা কি নিমিত্তে করিলে ॥
এতেকে আমার বাক্য যদি সত্য চাও।
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড়দেশে যাও ॥
মূর্খ নীচ পতিত দুঃখিত যত জন।
ভক্তি দিয়া কর' গিয়া সবারে মোচন ॥"
আজ্ঞা পাই নিত্যানন্দচন্দ্র ততক্ষণে।
চলিলেন গৌড়দেশে লই নিজগণে ॥
রামদাস গদাধরদাস মহাশয়।
রঘুনাথ-বৈদ্য-ওঝা ভক্তিরসময় ॥
কৃষ্ণদাসপণ্ডিত পরমেশ্বরদাস।
পুরন্দরপণ্ডিতের পরম উল্লাস ॥
নিত্যানন্দস্বরূপের যত আপ্তগণ।
নিত্যানন্দ সঙ্গে সবে করিলা গমন ॥
চলিলেন নিত্যানন্দ গৌড়দেশ-প্রতি।
সর্ব্বপারিষদগণ করিয়া সংহতি ॥
পথে চলিতেই নিত্যানন্দ মহাশয়।
সর্ব্বপারিষদ আগে কৈলা প্রেমময় ॥
সবার হইল আত্মবিস্মৃতি অত্যন্ত।
কার্ দেহে কত ভাব নাহি তার অন্ত ॥
প্রথমেই বৈষ্ণবাগ্রগণ্য রামদাস।
তান দেহে হইলেন গোপাল-প্রকাশ ॥
মধ্যপথে রামদাস ত্রিভঙ্গ হইয়া।
আছিলা প্রহর-তিন বাহ্য পাসরিয়া ॥
হইলা রাধিকাভাব—গদাধরদাসে।
'দধি কে কিনিবে বলি অট্ট অট্ট হাসে ॥'
রঘুনাথ-বৈদ্য উপাধ্যায় মহামতি।
হইলেন মূর্ত্তিমতী যে-হেন রেবতী ॥
কৃষ্ণদাস পরমেশ্বরদাস—দুইজন।
গোপাল-ভাবে হৈ হৈ করে অনুক্ষণ ॥
পুরন্দরপণ্ডিত গাছেতে গিয়া চড়ে।
'মুইরে অঙ্গদ' বলি লাফ দিয়া পড়ে ॥
এইমত নিত্যানন্দ—শ্রীঅনন্তধাম।
সবারে দিলেন ভাব পরম-উদ্দাম ॥
দণ্ডে পথ চলে সবে ক্রোশ দুই-চারি।
যায়েন দক্ষিণ বামে আপনা' পাসরি ॥

কতক্ষণে পথ জিজ্ঞাসেন লোকস্থানে।
“বল ভাই! গঙ্গাতীরে যাইব কেমনে॥”
লোকে বলে “হায় হায় পথ পাসরিলা।
দুই-প্রহরের পথ ফিরিয়া আইলা॥”
লোকবাক্যে ফিরিয়া যায়েন যথা-পথ।
পুনঃ পথ ছাড়িয়া যায়েন সেইমত॥
পুনঃ পথ জিজ্ঞাসা করয়ে লোকস্থানে।
লোক বলে “পথ রহে দশক্রোশ বামে॥”
পুনঃ হাসি সবেই চলেন পথ যথা।
নিজ দেহ না জানেন, পথের কি কথা॥
যত দেহধর্ম্ম—ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয় দুঃখ।
কাহার নাহিক—পাই পরানন্দসুখ॥
পথে যত লীলা করিলেন নিত্যানন্দ।
কে বর্ণিবে—কেবা জানে—সকলি অনন্ত॥
হেনমতে নিত্যানন্দ শ্রীঅনন্তধাম।
আইলেন গঙ্গাতীরে পাণিহাটী গ্রাম॥
রাঘবপণ্ডিতগৃহে সর্ব্বাদ্যে আসিয়া।
রহিলেন সকল পার্ষদগণ লৈয়া॥
পরম আনন্দ হৈলা রাঘবপণ্ডিত।
শ্রীমকরধ্বজ-কর গোষ্ঠীর সহিত॥
হেনমতে নিত্যানন্দ পাণিহাটী গ্রামে।
রহিলেন সকল—পার্ষদগণ-সনে॥
নিরন্তর পরানন্দে করেন হুঙ্কার।
বিহ্বলতা বই দেহে বাহ্য নাহি আর॥
নৃত্য করিবারে ইচ্ছা হইল অন্তরে।
গায়ক সকল আসি মিলিল সত্বরে॥
সুকৃতি মাধবঘোষ—কীর্ত্তনে তৎপর।
হেন কীর্ত্তনীয়া নাহি পৃথিবীভিতর॥
যাহারে কহেন—বৃন্দাবনের গায়ন।
নিত্যানন্দস্বরূপেরে মহাপ্রিয়তম॥
মাধব, গোবিন্দ, বাসুদেব-তিন ভাই।
গাইতে লাগিলা, নাচে ঈশ্বর-নিতাই॥
হেন সে নাচেন অবধূত মহাবল।
পদভরে পৃথিবী করয়ে টলমল॥
নিরবধি ‘হরি বলি’ করেন হুঙ্কার।
আছাড় দেখিতে লোকে লাগে চমৎকার॥
যাহারে করেন দৃষ্টি নাচিতে নাচিতে।
সে-ই প্রেমে ঢলিয়া পড়েন পৃথিবীতে॥
পরিপূর্ণ প্রেমরসময় নিত্যানন্দ।
সংসার তারিতে করিলেন শুভারম্ভ॥
যতেক আছয়ে প্রেমভক্তির বিকার।
সব প্রকাশিয়া নৃত্য করেন অপার॥
কতক্ষণে বসিলেন খট্টার উপরে।
আজ্ঞা হৈল অভিষেক করিবার তরে॥
রাঘবপণ্ডিত-আদি পারিষদ-গণে।
অভিষেক করিতে লাগিলা সেইক্ষণে॥
সহস্র সহস্র ঘট আনি গঙ্গাজল।
নানাগন্ধে সুবাসিত করিয়া সকল॥
সন্তোষে সবেই দেন শ্রীমস্তকোপরি।
চতুর্দ্দিগে সবেই বলেন ‘হরি হরি’॥
সবেই পড়েন অভিষেকমন্ত্র-গীত।
পরমসন্তোষে সবে হৈলা পুলকিত॥
অভিষেক করাইয়া নূতন বসন।
পরাইয়া লেপিলেন শ্রীঅঙ্গে চন্দন॥
দিব্য দিব্য বনমালা তুলসী-সহিতে।
পীন-বক্ষ পূর্ণ করিলেন নানামতে॥
তবে দিব্য-খট্টা স্বর্ণে করিয়া ভূষিত।
সম্মুখে আনিয়া করিলেন উপনীত॥
খট্টায়ে বসিলা মহাপ্রভু নিত্যানন্দ।
ছত্র ধরিলেন শিরে শ্রীরাঘবানন্দ॥

জয়ধ্বনি করিতে লাগিলা ভক্তগণ ।
চতুর্দ্দিগে হৈল মহা-আনন্দ-ক্রন্দন ॥
"ত্রাহি ত্রাহি" সভেই বলেন বাহু তুলি ।
কার বাহ্য নাহি, সবে মহাকুতূহলী ॥
স্বানুভাবানন্দে প্রভু নিত্যানন্দ-রায় ।
প্রেমদৃষ্টি-বৃষ্টি করি চারিদিকে চা'য় ॥
আজ্ঞা করিলেন "শুন রাঘবপণ্ডিত !
কদম্বের মালা গাঁথি আনহ ত্বরিত ॥
বড় প্রীত আমার কদম্বপুষ্প প্রতি ।
কদম্বের বনে নিত্য আমার বসতি ॥"
করজোড় করিয়া রাঘবানন্দ কহে ।
"কদম্বপুষ্পের যোগ এ সময়ে নহে ॥"
প্রভু বলে "বাড়ী গিয়া চাহ ভাল মনে ।
কদাচিত ফুটিয়া বা থাকে কোনস্থানে ॥"
বাড়ীর ভিতরে গিয়া চাহেন রাঘব ।
বিস্মিত হইলা দেখি মহা-অনুভব ॥
জম্বীরের বৃক্ষে সব কদম্বের ফুল ।
ফুটিয়া আছয়ে অতি-পরম-অতুল ॥
কি অপূর্ব্ব বর্ণ সে বা, কি অপূর্ব্ব গন্ধ ।
সে পুষ্প দেখিলে ক্ষয় যায় সর্ব্ব বন্ধ ॥
দেখিয়া কদম্বপুষ্প রাঘবপণ্ডিত ।
বাহ্য দূরে গেল, হৈলা মহা-আনন্দিত ॥
আপনা' সম্বরি মালা গাঁথিয়া সত্বরে ।
আনিলেন নিত্যানন্দপ্রভুর গোচরে ॥
কদম্বের মালা দেখি নিত্যানন্দ-রায় ।
পরমসন্তোষে মালা দিলেন গলায় ॥
কদম্বমালার গন্ধে সকল বৈষ্ণব ।
বিহ্বল হইলা দেখি মহা-অনুভব ॥
আর মহা-আশ্চর্য্য হইল কতক্ষণে ।
অপূর্ব্ব দোনার গন্ধ পায় সর্ব্বজনে ॥
দমনকপুষ্পের সুগন্ধে মন হরে ।
দশদিগ ব্যাপ্ত হৈল সকল মন্দিরে ॥
হাসি নিত্যানন্দ বলে "শুন ভাই সব !
বল দেখি কি গন্ধের পাও অনুভব ॥"
করজোড় করি সবে লাগিলা কহিতে ।
"অপূর্ব্ব দোনার গন্ধ পাই চারি-ভিতে ॥"
সবার বচন শুনি নিত্যানন্দ-রায় ।
কহিতে লাগিলা গোপ্য পরমকৃপায় ॥
প্রভু বলে "শুন সবে পরম রহস্য ।
তোমরা সকলে ইহা জানিবা অবশ্য ॥
চৈতন্যগোসাঞি আজি শুনিতে কীর্ত্তন ।
নীলাচল হৈতে করিলেন আগমন ॥
সর্ব্বাঙ্গে পরিয়া দিব্য দমনক-মালা ।
একবৃক্ষে অবলম্ব করিয়া রহিলা ॥
সেই শ্রীঅঙ্গের দিব্য-দমনক-গন্ধে ।
চতুর্দ্দিগে পূর্ণ হই আছয়ে আনন্দে ॥
তোমা' সবাকার নৃত্য কীর্ত্তন দেখিতে ।
আপনে আইলা প্রভু নীলাচল হৈতে ॥
এতেকে তোমরা সর্ব্ব কার্য্য পরিহরি ।
নিরবধি 'কৃষ্ণ গাও' আপনা' পাসরি ॥
নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র-যশে ।
সবার শরীর পূর্ণ হউ প্রেমরসে ॥"
এত কহি "হরি" বলি করয়ে হুঙ্কার ।
সর্ব্বদিগে প্রেমবৃষ্টি করিলা বিস্তার ॥
নিত্যানন্দস্বরূপের প্রেম-বৃষ্টিপাতে ।
সবার হইল আত্মবিস্মৃতি দেহেতে ॥
শুন শুন আরে ভাই ! নিত্যানন্দ শক্তি ।
যে রূপে দিলেন সর্ব্বজগতেরে ভক্তি ॥
যে ভক্তি গোপীকাগণে কহে ভাগবতে ।
নিত্যানন্দ হৈতে তাহা পাইল জগতে ॥

নিত্যানন্দ বসিয়া আছেন সিংহাসনে ।
সন্মুখে করয়ে নৃত্য পারিষদগণে ॥
কেহ গিয়া বৃক্ষের উপর-ডালে চড়ে ।
পাতে পাতে বেড়ায়, তথাপি নাহি পড়ে ॥
কেহ কেহ প্রেম-সুখে হুঙ্কার করিয়া ।
বৃক্ষের উপরে থাকি পড়ে লাফ্ দিয়া ॥
কেহ বা হুঙ্কার করে বৃক্ষমূল ধরি ।
উপাড়িয়া ফেলে বৃক্ষ বলি 'হরি হরি' ॥
কেহ বা গুবাক বনে যায় রড় দিয়া ।
গাছ-পাঁচ-সাত গুয়া একত্র করিয়া ॥
হেন সে দেহেতে জন্মিয়াছে প্রেম-বল ।
তৃণপ্রায় উপাড়িয়া ফেলায় সকল ॥
অশ্রু, কম্প, স্তম্ভ, ঘর্ম্ম, পুলক, হুঙ্কার ।
স্বরভঙ্গ, বৈবর্ণ্য, গর্জ্জন, সিংহসার ॥
শ্রীআনন্দ মূর্চ্ছা-আদি যত প্রেমভাব ।
ভাগবতে কহে যত কৃষ্ণ-অনুরাগ ॥
সবার শরীরে পূর্ণ হইল সকল ।
হেন নিত্যানন্দস্বরূপের প্রেম-বল ॥
যে-দিগে দেখেন নিত্যানন্দ মহাশয় ।
সেই-দিগে মহাপ্রেমভক্তিবৃষ্টি হয় ॥
যাহারে চা'হেন, সে-ই প্রেমে মূর্চ্ছাপায় ।
বস্ত্র না সম্বরে', ভূমি পড়ি গড়ি যায় ॥
নিত্যানন্দস্বরূপেরে ধরিবারে যায় ।
হাসে' নিত্যানন্দ প্রভু বসিয়া খট্টায় ॥
যত পারিষদ নিত্যানন্দের প্রধান ।
সবাতে হইল সর্ব্ব-শক্তি-অধিষ্ঠান ॥
সর্ব্বজ্ঞতা বাক-সিদ্ধি হইল সবার ।
সবে হইলেন যেন কন্দর্প-আকার ॥
সবে যারে পরশ করেন হস্ত দিয়া ।
সে-ই হয় বিহ্বল, সকল পাসরিয়া ॥
এইমত পাণিহাটী গ্রামে তিন-মাস ।
করে নিত্যানন্দপ্রভু ভক্তির বিলাস ॥
তিন-মাস কারো বাহ্য নাহিক শরীরে ।
দেহ-ধর্ম্ম তিলার্দ্ধেক কারো নাহি স্ফুরে ॥
তিন-মাস কেহ নাহি করিল আহার ।
সবে প্রেমসুখে নৃত্য বহি নাহি আর ॥
পাণিহাটীগ্রামে যত হৈল প্রেমসুখ ।
চারিবেদে বর্ণিবেন সে সব কৌতুক ॥
এক দণ্ডে নিত্যানন্দ করিলেন যত ।
তাহা বর্ণিবার শক্তি আছে কার্ কত ॥
ক্ষণে ক্ষণে আপনে করেন নৃত্যরঙ্গ ।
চতুর্দ্দিগে লই সব পারিষদসঙ্গ ॥
কখন বা আপনে বসিয়া বীরাসনে ।
নাচায়েন সকল ভকত জনে জনে ॥
এক সেবকের নৃত্যে হেন রঙ্গ হয় ।
চতুর্দ্দিগে দেখি যেন প্রেমবন্যাময় ॥
মহাঝড়ে পড়ে যেন কদলক-বন ।
এইমত প্রেমসুখে পড়ে সর্ব্বজন ॥
আপনে যে-হেন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ ।
সেইমত করিলেন সর্ব্ব ভক্তবৃন্দ ॥
নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সংকীর্ত্তন ।
করায়েন করেন লইয়া ভক্তগণ ॥
হেন সে লাগিলা প্রেম প্রকাশ করিতে ।
সে-ই হয় বিহ্বল যে আইসে দেখিতে ॥
যে সেবক যখনে যে ইচ্ছা করে মনে ।
সে-ই আসি উপসন্ন হয় সেইক্ষণে ॥
এইমত পরানন্দ ভক্তিসুখরসে ।
ক্ষণপ্রায় কেহ না জানিল তিন-মাসে ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান ।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে নিত্যানন্দপ্রভুর-সপরিকরে-গৌড়েগমন ও রাঘব-গৃহে অভিষেক নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥

নিত্যানন্দপ্রভুর-অলঙ্কারধারণ ও গদাধর-মিলন

পঞ্চম অধ্যায়

তবে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ কত দিনে।
অলঙ্কার পরিতে হইল ইচ্ছা মনে ॥
ইচ্ছামাত্র সর্ব্ব-অলঙ্কার সেইক্ষণে।
উপসন্ন আসিয়া হইল বিদ্যমানে ॥
সুবর্ণ রজত মরকত মনোহর।
নানাবিধ বহুমূল্য কতেক প্রস্তর ॥
মণি সুপ্রবাল পট্টবাস মুক্তাহার।
সুকৃতিসকলে দিয়া করে নমস্কার ॥
কত বা নির্ম্মিত কত করিয়া নির্ম্মাণ।
পরিলেন অলঙ্কার—যেন ইচ্ছা তান ॥
দুই হস্তে সুবর্ণের অঙ্গদ বলয়।
পুষ্ট করি পরিলেন আত্ম-ইচ্ছাময় ॥
সুবর্ণমুদ্রিকা রত্নে করিয়া খিচন।
দশ-অঙ্গুলিতে শোভা করে বিভূষণ ॥
কণ্ঠে শোভা করে বহুবিধ দিব্য-হার।
মণি-মুক্তা-প্রবালাদি—যত সর্ব্বসার ॥
রুদ্রাক্ষ বিরাল-অক্ষ সুবর্ণ রজতে।
বান্ধিয়া ধরিলা কণ্ঠে মহেশের প্রীতে ॥
মুক্তা-কসা-সুবর্ণ করিয়া সুরচন।
দুই শ্রুতিমূলে শোভে পরম শোভন ॥
পাদপদ্মে রজত-নূপুর বিলক্ষণ।
তদুপরি মল্ল শোভে জগতমোহন ॥
শুক্ল পট্ট নীল পীত—বহুবিধ বাস।
অপূর্ব্ব শোভয়ে পরিধানের বিলাস ॥
মালতী মল্লিকা জূথী চম্পকের মালা।
শ্রীবক্ষে করয়ে দোল-আন্দোলন-খেলা ॥
গোরোচন-সহিত চন্দন দিব্যগন্ধে।
বিচিত্র করিয়া লেপিয়াছেন শ্রীঅঙ্গে ॥
শ্রীমস্তকে শোভিত বিবিধ পট্টবাস।
তদুপরি নানাবর্ণ-মাল্যের বিলাস ॥
প্রসন্ন শ্রীমুখ—কোটি শশধর জিনি।
হাসিয়া করেন নিরবধি হরিধ্বনি ॥
যে-দিগে চা'হেন দুই কমল-নয়নে।
সেই-দিগে প্রেমবর্ষে ভাসে সর্ব্বজনে ॥
রজতের প্রায় লৌহদণ্ড সুশোভন।
দুই দিগে করি তথি সুবর্ণ বন্ধন ॥
নিরবধি সেই লৌহদণ্ড শোভে করে।
মুষল ধরিলা যেন প্রভু হলধরে ॥
পারিষদ সব ধরিলেন অলঙ্কার।
অঙ্গদ, বলয়, মল্ল, নূপুর, সু-হার ॥
শিঙ্গা, বেত্র, বংশী, ছাঁদ-দড়ি, গুঞ্জামালা।
সবে ধরিলেন গোপালের অংশ-কলা ॥
এইমত নিত্যানন্দ স্বানুভাবরঙ্গে।
বিহরেন সকল পার্ষদ করি সঙ্গে ॥
তবে প্রভু সকল পার্ষদগণ মেলি।
ভক্ত-গৃহে-গৃহে করে পর্য্যটনকেলি ॥
জাহ্নবীর দুই কূলে যত আছে গ্রাম।
সর্ব্বত্র ভ্রমেণ নিত্যানন্দ জ্যোতির্ধাম ॥

দরশন-মাত্র সর্ব্বজীব মুগ্ধ হয়।
নাম তনু তুই—নিত্যানন্দরসময় ॥
পাষণ্ডীও দেখিলেই মাত্র করে স্তুতি।
সর্ব্বস্ব দিবারে সেইক্ষণে হয় মতি ॥
নিত্যানন্দস্বরূপের শরীর মধুর।
সবারেই কৃপাদৃষ্টি করেন প্রচুর ॥
কি ভোজনে কি শয়নে কি বা পর্য্যটনে।
ক্ষণেক না যায় ব্যর্থ সঙ্কীর্ত্তন বিনে ॥
যেখানে করেন নৃত্য কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
তথায় বিহ্বল হয় কত শত জন ॥
গৃহস্থের শিশু সব কিছুই না জানে।
তাহারা ও মহা-মহা-বৃক্ষ ধরি টানে ॥
হুঙ্কার করিয়া বৃক্ষ ফেলে উপাড়িয়া।
“মুঞি রে গোপাল” বলি বেড়ায় ধাইয়া ॥
হেন সে সামর্থ্য এক শিশুর শরীরে।
শতজনে মিলিয়াও ধরিতে না পারে ॥
“শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ” বলি।
সিংহনাদ করে শিশু হই কুতূহলী ॥
এইমত নিত্যানন্দ—বালকজীবন।
বিহ্বল করিতে লাগিলেন শিশুগণ ॥
মাসেকেও এক শিশু না করে আহার।
দেখিতে লোকের চিত্তে লাগে চমৎকার ॥
হইলেন বিহ্বল সকল ভক্তবৃন্দ।
সবার রক্ষক হইলেন নিত্যানন্দ ॥
পুত্রপ্রায় করি প্রভু সবারে ধরিয়া।
করায়েন ভোজন আপন হস্ত দিয়া ॥
কারে ও বা বান্ধিয়া রাখেন নিজ-পাশে।
মারেন বান্ধেন—তবু অট্ট অট্ট হাসে’ ॥
একদিন গদাধরদাসের মন্দিরে।
আইলেন, তানে প্রীতি করিবার তরে ॥
গোপীভাবে গদাধর দাস মহাশয়।
হইয়া আছেন অতি পরানন্দময় ॥
মস্তকে করিয়া গঙ্গাজলের কলস।
নিরবধি ডাকেন “কে কিনিবে গো-রস ॥”
শ্রীবালগোপালমূর্ত্তি তান দেবালয়।
আছেন পরমলাবণ্যের সমুচ্চয় ॥
দেখি বালগোপালেরমূর্ত্তি মনোহর।
প্রীতে নিত্যানন্দ লৈলা বক্ষের উপর ॥
অনন্তহৃদয়ে দেখি শ্রীবালগোপাল।
সর্ব্ব-গণে হরিধ্বনি করেন বিশাল ॥
হুঙ্কার করিয়া নিত্যানন্দ-মল্ল-রায়।
করিতে লাগিলা নৃত্য গোপাল-লীলায় ॥
দানখণ্ড গায়েন মাধবানন্দঘোষ।
শুনি অবধূতসিংহ পরমসন্তোষ ॥
ভাগ্যবন্ত মাধবের হেন কণ্ঠ-ধ্বনি।
শুনিতে আবিষ্ট হয় অবধূতমণি ॥
সুকৃতি শ্রীগদাধরদাস করি সঙ্গে।
দানখণ্ড-নৃত্য প্রভু করে নিজরঙ্গে ॥
গোপীভাবে বাহ্য নাহি গদাধরদাসে।
নিরবধি আপনারে ‘গোপী’ হেন বাসে’ ॥
দানখণ্ডলীলা শুনি নিত্যানন্দরায়।
যে নৃত্য করেন, তাহা বর্ণন না যায় ॥
প্রেমভক্তিবিকারের যত আছে নাম।
সব প্রকাশিয়া নৃত্য করে অনুপাম ॥
বিদ্যুতের প্রায় নৃত্যগতির ভঙ্গিমা।
কিবা সে অদ্ভুত ভুজ-চালন-মহিমা ॥
কিবা সে নয়নভঙ্গী, কি সুন্দর হাস।
কিবা সে অদ্ভুত শির-কম্পন-বিলাস ॥
একত্র করিয়া তুই চরণ সুন্দর।
কিবা জোড়ে জোড়ে লাফ দেন মনোহর ॥

যে-দিগে চা'হেন নিত্যানন্দ প্রেমরসে।
সেই-দিগে স্ত্রী-পুরুষে কৃষ্ণসুখে ভাসে॥
হেন সে করেন কৃপা-দৃষ্টি অতিশয়।
পরানন্দে দেহ-স্মৃতি কারো না থাকয়॥
যে ভক্তি বাঞ্ছেন যোগীন্দ্রাদি-মুনি গণে।
নিত্যানন্দপ্রসাদে তা' ভুঞ্জে যে-তে-জনে॥
হস্তি সম জল না খাইলে তিন দিন।
চলিতে নাপারে, দেহ হয় অতি ক্ষীণ॥
একমাস এক শিশু না করে আহার।
তথাপিও সিংহ প্রায় সব ব্যবহার॥
হেন শক্তি প্রকাশেন নিত্যানন্দরায়।
তথাপি না বুঝে কেহ চৈতন্যমায়ায়॥
এইমত কতদিন প্রেমানন্দ-রসে।
গদাধরদাসের মন্দিরে প্রভু বসে॥
বাহ্য নাহি গদাধরদাসের শরীরে।
নিরবধি "হরি বোল" বলায় সবারে॥
সেই গ্রামে কাজী আছে পরম দুর্ব্বার।
কীর্ত্তনের প্রতি দ্বেষ করয়ে অপার॥
পরানন্দে মত্ত গদাধর মহাশয়।
নিশাভাগে গেল সেই কাজীর আলয়॥
যে কাজীর ভয়ে লোক পলায় অন্তরে।
নির্ভয়ে চলিলা নিশাভাগে তার ঘরে॥
নিরবধি হরি-ধ্বনি করিতে করিতে।
প্রবিষ্ট হইলা গিয়া কাজীর বাড়ীতে॥
দেখে মাত্র বসিয়া কাজীর সর্ব্বগণে।
বলিবারে কার কিছু না আইসে বদনে॥
গদাধর বলে "আরে! কাজী বেটা কোথা।
ঝাট 'কৃষ্ণ' বল, নহে ছিণ্ডি তোর মাথা॥
অগ্নি হেন ক্রোধে কাজী হইলা বাহির।
গদাধরদাস দেখি মাত্র হৈলা স্থির॥

কাজী বলে "গদাধর! তুমি কেন এথা?"
গদাধর বলেন "আছয়ে কিছু কথা॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ প্রভু অবতরি।
জগতের মুখে বলাইলা 'হরি হরি'॥

সবে তুমি মাত্র নাহি বল হরিনাম।
তাহা বলাইতে আইলাম তোমা' স্থান॥

পরম-মঙ্গল হরি-নাম বল তুমি।
তোমার সকল পাপ উদ্ধারিব আমি॥"

যদ্যপিও কাজী মহা-হিংসক-চরিত।
তথাপি না বলে কিছু, হইলা স্তম্ভিত॥

হাসি কাজী বলে "শুন দাস-গদাধর!
কালি বলিবাঙ 'হরি' আজি যাহ ঘর॥"

হরি-নাম মাত্র শুনিলেন তার মুখে।
গদাধরদাস পূর্ণ হৈলা প্রেম-সুখে॥

গদাধরদাস বলে "আর কালি কেনে।
এই ত বলিলা 'হরি' আপন বদনে॥

আর তোর অমঙ্গল নাহি কোন ক্ষণ।
যখন করিলা হরিনামের গ্রহণ॥"

এত বলি পরম-উন্মাদে গদাধর।
হাতে তালি দিয়া নৃত্য করে বহুতর॥

কতক্ষণে আইলেন আপন মন্দিরে।
নিত্যানন্দ-অধিষ্ঠান যাঁহার শরীরে॥

এইমত গদাধরদাসের মহিমা।
চৈতন্য-পার্ষদ-মধ্যে যাঁহার গণনা॥

যে কাজীর বাতাস না লয় সাধুজনে।
পাইলেই জাতি মাত্র লয় সেইক্ষণে॥

হেন কাজী দুর্ব্বার দেখিলে জাতিলয়।
হেন জনে কৃপাদৃষ্টি কৈলা মহাশয়॥

হেন জন পাসরিল সব হিংসাধর্ম্ম ।
ইহারে সে বলি—কৃষ্ণ-আবেশের কর্ম্ম ॥
সত্যকৃষ্ণভাব হয় যাহার শরীরে ।
অগ্নি-সর্প-ব্যাঘ্রেও লঙ্ঘিতে না পারে ॥
ব্রহ্মাদির অভীষ্ট যে সব কৃষ্ণভাব ।
গোপীগণে ব্যক্ত যে সকল অনুরাগ ॥
ইঙ্গিতে সে সব ভাব নিত্যানন্দরায় ।
দিলেন সকল প্রিয়গণেরে কৃপায় ॥
ভজ ভাই ! হেন নিত্যানন্দের চরণ ।
যাঁহার প্রসাদে হয় চৈতন্য-শরণ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান ।
বৃন্দাবনদাস তছু পদ যুগে গান ॥

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে নিত্যানন্দপ্রভুর অলঙ্কারধারণ ও গদাধর মিলন নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥

*শ্রীমদ্ উদ্ধারণদত্ত ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু মিলন

ষষ্ঠ অধ্যায়

কত দিন থাকি নিত্যানন্দ খড়দহে।
সপ্তগ্রাম আইলেন সর্ব্বগণ-সঙ্গে ॥
সেই সপ্তগ্রামে আছে সপ্ত-ঋষি-স্থান।
জগতে বিদিত সে 'ত্রিবেণীঘাট' নাম ॥
সেই গঙ্গাঘাটে পূর্ব্বে সপ্ত-ঋষিগণ।
তপ করি পাইলেন গোবিন্দচরণ ॥
তিন দেবী সেই-স্থানে একত্রে মিলন।
জাহ্নবী, যমুনা, সরস্বতীর সঙ্গম ॥
প্রসিদ্ধ 'ত্রিবেণীঘাট' সকল-ভুবনে।
সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয় যার দরশনে ॥
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু পরম-আনন্দে।
সেই ঘাটে স্নান করিলেন সর্ব্ব-বৃন্দে ॥

উদ্ধারণদত্ত ভাগ্যবন্তের মন্দিরে।
রহিলেন মহাপ্রভু ত্রিবেণীর তীরে ॥
কায়-মনো-বাক্যে নিত্যানন্দের চরণ।
ভজিলেন অকৈতবে দত্ত-উদ্ধারণ ॥
নিত্যানন্দস্বরূপের সেবা-অধিকার।
পাইলেন উদ্ধারণ, কিবা ভাগ্য আর ॥
জন্মজন্ম নিত্যানন্দস্বরূপ ঈশ্বর।
জন্মজন্ম উদ্ধারণ তাঁহার কিঙ্কর ॥
যতেক বণিক্-কুল উদ্ধারণ হৈতে।
পবিত্র হইলা, দ্বিধা নাহিক ইহাতে ॥
বণিক্ তারিতে নিত্যানন্দ-অবতার।
বণিকেরে দিলা প্রেম-ভক্তি-অধিকার ॥
সপ্তগ্রামে প্রতি-বণিকের ঘরে ঘরে।
আপনে শ্রীনিত্যানন্দ কীর্ত্তন বিহরে ॥
বণিক্সকল নিত্যানন্দের চরণ।
সর্ব্বভাবে ভজিলেন লইয়া শরণ ॥
বণিক্-সবের কৃষ্ণভজন দেখিতে।
মনে চমৎকার পায় সকল জগতে ॥
নিত্যানন্দমহাপ্রভুর মহিমা অপার।
বণিক্ অধম মূর্খ যে কৈলা উদ্ধার ॥

---

* ১৪০৩ শকে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মুক্ত-বেণী স্থান, ত্রিবেণীর তীরবর্ত্তী হুগলি জেলার অন্তর্গতঃ সপ্তগ্রাম নগরে, (ত্রিশবিঘা ষ্টেসনের সন্নিকট) বৈশ্য-জাতীয় স্বুবর্ণবণিক বর্ণসম্ভূত শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্রীশ্রীধর চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ঔরসে ও শ্রীমতী ভদ্রাবতীর গর্ভে মহাত্মা শ্রীমদ্ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর মহাঅন্তরঙ্গ অতিশয় প্রিয়-ভক্ত এবং প্রিয়পার্শ্বদ ছিলেন ইনিই শ্রীশ্রীকৃষ্ণাবতারে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের প্রিয়-সখা শ্রীদাম, সুবল প্রভৃতি দ্বাদশ গোপালের মধ্যে সুবাহু নামক পঞ্চম গোপাল রূপে অবতীর্ণ হয়েন।

"শ্রীদামাচ সুদামাচ সুবলশ্চ মহাবলঃ।
সুবাহুর্ ভদ্রসেনশ্চ স্তোককৃষ্ণসুরামকৌ
লবঙ্গশ্চ মহাবাহুর্গন্ধর্ব্ব বীরবাহুকৌ ॥"
বৃহৎ, গণঃ দীপিকা।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের প্রিয়-সখা উক্ত দ্বাদশ গোপালের মধ্যে "সুবাহুর্যো ব্রজে গোপো দত্ত উদ্ধারণাখ্যক" অর্থাৎ ব্রজলীলায় যিনি "সুবাহু" নামে গোপাল সখা ছিলেন। তিনিই শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে শ্রীমদ্ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর নামে আবির্ভূত হন। শ্রীমদ্উদ্ধারণদত্ত ঠাকুর মহাশয় যুবা বয়সেই নিজপুত্র শ্রীশ্রীনিবাসচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে গার্হস্থ্যে শ্রীশ্রী৺প্রভুর সেবাদি কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া বৈরাগ্যবশতঃ, শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর একান্ত শরণাগত হইয়া, সার্ব্বান্তঃকরণে তদীয় সেবা করিতে করিতে তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হন।

"মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ।
সর্ব্বভাবে সেবে নিত্যানন্দ চরণ ॥"
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ।

সপ্তগ্রামে মহাপ্রভু নিত্যানন্দরায় ।
গণ-সহ সংকীর্ত্তন করেন লীলায় ॥
সপ্তগ্রামে যত হৈল কীর্ত্তনবিহার ।
শতবৎসরেও তাহা নারি বর্ণিবার ॥
পূর্ব্ব যেন সুখ হৈল নদীয়ানগরে ।
সেইমত সুখ হৈল সপ্তগ্রাম-পুরে ॥
রাত্রিদিনে ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি নিদ্রা ভয় ।
সর্ব্ব-দিগ হৈল হরিসঙ্কীর্ত্তনময় ॥
প্রতি-ঘরে-ঘরে প্রতি-নগরে-নগরে ।
নিত্যানন্দমহাপ্রভু কীর্ত্তন বিহরে ॥
নিত্যানন্দস্বরূপের আবেশ দেখিতে ।
হেন নাহি যে বিহ্বল না হয় জগতে ॥
অন্যের কি দায়, বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন ।
তাহারাও পাদপদ্মে লইল শরণ ॥
যবনের নয়নে দেখিতে প্রেমধার ।
ব্রাহ্মণের আপনারে জন্ময়ে ধিক্কার ॥
জয় জয় অবধূতচন্দ্র মহাশয় ।
যাঁহার কৃপায় হেন সব রঙ্গ হয় ॥
এইমতে সপ্তগ্রামে আম্বুয়া-মুলুকে ।
বিহরেন নিত্যানন্দস্বরূপ কৌতুকে ॥

এমন কি তিনি নিত্যানন্দ-প্রভুর এত প্রিয়-ভক্ত হইয়াছিলেন যে—

“একদিন বিপ্র সব একত্র হইয়া ।
হাস পরিহাস রূপে প্রভুরে সুধায়া ॥
শ্রীপাদের নিতি নিতি ভিক্ষা আয়োজন ।
স্বপাক করয়ে কিম্বা আছয়ে ব্রাহ্মণ ॥
প্রভু বলে কখন বা আমি পাক করি ।
না পারিলে ‘উদ্ধারণ’ রাখয়ে উতারি ॥
এইমত পরিবর্ত্ত রূপে পাক হয় ।
শুনিয়া সবার মনে লাগল বিস্ময় ॥
তারা কহে এ বৈষ্ণব হয় কোন্ জাতি ।
পূর্ব্বাশ্রমে কোন্ নামে কোথায় বসতি ॥
প্রভু কহে ‘ত্রিবেণীতে’ বসতি উহার ।
তবে কত দিনে আইলেন শান্তিপুরে ॥
আচার্য্যগোসাঞি প্রিয়বিগ্রহের ঘরে ।
দেখিয়া অদ্বৈত নিত্যানন্দের শ্রীমুখ ॥
হেন নাহি জানেন জন্মিল কোন্ সুখ ।
“হরি” বলি লাগিলেন করিতে হুঙ্কার ॥
প্রদক্ষিণ দণ্ডবত করেন অপার ।
নিত্যানন্দস্বরূপে অদ্বৈত করি কোলে ॥
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দজলে ।
দোঁহে দোঁহা দেখি বড় হইল-বিবশ ॥
জন্মিল অত্যন্ত অনির্ব্বচনীয় রস ।
দোঁহে দোঁহা ধরি গড়ি যায়েন অঙ্গনে ॥
দোঁহে চাহে ধরিবারে দোঁহার চরণে ।
কোটি সিংহ জিনি দোঁহে করে সিংহনাদ ॥
সম্বরণ নহে দুই-প্রভুর উন্মাদ ।
তবে কতক্ষণে দুই-প্রভু হৈলা স্থির ॥
বসিলেন একস্থানে হই মহাধীর ।
করজোড় করিয়া অদ্বৈত মহামতি ॥
সন্তোষে করেন, নিত্যানন্দ প্রতি স্তুতি ।
“তুমি নিত্যানন্দ-মূর্ত্তি নিত্যানন্দ-নাম ॥
মূর্ত্তিমন্ত তুমি চৈতন্যের গুণধাম ।

সুবর্ণ-বণিক দেখি করিনু স্বীকার ॥

এত শুনি সব বিপ্র হাসিতে লাগিল।
ঈশ্বরের স্বেচ্ছাময় আচার জানিল॥”

শ্রীনিত্যাঃ বংশঃ বিস্তারঃ গ্রন্থ।

তিনি কয়েক বৎসর শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর সেবা করিতে করিতে নীলাচল, শ্রীবৃন্দাবন-ধাম প্রভৃতি নানা তীর্থস্থান পর্য্যটন করিয়া অবশেষে কাটোয়ার উত্তর “উদ্ধারণ পুরে” শ্রীশ্রী৺মহাপ্রভুর প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক সেবা করেন। এইরূপ কিছু কাল যাপন করিয়া অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা-ত্রয়োদশী-তিথিতে তিরোভূত হইয়াছিলেন।

উক্ত দিবস বৈষ্ণবগণের এক মহাপর্ব্বাহ। কিন্তু হায়! একজন প্রাচীন ভাগবত মহাশয় ব্যতীত কাহারও মনে এ বিষয়ের পবিত্র স্মৃতি জাগরূক নাই। এমনই কাল মাহাত্ম!!!

সর্ব্ব-জীব-পরিত্রাণ তুমি মহাহেতু।
মহাপ্রলয়েতে তুমি সত্য ধর্ম্মসেতু॥
তুমি সে বুঝাও চৈতন্যের প্রেমভক্তি।
তুমি সে চৈতন্য বক্ষে ধর পূর্ণ শক্তি॥
ব্রহ্মা-শিব-নারদাদি ‘ভক্ত’ নাম যার।
তুমি সে পরম উপদেষ্টা সবাকার॥
বিষ্ণুভক্তি সবেই পায়েন তোমা’ হৈতে।
তথাপিও অভিমান না স্পর্শে’ তোমাতে॥
পতিতপাবন তুমি দোষদৃষ্টিশূন্য।
তোমারে সে জানে যার আছে বহু পুণ্য॥
সর্ব্বযজ্ঞময় এই বিগ্রহ তোমার।
অবিদ্যাবন্ধন খণ্ডে’ স্মরণে যাহার॥
যদি তুমি প্রকাশ না কর’ আপনারে।
তবে কার্ শক্তি আছে, জানিতে তোমারে॥
অক্রোধ পরমানন্দ তুমি মহেশ্বর।
সহস্রবদন আদিদেব মহীধর॥
রক্ষকুলহন্তা তুমি শ্রীলক্ষ্মণচন্দ্র।
তুমি গোপপুত্র হলধর মূর্ত্তিমন্ত॥
মুর্খ নীচ অধম পতিত উদ্ধারিতে।
তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ পৃথিবীতে॥
যে ভক্তি বাঞ্ছয়ে যোগেশ্বর মুনিগণে।
তোমা’ হৈতে তাহা পাইবে যে-তে-জনে॥”
কহিতে অদ্বৈত নিত্যানন্দের মহিমা।
আনন্দ-আবেশে পাসরিলেন আপনা’॥
অদ্বৈত সে জ্ঞাতা নিত্যানন্দের প্রভাব।
এ মর্ম্ম জানয়ে কোন কোন মহাভাগ॥
তবে যে কলহ হের অন্যান্য বাজে।
সে কেবল পরানন্দ, যদি মনে বুঝে॥
অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি কার।
জানিহ—ঈশ্বর-সনে ভেদ নাহি যার॥
হেনমতে দুই মহাপ্রভু নিজরঙ্গে।
বিহরেন কৃষ্ণকথা-মঙ্গল-প্রসঙ্গে॥
অনেক রহস্য করি অদ্বৈত-সহিত।
অশেষপ্রকারে তাঁন জন্মাইয়া প্রীত॥
তবে অদ্বৈতের স্থানে লই অনুমতি।
নিত্যানন্দ আইলেন নবদ্বীপ-প্রতি॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীমদুদ্ধারণ দত্ত ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু মিলন নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥

শ্রীশচীমাতা মিলন ও চৌরদস্যুর উদ্ধার

সপ্তম অধ্যায়

তবে নিত্যানন্দমহাপ্রভু কতদিনে।
শচী-আই দেখিবারে ইচ্ছা হৈল মনে ॥
শুভযাত্রা করিলেন নবদ্বীপ-প্রতি।
পারিষদগণ সব চলিলা সংহতি ॥
সেইমত সর্ব্বাগ্রে আইলা আই-স্থানে।
আসি নমস্করিলেন আইর-চরণে ॥
নিত্যানন্দস্বরূপেরে দেখি শচী-আই।
কি আনন্দ পাইলেন—তার অন্ত নাই ॥
আই বলে "বাপ! তুমি সত্য অন্তর্যামী।
তোমারে দেখিতে ইচ্ছা করিলাম আমি ॥
মোর চিত্ত জানি তুমি আইলা সত্বর।
কে তোমা' চিনিতে পারে সংসারভিতর ॥
কতদিন থাক বাপ! এই নবদ্বীপে।
যেন তোমা' দেখোঁ মুঞি দশে পক্ষে মাসে ॥
মুঞি দুঃখিনীর ইচ্ছা তোমারে দেখিতে।
দৈবে তুমি আসিয়াছ দুঃখিতা তারিতে ॥"
শুনিয়া আইর বাক্য হাসে' নিত্যানন্দ।
যে জানে আইর প্রভাবের আদি অন্ত ॥
নিত্যানন্দ বলে "শুন আই সর্ব্বমাতা।
তোমারে দেখিতে আমি আসিয়াছি হেথা ॥
মোর বড় ইচ্ছা তোমা' দেখিতে হেথায়।
রহিলাম নবদ্বীপে তোমার আজ্ঞায় ॥"
হেনমতে নিত্যানন্দ আই সম্ভাষিয়া।
নবদ্বীপে ভ্রমেণ আনন্দযুক্ত হৈয়া ॥
নবদ্বীপে নিত্যানন্দ প্রতি-ঘরে-ঘরে।
সব-পারিষদ-সঙ্গে কীর্ত্তন বিহরে ॥
নবদ্বীপে আসি মহাপ্রভু-নিত্যানন্দ।
হইলেন কীর্ত্তনে আনন্দ মূর্ত্তিমন্ত ॥
প্রতি-ঘরে-ঘরে সব-পারিষদ-সঙ্গে।
নিরবধি বিরহেন সঙ্কীর্ত্তনরঙ্গে ॥
পরম মোহন সঙ্কীর্ত্তনমল্ল-বেশ।
দেখিতে সুকৃতি পায় আনন্দ বিশেষ ॥
শ্রীমস্তকে শোভে বহুবিধ পট্টবাস।
তদুপরি বহুবিধ মাল্যের বিলাস ॥
কণ্ঠে বহুবিধ মণি-মুক্তা-স্বর্ণহার।
শ্রুতি মূলে শোভে মুক্তা কাঞ্চন অপার ॥
সুবর্ণের অঙ্গদ বলয় শোভে করে।
না জানি কতেক মালা শোভে কলেবরে ॥
গোরোচনা চন্দন লেপিত সর্ব্ব-অঙ্গ।
নিরবধি বালগোপালের প্রায় রঙ্গ ॥
কি অপূর্ব্ব লৌহদণ্ড ধরেন লীলায়।
পূর্ণ দশ-অঙ্গুলি সুবর্ণমুদ্রিকায় ॥
শুক্ল নীল পীত—বহুবিধ পট্টবাস।
পরম বিচিত্র পরিধানের বিলাস ॥
বেত্র বংশী পাচনী জঠর তটে শোভে।
যার দরশনে ধ্যানে জগ-মন লোভে' ॥
রজত-নূপুর মল্ল শোভে শ্রীচরণে।
পরম মধুর ধ্বনি, গজেন্দ্রগমনে ॥
যে-দিগে চা'হেন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ।
সেই-দিগে হয় কৃষ্ণরস-মূর্ত্তিমন্ত ॥
হেনমতে নিত্যানন্দ পরম-কৌতুকে।
আছেন চৈতন্য-জন্মভূমি-নবদ্বীপে ॥

নবদ্বীপ—যে-হেন মথুরা-রাজধানী ।
কত-মত লোক আছে, অন্ত নাহি জানি ॥
হেন সব সুজন আছেন, যাহা দেখি ।
সর্ব্ব মহাপাপ হৈতে মুক্ত হয় পাপী ॥
তার মধ্যে দুর্জ্জন যে কত শত বৈসে ।
সর্ব্ব-ধর্ম্ম ঘুচে তার ছায়ার পরশে ॥
তাহারাও নিত্যানন্দপ্রভুর কৃপায় ।
কৃষ্ণ-পথে রত হৈল অতি অমায়ায় ॥
আপনে চৈতন্য কত করিলা মোচন ।
নিত্যানন্দ-দ্বারে উদ্ধারিলা ত্রিভুবন ॥
চোর-দস্যু পতিত-অধম-নাম যার ।
নানামতে নিত্যানন্দ কৈলেন উদ্ধার ॥
শুন শুন নিত্যানন্দপ্রভুর আখ্যান ।
চোর-দস্যু যেমতে করিলা পরিত্রাণ ॥
নবদ্বীপে বৈসে এক ব্রাহ্মণকুমার ।
তাহার সমান চোর-দস্যু নাহি আর ॥
যত চোর-দস্যু তার মহাসেনাপতি ।
নামে সে ব্রাহ্মণ, অতি পরম কুমতি ॥
পরবধে দয়ামাত্র নাহিক শরীরে ।
নিরন্তর দস্যুগণ-সংহতি বিহরে ॥
নিত্যানন্দস্বরূপের দেখি অলঙ্কার ।
সুবর্ণ প্রবাল মণি মুক্তা দিব্য-হার ॥
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে দেখি বহুবিধ ধন ।
হরিতে' হইল দস্যুব্রাহ্মণের মন ॥
মায়াকরি নিরবধি নিত্যানন্দ-সঙ্গে ।
ভ্রময়ে তাঁহার ধন হরিবারে রঙ্গে ॥
অন্তরে পরম দুষ্ট বিপ্র ভাল নয় ।
জানিলেন নিত্যানন্দ অন্তর হৃদয় ॥
হিরণ্যপণ্ডিত-নামে এক সুব্রাহ্মণ ।
সেহ নবদ্বীপে বৈসে—মহা-অকিঞ্চন ॥
সেই ভাগ্যবন্তের মন্দিরে নিত্যানন্দ ।
থাকিলা বিরলে প্রভু হইয়া অসঙ্গ ॥
সেই দুষ্ট ব্রাহ্মণ—পরমদুষ্টমতি ।
লইয়া সকল দস্যু করয়ে যুকতি ॥
"আরে ভাই ! সবে আর কেনে দুঃখ পাই ।
চণ্ডী-মা'য়ে নিধি মিলাইলা এক ঠাঁই ॥
এই অবধূতের দেহেতে অলঙ্কার ।
সোনা মুক্তা হীরা কসা বই নাহি আর ॥
কত লক্ষ টাকার পদার্থ নাহি জানি ।
চণ্ডী-মা'য়ে এক ঠাঁই মিলাইলা আনি ॥
শূন্য-বাড়ী-খানে থাকে হিরণ্যের ঘরে ।
কাড়িয়া আনিব এক-দণ্ডের ভিতরে ॥
ঢাল খাঁড়া লই সবে হও সমবায় ।
আজি গিয়া হানা দিব কতক নিশায় ॥"
এইমত যুক্তি করি সব দস্যুগণ ।
সবে নিশাভাগ জানি করিল গমন ॥
খাঁড়া ছুরি ত্রিশূল লইয়া জনে জনে ।
আসিয়া বেড়িলা নিত্যানন্দে সেইস্থানে ॥
একস্থানে রহিয়া সকল দস্যুগণ ।
আগে চর পাঠাইয়া দিলা একজন ॥
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু করেন ভোজন ।
চতুর্দ্দিকে হরিনাম লয় ভক্তগণ ॥
কৃষ্ণানন্দে মত্ত নিত্যানন্দ-ভৃত্যগণ ।
কেহ করে সিংহনাদ কেহ বা গর্জ্জন ॥
ক্রন্দন করয়ে কেহ পরানন্দরসে ।
কেহ করতালি দিয়া অট্ট অট্ট হাসে' ॥
'হই হই হায় হায়' করে কোনজন ।
কৃষ্ণানন্দে নিদ্রা নাহি, সবাই চেতন ॥
চরে আসি কহিলেক দস্যুগণস্থানে ।
"ভাত খায় অবধূত, জাগে সর্ব্বজনে ॥"

দস্যুগণ বলে "সবে শুউক খাইয়া।
আমরাও বসি সবে হানা দিব গিয়া॥"
বসিলা সকল দস্যু এক-বৃক্ষতলে।
পরধন লইবেক—এই কুতূহলে॥
কেহ বলে "মোহার সোণার তাড়বালা।"
কেহ বলে "মুঞি নিমু মুকুতার মালা॥"
কেহ বলে "মুঞি নিমু কর্ণ-আভরণ।"
"স্বর্ণহার নিমু মুঞি" বলে কোন জন॥
কেহ বলে "মুই নিমু রূপার নূপুর।"
সবে এই মনেকলা খায়েন প্রচুর॥
হেনই সময়ে নিত্যানন্দের ইচ্ছায়।
নিদ্রা ভগবতী আসি চাপিলা সবায়॥
সেইখানে ঘুমাইলা সব দস্যুগণ।
সবেই হইল অতি মহাঅচেতন॥
প্রভুর মায়ায় হেন হইল মোহিত।
রাত্রি পোহাইল, তবু নাহিক সম্বিত॥
কাকরবে জাগিলা সে সব দস্যুগণ।
রাত্রি নাহি দেখি সবে হৈলা দুঃখি-মন॥
আথে-ব্যথে ঢাল খাড়া ফেলাইয়া বনে।
সত্বরে চলিলা সব দস্যু গঙ্গা-স্নানে॥
শেষে সব দস্যুগণ নিজস্থানে গেলা।
সবেই সবারে গালি পাড়িতে লাগিলা॥
কেহ বলে "তুই আগে পড়িলি শুইয়া।"
কেহ বলে "তুই বড় আছিলি জাগিয়া॥"
কেহ বলে কলহ করহ কেনে আর।
লজ্জাধর্ম্ম চণ্ডী আজি রাখিলা সবার॥
দস্যুসেনাপতি সে ব্রাহ্মণ দুরাচার।
সে বলয়ে কলহ করহ কেনে আর॥
যে হইল সে হইল চণ্ডীর কৃপায়।
এক দিন গেলে কি সকল দিন যায়॥
বুঝিলাম চণ্ডী আসি মোহিলা আপনে।
বিনি-চণ্ডী-পূজিয়া গেলাম যে কারণে॥
ভাল করি আজি সবে মদ্য মাংস দিয়া।
চল সবে এক ঠাঁই চণ্ডী পূজি গিয়া॥"
এতেক করিয়া যুক্তি সব দস্যুগণ।
মদ্য মাংস দিয়া সবে করিলা পূজন॥
আর দিন দস্যুগণ কাচি নানা অস্ত্র।
আইলেক বীর-ছাঁদে পরি নীলবস্ত্র॥
মহানিশা—সর্ব্বলোক আছয়ে শয়নে।
হেনই সময়ে বেড়িলেক দস্যুগণে॥
বাড়ীর নিকটে থাকি দস্যুগণ দেখে।
চতুর্দ্দিকে অনেক পাইকে বাড়ী রাখে॥
চতুর্দ্দিকে অস্ত্রধারী পদাতিকগণ।
নিরবধি হরিনাম করেন গ্রহণ॥
পরম প্রকাণ্ড মূর্ত্তি—সবেই উদ্দণ্ড।
নানা-অস্ত্রধারী সবে—পরম প্রচণ্ড॥
সর্ব্বদস্যুগণ দেখে তার একজনে।
শতজন মারিতে পারয়ে সেইক্ষণে॥
সবার গলায় মালা, সর্ব্বাঙ্গে চন্দন।
নিরবধি করিতেছে নাম সঙ্কীর্ত্তন॥
নিত্যানন্দমহাপ্রভু আছেন শয়নে।
চতুর্দ্দিকে 'কৃষ্ণ' গায় সেই-সব-জনে॥
দস্যুগণ দেখি বড় হইলা বিস্মিত।
বাড়ী ছাড়ি সবে বসিলেন এক-ভিত॥
সর্ব্ব-দস্যুগণে যুক্তি লাগিলা করিতে।
"কোথাকার পদাতিক আইল এথাতে॥"
কেহ বলে "অবধূত কেমতে জানিয়া।
কাহার পাইক আনিয়াছে মাগিয়া॥"
কেহ বলে "ভাই! অবধূত বড় জ্ঞানী।
মাঝে মাঝে অনেক লোকের মুখে শুনি॥

জ্ঞানবান্ বড় অবধূত মহাশয়।
আপনার রক্ষা কিবা আপনে করয় ॥
অন্যথা যে সব দেখি পদাতিকগণ।
মনুষ্যের মত নাহি দেখি একজন ॥
হেন বুঝি—এই সব শক্তির প্রভাবে।
'গোসাঞি' করিয়া তানে কহে লোক সবে ॥
আর কেহ কেহ বলে "শুন শুন ভাই!
যে খায় যে পরে সে বা কেমত গোঁসাই ?"
সকল দস্যুর সেনাপতি যে ব্রাহ্মণ।
সে বলয়ে জানিলাম সকল কারণ ॥
যত বড় বড় লোক চারিদিগ হৈতে।
সবেই আইসে অবধূতেরে দেখিতে ॥
কোন্ দিগ হৈতে কোন্ বিশ্বাস নস্কর।
আসিয়াছে, তার পদাতিক বহুতর ॥
অতএব পদাতিকসকল ভাবক।
এই সে কারণে 'হরি হরি' করে জপ ॥
এবা নহে—তোলা-পদাতিক আনি থাকে।
তবে কতদিন এড়াইবে এই পাকে ॥
অতএব চল সবে আজি ঘরে যাই।
চাপে চুপে দিন দশ বসি থাক ভাই!"
এত বলি দস্যুগণ গেলা নিজ ঘরে।
অবধূতচন্দ্র-প্রভু স্বচ্ছন্দে বিহরে ॥
আর বার যুক্তি করি পাপী দস্যুগণে।
আইলেক নিত্যানন্দপ্রভুর ভবনে ॥
দৈবে সেই দিনে মহা-ঘোর অন্ধকার।
মহা-ঘোর-নিশা—নাহি লোকের সঞ্চার ॥
মহাভয়ঙ্কর নিশা চোর-দস্যুগণ।
দশ পাঁচ অস্ত্র একজনের কাচন ॥
প্রবিষ্ট হইল মাত্র বাড়ীর ভিতরে।
সবে হৈলা অন্ধ কেহ দেখিতে না পারে ॥
কিছু নাহি দেখে, অন্ধ হৈল দস্যুগণ।
সবেই হইল হত-প্রাণ-বুদ্ধি-মন ॥
কেহ গিয়া পড়ে গড় খাইর ভিতরে।
জোঁকে পোকে ডাঁসে তারে-কামড়াই মারে ॥
উচ্ছিষ্ট-গর্ত্তেতে কেহ কেহ গিয়া পড়ে।
তথায় মরয়ে বিছা পোকের কামড়ে ॥
কেহ কেহ পড়ে গিয়া কাঁটার উপরে।
গা'য়ে পা'য়ে কাঁটা ফুটে নড়িতে না পারে ॥
খালের ভিতরে গিয়া পড়ে কোন জন।
হাত পাও ভাঙ্গি পড়ে, করয়ে ক্রন্দন ॥
সেইখানে কারো কারো গা'য়ে হৈল জ্বর।
সব দস্যুগণ চিন্তা পাইল বিস্তর ॥
হেনই সময়ে ইন্দ্র পরম-কৌতুকী।
করিতে লাগিলা মহা-ঝড়-বৃষ্টি তথি ॥
একে মরে দস্যু, জোঁক পোকের কামড়ে।
বিশেষে মরয়ে আরো মহাবৃষ্টি ঝড়ে ॥
শিলা-বৃষ্টি পড়ে সব অঙ্গের উপরে।
প্রাণ নাহি যায়, ভাসে দুঃখের সাগরে ॥
হেন সে পড়য়ে এক মহাঝন্‌ঝনা।
ত্রাসে মূর্চ্ছা যায় সবে পাসরি আপনা ॥
মহাবৃষ্ট্যে দস্যুগণ তিতে নিরন্তর।
মহাশীতে সবার কম্পিত কলেবর ॥
অন্ধ হইয়াছে—কিছু না পায় দেখিতে।
মরে দস্যুগণ মহা-ঝড়-বৃষ্টি-শীতে ॥
নিত্যানন্দদ্রোহে আসিয়াছে এ জানিয়া।
ক্রোধে ইন্দ্র বিশেষে মারেন দুঃখ দিয়া ॥
কতক্ষণে দস্যুসেনাপতি যে ব্রাহ্মণ।
অকস্মাৎ ভাগ্যে তার হইল স্মরণ ॥
মনে ভাবে' বিপ্র "নিত্যানন্দ নর নহে।
সত্য এহো ঈশ্বর,—মনুষ্যে সত্য কহে ॥

একদিন মোহিলেন সবারে নিদ্রায়।
তথাপিও না বুঝিনু ঈশ্বরমায়ায় ॥
আরদিন মহাদ্ভুত পদাতিকগণ।
দেখাইল, তবু মোর নহিল চেতন ॥
যোগ্য মুঞি—পাপীষ্ঠের এ সব দুর্গতি।
হরিতে' প্রভুর ধন কেন কৈনু মতি ॥
এ মহাসঙ্কটে মোরে কে করিবে পার।
নিত্যানন্দ বই মোর গতি নাহি আর ॥"
এত ভাবি বিপ্র নিত্যানন্দের চরণ।
চিন্তিয়া একান্তভাবে লইল শরণ ॥
সে চরণ চিন্তিলে আপদ নাহি আর।
সেইক্ষণে কোটি অপরাধীর নিস্তার ॥
এইমত চিন্তিতে সকল দস্যুগণ।
সবার হইল দুইচক্ষু-বিমোচন ॥
নিত্যানন্দস্বরূপের স্মরণ প্রভাবে।
ঝড়-বৃষ্টি আর কার দেহে নাহি লাগে ॥
কতক্ষণে পথ দেখি সব দস্যুগণ।
মৃতপ্রায় হই সবে করিলা গমন ॥
সবে ঘর গিয়া সেইমতে দস্যুগণ।
গঙ্গাস্নান করিলেক গিয়া সেইক্ষণ ॥
দস্যুসেনাপতি বিপ্র কান্দিতে কান্দিতে।
নিত্যানন্দচরণে আইল সেইমতে ॥
বসিয়া আছেন নিত্যানন্দ বিশ্বনাথ।
পতিতজনের করি শুভদৃষ্টিপাত ॥
চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ করে হরিধ্বনি।
আনন্দে হুঙ্কার করে অবধূতমণি ॥
সেই মহাদস্যু-বিপ্র হেনই সময়।
'ত্রাহি' বলি বাহু তুলি দণ্ডবত হ'য় ॥
আপাদমস্তক পুলকিত সর্ব্ব-অঙ্গ।
নিরবধি অশ্রুধারা বহে, মহাকম্প ॥
হুঙ্কার গর্জ্জন নিরবধি বিপ্র করে।
বাহ্য নাহি জানে ডুবি আনন্দসাগরে ॥
নিত্যানন্দস্বরূপের প্রভাব দেখিয়া।
আপনা' আপনি নাচে হরষিত হয়া ॥
"ত্রাহি বাপ নিত্যানন্দ পতিতপাবন!"
বাহু তুলি এইমত বলে' ঘনেঘন ॥
দেখি হইলেন সবে পরম-বিস্মিত।
"এমত দস্যুর কেনে এমত চরিত ॥"
কেহ বলে "মায়া বা করিয়া আসিয়াছে।
কোন পাক করিয়া বা হানা দেয় পাছে ॥
কেহ বলে "নিত্যানন্দ পতিতপাবন।
কৃপায় বা ইহার করিলা ভালমন ॥"
বিপ্রের অত্যন্ত প্রেমবিকার দেখিয়া।
জিজ্ঞাসিলা নিত্যানন্দ ঈষৎ হাসিয়া ॥
প্রভু বলে "কহ বিপ্র! কি তোমার রীত।
বড় ত তোমার দেখি অদ্ভুত-চরিত ॥
কি শুনিলা কি দেখিলা কৃষ্ণ-অনুভব।
কিছু চিন্তা নাহি, অকপটে কহ সব ॥"
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সুকৃতি ব্রাহ্মণ।
কহিতে না পারে কিছু, করয়ে ক্রন্দন ॥
গড়াগড়ি যায় পড়ি সকল-অঙ্গনে।
হাসে' কান্দে নাচে গায় আপনা' আপনে ॥
সুস্থির হইয়া বিপ্র তবে কতক্ষণে।
কহিতে লাগিলা সব প্রভুবিদ্যমানে ॥
"এই নবদ্বীপে প্রভু! বসতি আমার।
নামে সে ব্রাহ্মণ—ব্যাধ-চণ্ডাল-আচার ॥
নিরন্তর দুষ্ট সঙ্গে করি ডাকা চুরি।
পরহিংসা বই জন্মে আর নাহি করি ॥
আমা দেখি সর্ব্ব নবদ্বীপ কাঁপে ডরে।
কিবা পাপ নাহি হয় আমার শরীরে ॥

দেখিয়া তোমার অঙ্গে দিব্য-অলঙ্কার।
তাহা হরিবারে চিত্ত হইল আমার॥
একদিন সাজি বহু লই দস্যুগণ।
হরিতে আইনু মুই শ্রীঅঙ্গের-ধন॥
সেদিন নিদ্রায় প্রভু! মোহিলা সবারে।
তোমার মায়ায় নাহি জানিনু তোমারে॥
আর দিন নানা মতে চণ্ডীকা পূজিয়া।
আইলাম খাঁড়া ছুরি ত্রিশূল লইয়া॥
অদ্ভুত-মহিমা দেখিলাম সেইদিনে।
সর্ব্ব বাড়ী আছে বেরি পদাতিকগণে॥
একৈক পদাতি যেন মত্ত হস্তি প্রায়।
আজানুলম্বিত মালা সবার গলায়॥
নিরবধি হরিধ্বনি সবার বদনে।
তুমি আছ গৃহ মাঝে আনন্দে শয়নে॥
হেন সে পাপীষ্ঠ-চিত্ত আমা সবাকার।
তবু নাহি বুঝিলাম মহিমা' তোমার॥
'কার পদাতিক আসিয়াছে কোথা হৈতে।'
এত ভাবি সেদিন গেলাম সেইমতে॥
তবে কতদিন বাদে কালি আইলাম।
আসিয়াই মাত্র দুই চক্ষু খাইলাম॥
বাড়ীতে প্রবিষ্ট হই সব দস্যুগণে।
অন্ধ হই সবে পড়িলাম নানাস্থানে॥
কাঁটা জোঁক পোক ঝড়-বৃষ্টি শিলাঘাতে।
সবে মরি কারো শক্তি নাহিক যাইতে॥
মহা যমযাতনা হইল যদি ভোগ।
তবে শেষে সবার হইল ভক্তি-যোগ॥
তোমার কৃপায় সবে তোমার চরণ।
করিনু একান্ত ভাবে সবেই স্মরণ॥
তবে হৈল সবার লোচন-বিমোচন।
হেন মহাপ্রভু তুমি পতিতপাবন॥
আমি সব এড়াইনু এ সব-যাতনা।
এ তোমার স্মরণের কোন্ বা মহিমা॥
রক্ষ রক্ষ নিত্যানন্দ শ্রীবালগোপাল!
রক্ষা কর' প্রভু! তুমি সর্ব্বজীবপাল!
যে জন আছাড়, প্রভু! পৃথিবীতে খায়।
পুনশ্চ পৃথিবী তারে হয়েন সহায়॥
এইমত যে তোমাতে অপরাধ-করে।
শেষে সেহ তোমার স্মরণে দুঃখ তরে'॥
তুমি সে জীবের ক্ষম' সর্ব্বঅপরাধ।
পতিতজনেরে তুমি করহ প্রসাদ॥
তথাপি যদ্যপি আমি ব্রহ্মঘ্ন গোবধী।
মোর বাড়া আর প্রভু! নাহি অপরাধী॥
সর্ব্ব-মহাপাতকীও তোমার শরণ।
লইলে, খণ্ডয়ে তার সংসার বন্ধন॥
জন্মাবধি তুমি সে জীবের রাখ প্রাণ্।
আন্তেও তুমি সে প্রভু! কর' পরিত্রাণ॥
যাঁহার স্মরণে খণ্ডে' অবিদ্যাবন্ধন।
অনায়াসে চলি যায় বৈকুণ্ঠভুবন॥"
কহিতে কহিতে বিপ্র কান্দে উভরায়।
হেন কৃপা করে প্রভু অবধূতরায়॥
শুনিয়া সবার হৈল মহাশ্চর্য্য-জ্ঞান।
ব্রাহ্মণের প্রতি সবে করেন প্রণাম॥
বিপ্র বলে "প্রভু! এবে আমার বিদায়।
এ দেহ রাখিতে মোরে আর না জুয়ায়॥
কেন মোর চিত্ত হৈল তোমার হিংসায়।
এই মোর প্রায়শ্চিত্ত—মরিব গঙ্গায়॥"
শুনি অতি অকৈতব বিপ্রের বচন।
তুষ্ট হইলেন প্রভু, সর্ব্বভক্তগণ॥
প্রভু বলে "বিপ্র! তুমি ভাগ্যবান বড়।
জন্ম জন্ম কৃষ্ণের সেবক তুমি দঢ়॥

নহিলে এমত কৃপা করিবেন কেনে ।
এ প্রকাশ অন্যে কি দেখয়ে ভক্ত বিনে ॥

পতিতপাবন হেতু চৈতন্যগোসাঞি ।
অবতরি আছেন, ইহাতে অন্য নাঞি ॥

শুন বিপ্র ! যতেক পাতক কৈলা তুমি ।
আর যদি না কর সে সব নিমু আমি ॥

পরহিংসা ডাকা চুরি সব অনাচার ।
ছাড় গিয়া সব তুমি, না করহ আর ॥

ধর্ম্মপথে গিয়া তুমি লও হরিনাম ।
তবে তুমি অন্যেরে করিবা পরিত্রাণ ॥

যত চোর-দস্যু সব ডাকিয়া আনিয়া ।
ধর্ম্মপথে সবারে লওয়াও তুমি গিয়া ॥”

এত বলি আপন-গলার-মালা আনি ।
তুষ্ট হই ব্রাহ্মণেরে দিলেন আপনি ॥

মহা-জয়-জয়-ধ্বনি হইলা তখন ।
বিপ্রের হইল সর্ব্ববন্ধবিমোচন ॥

কাকু করে বিপ্র প্রভুচরণে ধরিয়া ।
ক্রন্দন করয়ে বহু ডাকিয়া ডাকিয়া ॥

“ওহে প্রভু ! নিত্যানন্দ-পাতকীপাবন !
মুই-পাতকীরে দেহ চরণে শরণ ॥

তোমার হিংসায় যে হইল মোর মতি ।
মুই-পাপীষ্ঠের কোন্ লোকে হৈব গতি ॥

নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু-করুণাসাগর ।
পাদপদ্ম দিলা তার মস্তক-উপর ॥

চরণারবৃন্দ পাই মস্তকে প্রসাদ ।
ব্রাহ্মণের খণ্ডিল সকল অপরাধ ॥

সেই বিপ্র-দ্বারে যত চোর-দস্যুগণ ।
ধর্ম্মপথে আসি লৈলা চৈতন্যশরণ ॥

ডাকা চুরি পরহিংসা ছাড়ি অনাচার ।
সবার হইল অতি সাধু-ব্যবহার ॥

সবেই লয়েন হরিনাম লক্ষ লক্ষ ।
সবে হইলেন বিষ্ণু-ভক্তিযোগেদক্ষ ॥

কৃষ্ণ-প্রেমে মত্ত কৃষ্ণগান নিরন্তর ।
নিত্যানন্দপ্রভু হেন করুণাসাগর ॥

অন্য অবতারে কেহ ঝাট নাহি পায় ।
নিরবধি নিত্যানন্দ ‘চৈতন্য’ লওয়ায় ॥

যে ব্রাহ্মণ নিত্যানন্দস্বরূপ না মানে ।
তাহারে লওয়ায় সেই চোর-দস্যুগণে ॥

যোগেশ্বর-সবে, বাঞ্ছে যে প্রেম-বিকার ।
যে অশ্রু যে কম্প যে বা পুলক হুঙ্কার ॥

চোর-ডাকাতের হৈল সেই প্রেমভক্তি ।
হেন প্রভু-নিত্যানন্দস্বরূপের শক্তি ॥

ভজ ভজ ভাই ! হেন প্রভু-নিত্যানন্দ ।
যাঁহার প্রসাদে পাই প্রভু-গৌরচন্দ্র ॥

যে শুনয়ে নিত্যানন্দ-প্রভুর আখ্যান ।
তাহারে মিলয়ে গৌরচন্দ্র-ভগবান্ ॥

দস্যুগণ-মোচন, যে চিত্ত দিয়া শুনে ।
নিত্যানন্দ চৈতন্য দেখিবে সেইজনে ॥

যেইজন শুনে নিত্যানন্দের আখ্যান ।
তাহারে অবশ্য মিলে গৌরভগবান্ ॥

যেই গায় নিত্যানন্দস্বরূপ কৌতুকে ।
সে বিহরে অভয়-পরমানন্দ-সুখে ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান ।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীশচীমাতা মিলন ও চৌর-দস্যুগণ-মোচন নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

নিতাইচরিতে সন্দেহ এবং মহাপ্রভু কর্ত্তৃক ভঞ্জন

অষ্টম অধ্যায়

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয় জয় প্রভুর যতেক ভক্তবৃন্দ॥
হেনমতে মহাপ্রভু নিত্যানন্দচন্দ্র।
সর্ব্বদাস-সহ করে কীর্ত্তন-আনন্দ॥
বৃন্দাবনমধ্যে যেন করিলেন লীলা।
সেইমত নিত্যানন্দস্বরূপের খেলা॥
অকৈতবরূপে সর্ব্বজগতেরপতি।
লাওয়ায়েন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে রতিমতি॥
সঙ্গে পারিষদগণ—পরম-উদ্দাম।
সর্ব্ব নবদ্বীপে ভ্রমে, মহাজ্যোতির্ধাম॥
অলঙ্কার মালায় পূর্ণিত কলেবর।
কর্পূর তাম্বুল শোভে সুরঙ্গ অধর॥
দেখি নিত্যানন্দমহাপ্রভুর বিলাস।
কেহ সুখ পায়, কারো না জন্মে বিশ্বাস॥
নবদ্বীপধামে এক আছেন ব্রাহ্মণ।
চৈতন্যের সঙ্গে তার পূর্ব্ব অধ্যয়ন॥
নিত্যানন্দস্বরূপের দেখিয়া বিলাস।
চিত্তে তার কিছু জন্মিয়াছে অবিশ্বাস॥
চৈতন্যচন্দ্রেতে তার বড় দৃঢ়-ভক্তি।
নিত্যানন্দস্বরূপের না জানেন শক্তি॥
দৈবে সে ব্রাহ্মণ গেলেন নীলাচলে।
তথাই আছেন কতদিন কুতুহলে॥
প্রতিদিন যায় বিপ্র চৈতন্যের স্থানে।
পরম বিশ্বাস তার প্রভুর চরণে॥
দৈবে একদিন সেই ব্রাহ্মণ নিভৃতে।
চিত্তে ইচ্ছা করিলেন কিছু জিজ্ঞাসিতে॥
বিপ্র বলে "প্রভু! মোর এক নিবেদন।
করিব তোমার স্থানে, যদি দেহ মন॥
মোরে যদি ভৃত্য হেন জ্ঞান থাকে মনে।
ইহার কারণ প্রভু! কহ শ্রীবদনে॥
নবদ্বীপে গিয়া নিত্যানন্দ-অবধূত।
কিছু ত না বুঝি মুঞি করেন কিরূপ॥
সন্ন্যাস-আশ্রম তাঁর বলে সর্ব্বজন।
কর্পূর তাম্বুল সে ভক্ষণ অনুক্ষণ॥
ধাতুদ্রব্য পরশিতে নাহি সন্ন্যাসীরে।
সোণা রূপা মুক্তা সে তাঁহার কলেবরে॥
কষায় কৌপীন ছাড়ি দিব্য পট্টবাস।
ধরেন চন্দন মালা সদাই বিলাস॥
দণ্ড-ছাড়ি লৌহদণ্ড ধরেন বা কেনে।
শূদ্রের আশ্রমে সে থাকেন সর্ব্বক্ষণে॥
শাস্ত্র-মত মুঞি তাঁর না দেখি আচার।
এতেকে মোহার চিত্তে সন্দেহ অপার॥
'বড় লোক' বলি তাঁরে বলে সর্ব্বজনে।
তথাপি আশ্রমাচার না করেন কেনে॥
যদি মোরে 'ভৃত্য' হেম জ্ঞান থাকে মনে।
কি মর্ম্ম ইহার? প্রভু! কহ শ্রীবদনে॥"
সুকৃতি ব্রাহ্মণ প্রশ্ন কৈল শুভক্ষণে।
অমায়ায় প্রভু তবে কহিলেন তানে॥

শুনিয়া বিপ্রের বাক্য গৌরাঙ্গসুন্দর ।
হাসিয়া বিপ্রের প্রতি করিলা উত্তর ॥
“শুন বিপ্র ! যদি মহা-অধিকারী হয় ।
তবে তাঁর দোষ গুণ কিছু না জন্মায় ॥

তথাহি (ভাঃ ১২৷২০৷৩৬)

“ন মষ্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ ।
সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম্ ॥”
“পদ্মপত্রে কভু যেন না লাগয়ে জল ।
এইমত নিত্যানন্দস্বরূপ নির্ম্মল ॥
পরমার্থে কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার শরীরে ।
নিশ্চয় জানিহ বিপ্র ! সর্ব্বদা বিহরে ॥
অধিকারী বই করে তাঁহার আচার ।
দুঃখ পায় সেই জন, পাপ জন্মে তার ॥
রুদ্র বিনে অন্যে যদি করে বিষপান ।
সর্ব্বথায় মরে সর্ব্বপুরাণ প্রমাণ ॥

তথাহি (ভাঃ ১০৷৩৩৷৩০ ; ২৯)

“নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্‌যথাঽরুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্ ॥
ধর্ম্ম ব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্ ।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা ॥”
এতেকে যে না জানিয়া নিন্দে তাঁর কর্ম্ম ।
নিজ দোষে সে-ই দুঃখ পায় জন্ম জন্ম ॥
গর্হিত করয়ে যদি মহা-অধিকারী ।
নিন্দার কি দায়, তাঁরে হাসিলেই মরি ॥
ভাগবত হইতে এসব তত্ত্ব জানি ।
তাহা যদি বৈষ্ণব-গুরুর মুখে শুনি ॥
মহান্তের আচরণে হাসিলে যে হয় ।
চিত্ত দিয়া শুন ভাগবতে যেই কয় ॥
এককালে রাম-কৃষ্ণ গেলেন পড়িতে ।
বিদ্যা-পূর্ণ করি চিত্ত করিলা আসিতে ॥
‘কি দক্ষিণা দিব ?’ বলিলেন গুরু প্রতি ।
তবে পত্নীসঙ্গে গুরু করিলা যুকতি ॥
মৃতপুত্র মাগিলেন রাম-কৃষ্ণ-স্থানে ।
তবে রাম-কৃষ্ণ গেলা যমের সদনে ॥
আজ্ঞায় শিশুর সর্ব্বকর্ম্ম ঘুচাইয়া ।
যমালয় হৈতে পুত্র দিলেন আনিয়া ॥
পরম অদ্ভুত শুনি এসব আখ্যান ।
দেবকীও মাগিলেন মৃত-পুত্র-দান ॥
দৈবে একদিন রাম-কৃষ্ণ সম্বোধিয়া ।
কহেন দেবকী অতি কাতর হইয়া ॥
“শুন শুন রাম-কৃষ্ণ যোগেশ্বরেশ্বর !
তুমি দুই আদি নিত্য শুদ্ধ কলেবর ॥
সর্ব্বজগতের পিতা—তুমি-দুই-জন ।
আমি জানি তুমি-দুই পরম-কারণ ॥
জগতের উৎপত্তি স্থিতি বা প্রলয় ।
তোমার অংশের অংশ হৈতে সব হয় ॥
তথাপিও পৃথিবীর খণ্ডাইতে ভার ।
হইয়াছ মোর পুত্ররূপে অবতার ॥
যম-ঘর হৈতে যেন গুরুর নন্দন ।
আনিয়া দক্ষিণা দিলে তুমি-দুইজন ॥
মোর ছয়পুত্র যে মরিল কংস হৈতে ।
বড় চিত্ত মোর তাহা সবারে দেখিতে ॥
কত কাল গুরু-পুত্র আছিল মরিয়া ।
তাহা যেন আনি দিলা শক্তি প্রকাশিয়া ॥
এইমত আমারও কর পূর্ণকাম ।
আনি দেহ মোরে, মৃত ছয়পুত্র দান ॥
শুনি জননীর বাক্য কৃষ্ণ সঙ্কর্ষণ ।
সেইক্ষণে চলি গেলা বলির ভবন ॥

নিজ ইষ্টদেব দেখি বলি-মহারাজ।
মগ্ন হইলেন প্রেমানন্দসিন্ধুমাঝ ॥
দেহ গেহ পুত্র বিত্ত সকল বান্ধব।
সেইক্ষণে পাদপদ্মে আনি দিলা সব ॥
লোমহর্ষ অশ্রুপাত পুলক আনন্দে।
স্তুতি করে পাদপদ্ম ধরি বলি কান্দে ॥
"জয় জয় প্রকট অনন্ত সঙ্কর্ষণ ।
জয় জয় কৃষ্ণচন্দ্র গোকুলভূষণ ॥
জয় সখ্য গোপাচার্য্য হলধর-রাম ।
জয় জয় কৃষ্ণচন্দ্র ভক্তমনস্কাম ॥
যদ্যপিও শুদ্ধসত্ত্ব দেবঋষিগণ ।
তা সবার দুর্ল্লভ তোমার দরশন ॥
তথাপি সে হেন প্রভু ! করুণা তোমার।
তমোগুণ অসুরেও হও সাক্ষাৎকার ॥
অতএব শত্রু মিত্র নাহিক তোমাতে।
বেদেও কহেন, ইহা দেখিও সাক্ষাতে ॥
মারিতে যে আইল লইয়া বিষস্তন।
তাহারেও পাঠাইলে বৈকুণ্ঠ-ভুবন ॥
অতএব তোমার হৃদয় বুঝিবারে।
বেদে শাস্ত্রে যোগেশ্বর সবেই না পারে ॥
যোগেশ্বর সবে যার মায়া নাহি জানে।
মুই পাপী অসুর বা জানিব কেমনে ॥
এই কৃপা কর, মোরে সর্ব্বলোকনাথ !
গৃহ-অন্ধকূপে মোরে না করিহ পাত ॥
তোমার দুই পাদপদ্ম হৃদয়ে ভাবিয়া।
শান্ত হই বৃক্ষমূলে পড়ি থাকি গিয়া ॥
তোমার দাসের সনে মোরে কর দাস।
আর যেন চিত্তে মোর না থাকয়ে আশ ॥"
রাম-কৃষ্ণ পাদপদ্ম ধরিয়া হৃদয়ে।
এইমত স্তুতি করে বলি মহাশয়ে ॥
ব্রহ্মলোক শিবলোক যে চরণোদকে।
পবিত্র করিতেছেন ভাগীরথী রূপে ॥
হেন পুণ্য-জল বলি গোষ্ঠীর সহিতে।
পান করে শিরে ধরে ভাগ্যোদয় হৈতে ॥
গন্ধে, পুষ্প, ধূপ, দীপ, বস্ত্র, অলঙ্কার।
পাদপদ্মে দিয়া বলি করে নমস্কার ॥
আজ্ঞা কর প্রভু ! মোরে শিখাও আপনে।
যদি মোরে ভৃত্য হেন জ্ঞান থাকে মনে ॥
যে করয়ে প্রভু ! আজ্ঞাপালন তোমার।
সেই জন হয় বিধি-নিষেধের পার ॥
শুনিয়া বলির বাক্য প্রভু তুষ্ট হৈলা।
যে নিমিত্ত আগমন কহিতে লাগিলা ॥
প্রভু বলে "শুন শুন বলি-মহাশয়।
যে নিমিত্তে আইলাম তোমার আলয়-॥
আমার মায়ের ছয়পুত্র পাপী কংসে।
মারিলেক, সেই পাপে সেহ মৈল শেষে ॥
নিরবধি সেই পুত্র শোক সঙরিয়া।
কান্দেন দেবকী-মাতা দুঃখিতা হইয়া ॥
তোমার নিকটে আছে সেই ছয়জন।
তাহা নিব জননীর সন্তোষকারণ ॥
সে সব ব্রহ্মার পৌত্র সিদ্ধ দেবগণ।
তা সবার এত দুঃখ শুন যে-কারণ ॥
প্রজাপতি মরীচি—যে ব্রহ্মার নন্দন।
পূর্ব্বে তার পুত্র ছিল এই ছয়জন ॥
দৈবে ব্রহ্মা কামশরে হইয়া মোহিত।
লজ্জা ছাড়ি কন্যা প্রতি করিলেন চিত ॥
তাহা দেখি হাসিলেন এই ছয়জন।
সেই দোষে অধঃপাত হৈল সেইক্ষণ ॥
মহান্তের কর্ম্মেতে করিলা উপহাস।
অসুরযোনিতে পাইলেন গর্ব্ভবাস ॥

হিরণ্য-কশিপু জগতের দ্রোহ করে।
দেব-দেহ ছাড়ি জন্মিলেন তার ঘরে ॥

তথায় ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে ছয়জন।
নানা দুঃখ যাতনায় পাইল মরণ ॥

তবে যোগমায়া ধরি আনি আরবার।
দেবকীর গর্ব্ভে লৈয়া কৈলেন সঞ্চার ॥

ব্রহ্মারে যে হাসিলেন, সেই পাপ হৈতে।
সেহ দেহে দুঃখ পাইলেন নানামতে ॥

জন্ম হৈতে অশেষ প্রকার যাতনায়।
ভাগিনা—তথাপি মারিলেন কংস-রায় ॥

দেবকী এ সব গুপ্ত রহস্য না জানে।
আপনার পুত্র বলে তা সবারে গণে ॥

সেই ছয় পুত্র জননীরে দিব দান।
এই কার্য্য লাগি আইলাম তোমা স্থান ॥

দেবকীর স্তনপানে সেই ছয়জন।
পাপ হৈতে মুক্ত হইবেন সেইক্ষণ ॥

প্রভু বলে "শুন শুন বলি-মহাশয়!
বৈষ্ণবের কর্ম্মেতে হাসিলে হেন হয় ॥

সিদ্ধ-সব পাইলেন এতেক যাতনা।
অসিদ্ধ-জনের দুঃখ কি কহিব সীমা ॥

যে দুষ্কৃতি জন বৈষ্ণবের নিন্দা করে।
জন্ম জন্ম নিরবধি সে-ই দুঃখে মরে ॥

শুন বলি! এই শিক্ষা করাই তোমারে।
কভু পাছে নিন্দা হাস্য কর' বৈষ্ণবেরে ॥

মোর পূজা মোর নামগ্রহণ যে করে।
মোর ভক্ত নিন্দে' যদি, তারে বিঘ্ন ধরে ॥

মোর ভক্তপ্রতি প্রেমভক্তি করে যে।
নিঃসংশয় বলিলাম মোরে পায় সে ॥

তথাহি (বরাহ-পুরাণে)

"সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুতসেবিনাম্।
নিঃসংশয়স্তু তদ্ভক্তপরিচর্য্যারতাত্মনাম্ ॥"

মোর ভক্ত না পূজে আমারে পূজে মাত্র।
সে দাম্ভিক, নহে মোর প্রসাদের পাত্র ॥

তথাহি (শ্রীহরিভক্তি সুধোদয়ে ১৩.৭৬)

"অর্চ্চায়িত্বাতুগোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়ন্তি যে।
ন তে বিষ্ণুপ্রসাদস্য ভাজনং দাম্ভিকা জনাঃ ॥

তুমি বলি! মোর প্রিয়সেবক সর্ব্বথা।
অতএব তোমারে কহিনু গোপ্য-কথা ॥'
শুনিয়া প্রভুর শিক্ষা বলি-মহাশয়।
অত্যন্ত আনন্দযুক্ত হইলা হৃদয় ॥
সেইক্ষণে ছয় শিশু আজ্ঞা শিরে ধরি।
সম্মুখে দিলেন আনি পুরস্কার করি ॥
তবে রাম-কৃষ্ণ প্রভু লই ছয়জন।
জননীরে আনিয়া দিলেন ততক্ষণ ॥
মৃত পুত্র দেখিয়া দেবকী সেইক্ষণে।
স্নেহে স্তন সবারে দিলেন হর্ষমনে ॥
ঈশ্বরের অবশেষ-স্তন করি পান।
সেইক্ষণে সবার হইল দিব্য-জ্ঞান ॥
দণ্ডবত হই সবে ঈশ্বর-চরণে।
পড়িলেন সাক্ষাতে দেখয়ে সর্ব্বজনে ॥
তবে প্রভু কৃপাদৃষ্টে সবারে চা'হিয়া।
শিখাইতে লাগিলেন সদয় হইয়া ॥
'চল চল দেবগণ! যাহ নিজ-বাস।
মহান্তেরে আর নাহি কর' উপহাস ॥
ঈশ্বরের শক্তি ব্রহ্মা—ঈশ্বর-সমান।
মন্দ কর্ম্ম করিলেও মন্দ নহে তান ॥

তাঁহানে হাসিয়া এত পাইলে যাতনা ।
হেন বুদ্ধি নাহি আর—করিহ কামনা ॥
ব্রহ্মাস্থানে গিয়া মাগি লহ অপরাধ ।
তবে সবে চিত্তে পুনঃ পাইবা প্রসাদ ॥
ঈশ্বরের আজ্ঞা শুনি সেই ছয়জন ।
পরম-আদরে আজ্ঞা করিয়া গ্রহণ ॥
পিতা-মাতা-রাম-কৃষ্ণ-পদে নমস্করি ।
চলিলেন সর্ব্বদেবগণে নিজ-পুরী ॥
কহিলাম "এই বিপ্র ! ভাগবতকথা ।
নিত্যানন্দ-প্রতি দ্বিধা ছাড়হ সর্ব্বথা ॥
নিত্যানন্দস্বরূপ পরম-অধিকারী ।
অল্পভাগ্যে তাহারে জানিতে নাহি পারি ॥
অলৌকিকচেষ্টা যে বা কিছু দেখ তান ।
তাহাতেও আদর করিলে পাই ত্রাণ ॥
পতিতের ত্রাণ লাগি তাঁর অবতার ।
তাঁহা হৈতে সর্ব্বজীব পাইব উদ্ধার ॥
তাঁহার আচার—বিধি-নিষেধের পার ।
তাঁহারে জানিতে শক্তি আছয়ে কাহার ॥
না বুঝিয়া নিন্দে' তাঁর চরিত্র অগাধ ।
পাইয়াও বিষ্ণুভক্তি তার হয় বাধ ॥
চল বিপ্র ! তুমি শীঘ্র নবদ্বীপে যাও ।
এই কথা কহি তুমি সবারে বুঝাও ॥
পাছে তাঁরে কেহ কোনরূপে নিন্দা করে ।
তবে আর রক্ষা তার নাহি যম-ঘরে ॥
যে তাঁহারে প্রীতি করে, সে করে আমারে ।
সত্য সত্য বিপ্র ! এই কহিল তোমারে ॥
মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে ।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিল তোমারে ॥"

তথাহি—

গৃহ্ণীয়াদ্‌যবনীপাণিং বিশেদ্বাশৌণ্ডিকালয়ং ।
তথাপি ব্রহ্মণো বন্দ্যং, নিত্যানন্দপদাম্বুজং ॥

শুনিয়া প্রভুর বাক্য সুকৃতি ব্রাহ্মণ ।
পরম-আনন্দযুক্ত হইল তখন ॥
নিত্যানন্দ প্রতি বড় জন্মিল বিশ্বাস ।
তবে আইলেন নবদ্বীপ—নিজ-বাস ॥
সেই ভাগ্যবন্ত বিপ্র আসি নবদ্বীপে ।
সর্ব্বাগ্রে আইলা নিত্যানন্দের সমীপে ॥
অকৈতবে কহিলেন নিজ অপরাধ ।
প্রভুও শুনিয়া তাঁরে করিলা প্রসাদ ॥
হেন নিত্যানন্দস্বরূপের ব্যবহার ।
বেদগুহ্য লোকবাহ্য যাঁহার আচার ॥
পরমার্থে নিত্যানন্দ—পরম যোগেন্দ্র ।
যাঁরে কহি—আদি-দেব ধরণী-ধরেন্দ্র ॥
সহস্রবদন নিত্য-শুদ্ধ-কলেবর ।
চৈতন্যের কৃপা বিনা জানিতে দুষ্কর ॥
কেহ বলে "নিত্যানন্দ যেন বলরাম ।"
কেহ বলে "চৈতন্যের বড় প্রেমধাম ॥"
কেহ বলে "মহাতেজী অংশ অধিকারী ।"
কেহ বলে "কোনরূপ বুঝিতে না পারি ॥"
কিবা জীব নিত্যানন্দ, কিবা ভক্ত জ্ঞানী ।
যার যেই মত ইচ্ছা না বলয়ে কেনি ॥
সে আমার প্রভু, আমি জন্ম জন্ম দাস ।
তাঁহার চরণে মোর এই অভিলাষ ॥
আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর ।
এ বড় ভরসা আমি ধরিয়ে অন্তর ॥
হেন দিন হৈব কি চৈতন্য-নিত্যানন্দ ।
দেখিব বেষ্টিত চতুর্দ্দিকে ভক্তবৃন্দ ॥

জয় জয় জয় মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র।
দিলাও মিলাও তুমি প্রভু নিত্যানন্দ ॥
তথাপিও এই কৃপা কর' গৌর-হরি।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে যেন তোমা' না পাসরি ॥
যথা তথা তুমি-দুই কর অবতার।
তথা তথা দাস্য মোরে হউ অধিকার ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান।

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে নিতাই-চরিতে-সন্দেহ এবং মহাপ্রভু কর্তৃক-ভঞ্জন নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥

নীলাচলে মহাপ্রভু-সম্মিলন

নবম অধ্যায়

হেনমতে নিত্যানন্দ নবদ্বীপপুরে।
বিহরেন প্রেমভক্তি-আনন্দসাগরে ॥
নিরবধি ভক্তসঙ্গে করেন কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-নৃত্য-গীত হৈল সবার ভজন ॥
গোপশিশুগণ-সঙ্গে প্রতি-ঘরে-ঘরে।
যেন ক্রীড়া করিলেন গোকুলনগরে ॥
সেইমত গোকুলের আনন্দ প্রকাশি।
কীর্ত্তন করেন নিত্যানন্দ সুবিলাসী ॥
ইচ্ছাময় নিত্যানন্দচন্দ্র ভগবান্।
গৌরচন্দ্র দেখিতে হইল ইচ্ছা তান ॥
আই-স্থানে হইলেন সন্তোষে বিদায়।
নীলাচলে চলিলেন চৈতন্য-ইচ্ছায় ॥
পরম-বিহ্বল পারিষদগণ-সঙ্গে।
আইলেন শ্রীচৈতন্য-নাম-গুণ-রঙ্গে ॥
হুঙ্কার, গর্জ্জন, নৃত্য, আনন্দ, ক্রন্দন।
নিরবধি করে সব পারিষদগণ ॥
এইমত সর্ব্বপথে প্রেমানন্দরসে।
আইলেন নীলাচলে কতেক দিবসে ॥
কমলপুরেতে আসি প্রাসাদ দেখিয়া।
পড়িলেন নিত্যানন্দ মূর্চ্ছিত হইয়া ॥
নিরবধি নয়নে বহয়ে প্রেম-ধার।
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' বলি করেন হুঙ্কার ॥
আসিয়া বসিলা এক পুষ্পের উদ্যানে।
কে বুঝে তাঁহার ইচ্ছা শ্রীচৈতন্য বিনে ॥
নিত্যানন্দ-বিজয় জানিয়া গৌরচন্দ্র।
একেশ্বর আইলেন ছাড়ি ভক্তবৃন্দ ॥
ধ্যানানন্দে যেখানে আছেন নিত্যানন্দ।
সেই স্থানে বিজয় হইলা গৌরচন্দ্র ॥
প্রভু আসি দেখে—নিত্যানন্দ ধ্যানপর।
প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলা বহুতর ॥
শ্লোক বন্দে নিত্যানন্দমহিমা বর্ণিয়া।
প্রদক্ষিণ করে প্রভু প্রেমপূর্ণ হৈয়া ॥
শ্রীমুখের শ্লোক শুন—নিত্যানন্দ স্তুতি।
যে শ্লোক পড়িলে হয় নিত্যানন্দে রতি ॥

তথাহি—
"গৃহ্নীয়াদ্ যবনীপাণিং বিশেদ্বা শৌণ্ডিকালয়ং
তথাপি ব্রহ্মণো বন্দ্যং নিত্যানন্দপদাম্বুজং ॥

"মদিরা যবনী যদি ধরে নিত্যানন্দ।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য" বলে গৌরচন্দ্র ॥
এই শ্লোক পড়ি প্রভু প্রেমবৃষ্টি করি।
নিত্যানন্দ-প্রদক্ষিণ করে গৌরহরি ॥
নিত্যানন্দস্বরূপ জানিয়া সেইক্ষণে।
উঠিলেন 'হরি' বলি পরমসম্ভ্রমে ॥
দেখি নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্রের-বদন।
কি আনন্দ হৈল, তাহা না যায় বর্ণন ॥
'হরি' বলি সিংহনাদ লাগিলা করিতে।
প্রেমানন্দে আছাড় পাড়েন পৃথিবীতে ॥

দুইজন প্রদক্ষিণ করেন দুঁহারে।
দুঁহে দণ্ডবত হই পড়েন দুঁহারে॥
ক্ষণে দুই প্রভু করে প্রেম-আলিঙ্গন।
ক্ষণে গলাধরি করে আনন্দ-ক্রন্দন॥
পরানন্দে গড়াগড়ি যায় দুইজন।
মহামত্ত সিংহ জিনি দুঁহার গর্জ্জন॥
কি অদ্ভুত প্রীতি সে করেন দুইজনে।
পূর্ব্বে যেন শুনিয়াছি শ্রীরামলক্ষ্মণে॥
দুইজনে শ্লোক পড়ি বর্ণেন দুঁহারে।
দুঁহারেই দুঁহে যোড়হস্তে নমস্কারে॥
অশ্রু, কম্প, হাস্য, মূর্চ্ছা, পুলক বৈবর্ণ।
কৃষ্ণভক্তি বিকারের যত আছে মর্ম্ম॥
ইহা বই দুই শ্রীবিগ্রহে আর নাঞি।
সব করে করায়েন চৈতন্যগোসাঞি॥
কি অদ্ভুত প্রেমভক্তি হইল প্রকাশ।
নয়ন করিয়া দেখে যে একান্তদাস॥
তবে কতক্ষণে প্রভু যোড়হস্ত করি।
নিত্যানন্দপ্রতি স্তুতি করে গৌরহরি॥
"নামরূপে তুমি নিত্যানন্দ মূর্ত্তিমন্ত।
শ্রীবৈষ্ণবধাম তুমি—ঈশ্বর অনন্ত॥
যত কিছু তোমার শ্রীঅঙ্গে অলঙ্কার।
সত্য সত্য সত্য ভক্তিযোগ-অবতার॥
স্বর্ণ, মুক্তা, রূপা-কসা-রুদ্রাক্ষাদি রূপে।
নববিধা ভক্তি ধরিয়াছ নিজসুখে॥
নীচজাতি পতিত অধম যত জন।
তোমা হৈতে সবার হইল বিমোচন॥
যে ভক্তি দিয়াছ তুমি বনিক্-সবারে।
তাহা বাঞ্ছে সুর সিদ্ধ মুনি যোগেশ্বরে॥
'স্বতন্ত্র' করিয়া বেদে যে কৃষ্ণেরে কয়।
হেন কৃষ্ণ পার তুমি করিতে বিক্রয়॥
তোমার মহিমা জানিবার শক্তি কার।
মূর্ত্তিমন্ত তুমি কৃষ্ণরস-অবতার॥
বাহ্য নাহি জান' তুমি সঙ্কীর্ত্তন সুখে।
অহর্নিশ কৃষ্ণগুণ তোমার শ্রীমুখে॥
কৃষ্ণচন্দ্র তোমার হৃদয়ে নিরন্তর।
তোমার বিগ্রহ কৃষ্ণবিলাসের ঘর॥
অতএব তোমারে যে জনে প্রীতি করে।
সত্য সত্য কভু কৃষ্ণ না ছাড়েন তাঁরে॥"
তবে কতক্ষণে নিত্যানন্দ মহাশয়।
বলিতে লাগিলা অতি করিয়া বিনয়॥
"প্রভু হই তুমি যে আমাকে কর স্তুতি।
এ তোমার বাৎসল্য ভক্তের প্রতি অতি॥
প্রদক্ষিণ কর, কিবা কর নমস্কার।
কিবা মার, কিবা রাখ, যে ইচ্ছা তোমার॥
কোন্ বা বক্তব্য প্রভু! আছে তোমা স্থানে।
কিবা নাহি দেখ তুমি দিব্য-দরশনে॥
মন প্রাণ সবার ঈশ্বর প্রভু! তুমি।
তুমি যে করাও সেইরূপ করি আমি॥
আপনেই মোরে তুমি দণ্ড ধরাইলা।
আপনেই ঘুচাইয়া এরূপ করিলা॥
তাড়, খাড়ু, বেত্র, বংশী, শিঙ্গা, ছান্দ দড়ি।
ইহা ধরিলাম আমি মুনিধর্ম্ম ছাড়ি॥
আচার্য্যাদি তোমার যতেক প্রিয়গণ।
সবারেই দিলা তপ-ভক্তি-আচরণ॥
মুনিধর্ম্ম ছাড়াইয়া যে কৈলে আমারে।
ব্যবহারি-জনে দেখি সবে হাস্য করে॥
তোমার নর্ত্তক আমি, নাচাও যেরূপে।
সেইরূপে নাচি আমি তোমার কৌতুকে॥
নিগ্রহ কি অনুগ্রহ—তুমি সে প্রমাণ।
বৃক্ষদ্বারে কর তুমি তোমারি সে নাম॥"

প্রভু বলে "তোমার যে দেহে অলঙ্কার।
নববিধা ভক্তি বই কিছু নহে আর ॥
শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি নমস্কার।
এই সে তোমার সর্ব্বকাল অলঙ্কার ॥
নাগ-বিভূষণ যেন ধরেন শঙ্করে।
তাহা নাহি সর্ব্বজনে বুঝিবারে পারে ॥
পরমার্থে মহাদেব-অনন্ত-জীবন।
নাগ-ছলে অনন্ত ধরেন সর্ব্বক্ষণ ॥
না বুঝিয়া নিন্দে তাঁর চরিত্র অগাধ।
যতেক নিন্দয়ে তার হয় কার্য্য-বাধ ॥
আমি ত তোমার অঙ্গে ভক্তিরস বিনে।
অন্য নাহি দেখি কভু কায়-বাক্য মনে ॥
নন্দগোষ্ঠে বসি তুমি বৃন্দাবনসুখে।
ধরিয়াছ অলঙ্কার আপন কৌতুকে ॥
ইহা দেখি যে সুকৃতি চিত্তে পায় সুখ।
সে অবশ্য দেখিবেক কৃষ্ণের শ্রীমুখ ॥
বেত্র, বংশী, শিঙ্গা, গুঞ্জাহার, মাল্য, গন্ধ।
সর্ব্বকাল এইরূপ তোমার শ্রীঅঙ্গ ॥
যতেক বালক দেখি তোমার সংহতি।
শ্রীদাম-সুদাম-প্রায় লয় মোর মতি ॥
বৃন্দাবনক্রীড়ার যতেক শিশুগণ।
সকল তোমার সঙ্গে—লয় মোর মন ॥
সেই ভাব সেই কান্তি সেই সর্ব্বশক্তি।
সর্ব্ব দেহ দেখি সেই নন্দগোষ্ঠ-ভক্তি ॥
এতেকে যে তোমারে, তোমার সেবকেরে।
প্রীতি করে, সত্য সত্য সে করে আমারে ॥"
স্বানুভাবানন্দে দুই—মুকুন্দ অনন্ত।
কিরূপে কহেন কথা, কে জানয়ে অন্ত ॥
কতক্ষণে দুই প্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া।
বসিলেন নিভৃতে পুষ্পের বনে গিয়া ॥
ঈশ্বরে পরমেশ্বরে হইল কি কথা।
বেদে সে ইহার তত্ত্ব জানেন সর্ব্বথা ॥

নিত্যানন্দে চৈতন্যে যখন দেখা হয়।
প্রায় আর কেহ নাহি থাকে সে সময় ॥

কি করেন আনন্দবিগ্রহ দুইজন।
চৈতন্য-ইচ্ছায় কেহ না থাকে তখন ॥

নিত্যানন্দস্বরূপ ও প্রভু ইচ্ছা জানি।
একান্তে সে আসিয়া দেখেন ন্যাসীমণি ॥

আপনারে যেন প্রভু না করেন ব্যক্ত।
এইমত লুকায়েন নিত্যানন্দ তত্ত্ব ॥

সুকোমল দুর্ব্বিজ্ঞেয় ঈশ্বর-হৃদয়।
বেদে শাস্ত্রে ব্রহ্মা শিব সবে এই কয় ॥

না বুঝি না জানি মাত্র সবে গায় গাঁথা।
লক্ষ্মীর এই সে বাক্য, অন্যের কি কথা ॥

এইমত ভাবরঙ্গে চৈতন্যগোসাঞি।
এক কথা না কহেন একজন-ঠাঞি ॥
হেন সে তাঁহার রঙ্গ সবেই মানেন।
"আমার অধিক প্রীতি কারে না বাসেন ॥

আমারে সে কহেন সকল গোপ্য-কথা।
মুনিধর্ম্ম করি কৃষ্ণ ভজিব সর্ব্বথা ॥

বেত্র, বংশী, বর্হা, গুঞ্জামালা, ছাঁদ-দড়ি।
ইহা বা ধরেন কেনে মুনিধর্ম্ম ছাড়ি ॥"

কেহ বলে "ভক্ত-নাম যতেক প্রকার।
বৃন্দাবনে গোপ-ক্রীড়া অধিক সবার ॥

গোপ-গোপী-ভক্তি সব তপস্যার ফল।
তাহা বাঞ্ছে ব্রহ্মা শিব ঈশ্বর-সকল ॥

অতি কৃপাপাত্র সে গোকুলভাব পায়।
যে ভক্তি বাঞ্ছেন প্রভু শ্রীউদ্ধবরায় ॥

তথাহি (ভাঃ ১০।৪৭।৬৩)
"বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ং ॥"

এইমত যে বৈষ্ণব করেন বিচার।
সর্ব্বত্রেই গৌরচন্দ্র করেন স্বীকার ॥
অন্যান্যেও রাজা যেন ঈশ্বর ইচ্ছায়।
হেন রঙ্গী মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গরায় ॥
কৃষ্ণের কৃপায় সবে আনন্দে বিহ্বল।
কখন কখন বাজে আনন্দ-কন্দল ॥
ইহাতে যে এক ঈশ্বরের পক্ষ হৈয়া।
অন্য ঈশ্বরেরে নিন্দে, সে-ই অভাগিয়া ॥
ঈশ্বরের অভিন্ন—সকল-ভক্তগণ।
দেহের যেমন বাহু অঙ্গুলি চরণ ॥
তথাপিও সর্ব্ব-বৈষ্ণবের এই কথা।
সবার ঈশ্বর— কৃষ্ণচৈতন্য সর্ব্বথা ॥
নিয়ন্তা পালক স্রষ্টা অবিজ্ঞাততত্ত্ব।
সবে মেলি এই মাত্র গায়েন মহত্ত্ব ॥
আবির্ভাব হইতেছে যে সব শরীরে।
তাঁ সবার অনুগ্রহে ভক্তি-ফল ধরে ॥
সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্বশক্তি দিয়াও আপনে।
অপরাধে শাস্তিরও করেন ভাল-মনে ॥
ইতিমধ্যে আছয়ে বিশেষ দুই প্রতি।
নিত্যানন্দ, অদ্বৈতেরে না ছাড়েন স্তুতি ॥
কোটি অলৌকিক যদি এ দুই করেন।
তথাপিও গৌরচন্দ্র কিছু না বলেন ॥
এইমত কতক্ষণ পরানন্দ করি।
অবধূতচন্দ্রসঙ্গে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥
তবে নিত্যানন্দস্থানে হইয়া বিদায়।
বাসায় আইলা প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গরায় ॥
নিত্যানন্দস্বরূপে পরম-হর্ষ-মনে।
আনন্দে চলিলা জগন্নাথ-দরশনে ॥
নিত্যানন্দ-চৈতন্যে যে হৈল দরশন।
ইহার শ্রবণে সর্ব্ব-বন্ধ-বিমোচন ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগ গান ॥

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে নীলাচলে, মহাপ্রভু সম্মিলন নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥

নিত্যানন্দপ্রভুর-জগন্নাথ-দর্শন ও গদাধর গৃহে-ভোজন

দশম অধ্যায়

জগন্নাথ দেখি মাত্র নিত্যানন্দরায়।
আনন্দে বিহ্বল হই গড়াগড়ি যায়॥
আছাড় পাড়েন প্রভু প্রস্তর-উপরে।
শতজনে ধরিলেও ধরিতে না পারে॥
জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা সুদর্শন।
সবা দেখি নিত্যানন্দ করেন ক্রন্দন॥
সবার গলার মালা ব্রাহ্মণে আনিয়া।
পুনঃ পুনঃ দেন সবে প্রভাব জানিয়া॥
নিত্যানন্দ দেখি যত জগন্নাথদাস।
সবার জন্মিল অতি পরম উল্লাস॥
যে জন না চিনে সে জিজ্ঞাসে কারো ঠাঁই।
সবে কহে "এই কৃষ্ণচৈতন্যের ভাই॥"
নিত্যানন্দস্বরূপ সবারে করি কোলে।
সিঞ্চিলা সবার অঙ্গ নয়নের জলে॥
তবে জগন্নাথ হেরি হর্ষ সর্ব্ব গণে।
আনন্দে চলিলা গদাধর দরশনে॥
নিত্যানন্দ গদাধরে যে প্রীত অন্তরে।
ইহা কহিবারে শক্তি ঈশ্বরে সে ধরে॥
গদাধরভবনে মোহন গোপীনাথ।
আছেন, যে-হেন নন্দকুমার সাক্ষাৎ॥
আপনে চৈতন্য তাঁরে করিয়াছেন কোলে।
অতিপাষণ্ডীও সে বিগ্রহ দেখি ভুলে॥
দেখি শ্রীমুরলীমুখ অঙ্গের ভঙ্গিমা।
নিত্যানন্দ-আনন্দ-অশ্রুর নাহি সীমা॥
নিত্যানন্দ-বিজয় জানিয়া গদাধর।
ভাগবতপাঠ ছাড়ি আইলা সত্বর॥
দুঁহে মাত্র দেখিয়া দুঁহার শ্রীবদন।
গলা-ধরি লাগিলেন করিতে ক্রন্দন॥
অন্যান্যেও দুই প্রভু করে নমস্কার।
অন্যান্যেও দোঁহে বলে মহিমা দুঁহার॥
কেহ বলে "আজি হইল লোচন নির্ম্মল।"
কেহ বলে "আজি হৈল জনম সফল॥"
বাহ্যজ্ঞান নাহি দুইপ্রভুর শরীরে।
দুই-প্রভু ভাসে ভক্তি-আনন্দ-সাগরে॥
হেন সে হইল প্রেমভক্তির প্রকাশ।
দেখি চতুর্দ্দিকে পড়ি কান্দে সর্ব্বদাস॥
কি অদ্ভুত প্রীতি নিত্যানন্দ-গদাধরে।
একের অপ্রিয় তারে সম্ভাষা না করে॥
গদাধরদেবের সঙ্কল্প এইরূপ।
নিত্যানন্দ-নিন্দুকের না দেখেন মুখ॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপেরে প্রীতি যার নাই।
দেখাও না দেন তারে পণ্ডিতগোঁসাই॥
তবে দুই-প্রভু স্থির হই একস্থানে।
বসিলেন চৈতন্যমঙ্গল-সঙ্কীর্ত্তনে॥
তবে গদাধরদেব নিত্যানন্দপ্রতি।
নিমন্ত্রণ করিলেন "আজি ভিক্ষা ইথি।"
নিত্যানন্দ গদাধর-ভিক্ষার কারণে।
এক-মণ চাউল আনিয়াছেন যতনে॥

অতি সূক্ষ্ম-শুক্ল দেবযোগ্য সর্ব্বমতে।
গদাধর লাগি আনিয়াছেন গৌড় হৈতে॥
আর একখানি বস্ত্র—রঙ্গিন সুন্দর।
দুই-আনি দিলা গদাধরের গোচর॥
"গদাধর! এ তণ্ডুল করিয়া রন্ধন।
শ্রীগোপীনাথেরে দিয়া করিবা ভোজন॥"
তণ্ডুল দেখিয়া হাসে' পণ্ডিত গোসাঞি।
"নয়নে ত এমন তণ্ডুল দেখি নাঞি॥
এ তণ্ডুল গোসাঞি কি বৈকুণ্ঠে থাকিয়া।
আনিয়াছেন কি গোপীনাথের লাগিয়া?
লক্ষ্মীমাত্র এ তণ্ডুল করেন রন্ধন।
কৃষ্ণ যে ইহার ভোক্তা, তবে ভক্তগণ॥"
আনন্দে তণ্ডুল প্রশংসেন গদাধর।
বস্ত্র লই গেলা গোপীনাথের গোচর॥
দিব্য-রঙ্গ-বস্ত্র গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে।
দিলেন, দেখিয়া শোভা ভাসেন আনন্দে॥
তবে রন্ধনের কার্য্য করিতে লাগিলা।
আপন টোটায় শাক তুলিতে লাগিলা॥
কেহ বোনে নাহি—দৈবে হইয়াছে শাক।
তাহা তুলি আনিয়া করিলা এক পাক॥
তেঁতুল বৃক্ষের যত পত্র সুকোমল।
তাহা আনিয়া তথি দিলা লবণ জল॥
তার এক ব্যঞ্জন করিলা অম্ল-নাম।
রন্ধন করিয়া গদাধর ভাগ্যবান্॥
গোপীনাথ-অগ্রে লৈয়া ভোগ লাগাইলা।
হেনকালে গৌরচন্দ্র আসিয়া মিলিলা॥
প্রসন্ন শ্রীমুখে 'হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি।
বিজয় হইলা গৌরচন্দ্র কুতূহলী॥
"গদাধর! গদাধর!" ডাকে গৌরচন্দ্র।
সম্ভ্রমে বন্দেন গদাধর পদদ্বন্দ্ব॥
হাসিয়া বলেন প্রভু "কেন গদাধর!
আমি কেন নহি নিমন্ত্রণের ভিতর?
আমিত তোমরা-দুই হৈতে ভিন্ন নহি।
না দিলেও তোমরা, বলেতে আমি খাই॥
নিত্যানন্দদ্রব্য—গোপীনাথের প্রসাদ।
তোমার রন্ধন—মোর ইথে আছে ভাগ॥"
কৃপাবাক্য শুনি নিত্যানন্দ গদাধর।
মগ্ন হইলেন সুখ-সাগর-ভিতর॥
সন্তোষে প্রসাদ আনি দেন-গদাধর।
থুইলেন গৌরচন্দ্রপ্রভুর গোচর॥
সর্ব্ব টোটা ব্যাপিলেক অন্নের সুগন্ধে।
ভক্তি করি প্রভু পুনঃ পুনঃ অন্ন বন্দে॥
প্রভু বলে "তিন ভাগ সমান করিয়া।
ভুঞ্জিব প্রসাদ অন্ন একত্র বসিয়া॥"
নিত্যানন্দস্বরূপের তণ্ডুলের প্রীতে।
বসিলেন মহাপ্রভু ভোজন করিতে॥
দুইপ্রভু ভোজন করেন দুইপাশে।
সন্তোষে ঈশ্বর অন্ন-ব্যঞ্জন প্রশংসে॥
প্রভু বলে "এ অন্নের গন্ধেও সর্ব্বথা।
কৃষ্ণ-ভক্তি হয়, ইথে নাহিক অন্যথা॥
গদাধর! কি তোমার মনোহর পাক।
আমি ত এমন কভু নাহি খাই শাক॥
গদাধর! কি তোমার বিচিত্র রন্ধন।
তেঁতুল পত্রের কর এমত ব্যঞ্জন॥
বুঝিলাম বৈকুণ্ঠে রন্ধন কর তুমি।
তবে আর আপনারে লুকাও বা কেনি॥"
এইমত মহানন্দে হাস্য-পরিহাসে।
ভোজন করেন তিন প্রভু প্রেমরসে॥
এ-তিন-জনার প্রীতি এ-তিনে সে জানে।
গৌরচন্দ্র ঝাট না কহেন কার স্থানে॥

কতক্ষণে প্রভু সব করিয়া ভোজন ।
চলিলেন, পত্র লুট কৈল ভক্তগণ ॥
গদাধর শুভদৃষ্টি করেন যাহারে ।
সে জানিতে পারে নিত্যানন্দস্বরূপেরে ॥
নিত্যানন্দস্বরূপ যাহারে প্রীত মনে ।
লওয়ায়েন গদাধর, জানে সে-ই জনে ॥
হেনমতে নিত্যানন্দপ্রভু নীলাচলে ।
বিহরেন গৌরচন্দ্রসঙ্গে কুতূহলে ॥
তিনজন একত্রে থাকেন নিরন্তর ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নিত্যানন্দ, গদাধর ॥
জগন্নাথ একত্রে দেখেন তিনজনে ।
আনন্দে বিহ্বল সবে মাত্র সঙ্কীর্ত্তনে ॥
এ আনন্দ-ভোজন যে পড়ে যে বা শুনে ।
কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণ পায় সেই সব জনে ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান ।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে নিত্যানন্দপ্রভুর জগন্নাথ-দর্শন ও গদাধর-গৃহে ভোজন নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥

In Care of Madhabananda Das
Please Return

নিত্যানন্দপ্রভুর গৌড়ে রাঘব-গৃহে-গমন

একাদশ অধ্যায়

একদিন গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ-সনে।
নীলাচলে যেই যুক্তি করিল নির্জ্জনে ॥
“তুমি যাও গৌড়-দেশে করহ সংসার।
তবে এ সব লোকের হইবে নিস্তার ॥
পুনহ আসিব আমি তোমার-মন্দিরে।
তোমার গৃহে হবে আমার অবতারে ॥
ভক্তি বিলাইয়া পুনঃ তারিব সংসার।
গুপ্ত-অবতার শাস্ত্রে নহেত প্রচার ॥
অচিন্ত্য আমার শক্তি কেহ নাহি জানে।
সেই সে জানয়ে তুমি জানাহ যাহানে ॥
পূর্ব্বে যহু বিস্তার না করিলা দ্বাপরে।
এবে তোমার বংশ-বৃদ্ধি হৈবে সংসারে ॥”
নিত্যানন্দ কহেন “সকলি কর তুমি।
তুমি যন্ত্রি হও, যন্ত্র-তুল্য হই আমি ॥
যখন যে করাও ফিরাও যথা তথা।
কে আছে, স্বতন্ত্র তাহে চালিবেক মাথা ॥
বিশেষে আমার তুমি হর্ত্তা, কর্ত্তা, ভর্ত্তা।
বিকর্ম্ম, সুকর্ম্ম করাও তোমাতে সত্তা ॥
অবধূত করিয়া সংসার ভ্রমাইলা।
মোর নেত্রে-পট দিয়া লুকায়া রহিলা ॥
কিছু দিন বই মোরে দরশন দিয়া।
নিকটে রাখিলা মোরে কৃতার্থ করিয়া ॥
আপনার প্রেমেতে বহুত নাচাইলা।
ভক্তি দিয়া ভক্ত করি বৈষ্ণব করিলা ॥
পুনঃ ভূষা পরাইয়া করিলে বিষই।
আপন বুঝিতে নারি কখন কি হই ॥
পুনঃ মোরে কহিতেছ করিতে সংসার।
আপনে ত জাতি ধর্ম্ম করিলে স্বীকার ॥
রমণী-লম্পট ছাড়ি কীর্ত্তন-লম্পটে।
সব ভোগ ত্যাগ করি ভিক্ষারিব বটে ॥
এমন নিগ্রহ কেনে করিছ গোসাঞি।
তুমি সে অনন্যগতি মোর আর নাঞি ॥
আজ্ঞাকারি দাস, আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি।
যখন যে আজ্ঞা, তাহা বহি শিরে ধরি ॥”
এতেক কহিয়া নিত্যানন্দ-মৌন হৈলা।
প্রভু তাঁর হস্তে ধরি কহিতে লাগিলা ॥
“নিত্যানন্দ হও তুমি আনন্দ-মূর্ত্তিমান।
মোর সুখ সম্পত্তির তুমি সে নিধান ॥
তুমি শক্তি হও আমি হই শক্তিমান্।
শক্তি বিনা শক্তিমন্ত বৃথা অবস্থান ॥
কোন কালে তোমাতে আমাতে নহে ভিন্ন।
কলিকালে অবতার স্বকার্য্য সাধন ॥
যৈছে মসুরের দাল দুই ফাক্ হয়।
তৈছে তুমি আমি এক, ভিন্ন দেহ নয় ॥
অতএব তোমাতেই মোর সুখ-শক্তি।
কখন বা আবির্ভাব কখন বা স্ফূর্ত্তি ॥
চলি বলি করি যত তোমার ইচ্ছায়।
আমার যেখানে যত তোমার সহায় ॥”

নিত্যানন্দ কহে “কপট কথা তোমার।
কত ভাতি কহ মন পাতিয়ান মোর॥
পূর্ব্বে গোপীগণে ব্রহ্মজ্ঞান শিখাইয়া।
উদ্ধবের হাতে দিলে যোগ পাঠাইয়া॥
সব-ছাড়ি ভক্তি তোমা না পাইল সঙ্গ।
স্বগণ সন্তাপি সর্ব্বকাল এই রঙ্গ॥
মাতা, পিতা, পুত্রে, মৈত্রে করিলা উদাস।
মোরা তাথে কি বলিব অকিঞ্চন দাস॥
যা বলিবে, তাহাই করিতে হয় মোরে।
অলঙ্ঘন-বচন, কে পারে লঙ্ঘিবারে॥
সত্য বল পুনঃ কবে দরশন পাব।
তোমার বিচ্ছেদ-তুঃখ কেমনে সহিব॥”
প্রভু কহে “প্রতি বর্ষ এথা না আসিবা।
ইচ্ছা মাত্র আমাকে সে দেখিতে পাইবা॥
তোমার নর্ত্তনে আর মাতার রন্ধনে।
নিঃসন্দেহ আমারে পাইবে তুই-স্থানে॥
রাত্রি দিন রাধা ভাবে ভাবিত হইয়া।
কৃষ্ণের বিরহ সব আস্বাদ করিয়া॥
অল্পদিনে এই লীলা করি তিরোভাব।
তব গৃহে পুনহ হইব আবির্ভাব॥”
নিত্যানন্দ সঙ্গে যত গুপ্তকথা হৈল।
অন্তরঙ্গ-ভক্তে স্বরূপ প্রকাশ কৈল॥
“গুপ্ত অবতার মোর বেদে নাহি জানে।
আপনার মন-কথা কহি তোমা স্থানে॥
সত্য সত্য কহি যে অন্যথা কভু নয়।
তোমার গৃহেতে মোর হইবে বিজয়॥”
এত শুনি নিত্যানন্দ পড়ে লোটাইয়া।
চরণের ধূলা লোটে চৈতন্য আসিয়া॥
তুই জনে গলাগলি করয়ে রোদন।
এইমতে সেই রাত্রি হৈল জাগরণ॥
প্রাতে গিয়া তুই-জনা নিত্য-ক্রিয়া করি।
অনিমিষে দেখে জগন্নাথের-মাধুরী॥
সেদিন হৈতে প্রভুর হৈল কোন দশা।
নিরন্তর কহে কৃষ্ণ-বিরহের-ভাষা॥
এ অতি নিগূঢ় কথা কেহ না জানিল।
প্রভুর মনোবৃত্তি প্রভু সকলি বুঝিল॥
ইঙ্গিতে কহিল অন্তরঙ্গ ভক্ত-স্থানে।
এইসব কথা আর কেহ নাহি জানে॥
একে একে ভক্তবৃন্দে তীর্থ যাত্রাচ্ছলে।
প্রভু-পদে বিদায় হইয়া সবে-চলে॥
নিত্যানন্দ আইলেন গৌড়-দেশ দিয়া।
কতেক মহান্তগণ সঙ্গেতে লইয়া॥
পথে পথে কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে যায় চলি।
মধু-পানে-মত্ত যেন পড়ে ঢলি-ঢলি॥
পূর্ব্ববৎ চলিয়া আইল গঙ্গা-তীরে।
পানিহাটী-গ্রামে আইলা রাঘব-ঘরে॥
শুনি সব লোক আসে আনন্দ-উন্মাদে।
বৃদ্ধ বালক সব দরশনের সাধে॥
ত্রিবেণী পর্য্যন্ত আর পানিহাটী-গ্রাম।
কীর্ত্তন দেখিতে লোক চলে অবিরাম॥
কত লোক খায়, বারি লয় কত আর।
কেবা আনে কেবা দেয় নাহিক নির্দ্ধার॥
দিবসে ভোজন আর রাত্রিতে কীর্ত্তন।
অনন্ত কহিতে নারে আসে যত জন॥
নর্ত্তনের কালে কত কীর্ত্তনিয়া গায়।
কত বা ময়ূর-পুচ্ছ চামর ঢুলায়॥
শিরে-লটপটি-পাগ শ্রবণে-কুণ্ডল।
সুধাংশু জিনিয়া মুখ করে ঝলমল॥
অঙ্গদ বলয়া ভুজে অঙ্গুলে অঙ্গুরি।
গলে দোলে নীলমণি কণ্ঠেতে শিকলি॥

চরণকমলে বাজে সোণার-নূপুর।
শ্রবণ মাত্রেকে পাপ তাপ যায় দূর॥
কমল-নয়নে ধারা পড়ে মুখ বেয়ে।
পদ্মমধু, ভ্রমরা ফেলিছে উগারিয়ে॥
সিংহগ্রীব গজস্কন্ধ প্রকাণ্ড-শরীর।
আজানুলম্বিতভুজ মহা-মল্লবীর॥
অরুণ-বরুণ-অঙ্গ প্রেমে ডগমগি।
কীর্ত্তন-লম্পট সদা গৌর-অনুরাগী॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি সে ডাহিনে বামে হেলে।
অঙ্কুশের-ঘাতে যেন মত্ত হস্তী দোলে॥
ঘূর্ণিত-লোচন করি ক্ষণে ক্ষণে হাসে।
হয় হয় করি কথা মধুর করি ভাষে॥
কখন বা মৌনে রহে নয়ন মুদিয়া।
কৃষ্ণরে! বাপরে! বলি ডাকয়ে কান্দিয়া॥
কখন বা যোড়-হস্তে প্রভু বলি ডাকে।
কখন বসনে মুখ লুকাইয়া রাখে॥
মৃদু মৃদু স্বরে প্রাণনাথ বলি কান্দে।
অঙ্গ আচ্ছাদিয়া পড়ে স্থির নাহি বান্ধে॥
ভায়ারে! ভায়ারে! বলি কখন বা হাসে।
রিধি স্থানে পাখা চাহে উড়িতে আকাশে॥
এইমত নিত্যানন্দ ভাবের উদগম।
কি ভাবে কেমন করে বুঝিতে দুর্গম॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে নিত্যানন্দপ্রভুর গৌড়ে রাঘবগৃহে গমন নাম একাদশোহধ্যায়ঃ॥

নিত্যানন্দপ্রভুর-বিবাহ

দ্বাদশ অধ্যায়

একদিন নিত্যানন্দ প্রভাতে উঠিয়া।
অম্বিকা-নগরে যায় এক ভৃত্য লৈয়া॥
জাতিতে-বণিক, নাম উদ্ধারণ-দত্ত।
প্রভু পারিষদ হন পরম-মহত্ত্ব॥
সূর্য্যদাস-পণ্ডিতের দ্বারেতে রহিয়া।
অন্তঃপুরে দত্তেরে দিলেন পাঠাইয়া॥
তিহোঁ গিয়া কহিলেন প্রভু সমাচার।
শুনে পণ্ডিত আসি হৈলা সাক্ষাৎকার॥
দণ্ডবৎ হৈয়া পড়ে চরণ-যুগলে।
“কি ভাগ্য প্রসন্ন” বলি যোড়হস্তে বলে॥
প্রভু কহে “তোমা কাছে আইলাম আমি।
বিবাহ করিব মোরে কন্যা দেহ তুমি॥”
জানিয়া প্রভুর তত্ত্ব মায়াতে ভুলিলা।
আমি ছার প্রায় বিপ্র কহিতে লাগিলা॥
পণ্ডিত কহেন “প্রভু ইহা কৈছে হয়।
বর্ণযুক্ত গ্রহাচারি আছে জাতি ভয়॥
যদ্যপি আপনি হও পূর্ণ-নারায়ণ।
তথাপিও বর্ণত্যাগি, আমি যে ব্রাহ্মণ॥”
এতশুনি নিত্যানন্দ চলেন ফিরিয়া।
লোক সব নিরীক্ষয়ে আশ্চর্য্য হইয়া॥
পণ্ডিত বিমনা হৈয়া গেলা অভ্যন্তরে।
স্বপন সার্থক হৈল মনে মনে করে॥
হে কৃষ্ণ! “এমন কি করিবেন বিধাতা
নিত্যানন্দ হইবেন আমার জামাতা?”
এত চিন্তি চলিলেন বাড়ীর ভিতরে।
স্বগণ-আনাই সব করিল গোচরে॥
“গত-নিশি শেষে এই দেখিল স্বপন।
তালধ্বজ রথে চড়ি এক মহাজন॥
শুভ্র-গৌর-কান্তি অতি প্রকাণ্ড-শরীর।
আরক্ত-লোচন যেন মহামল্ল-বীর॥
আমার দুয়ারে-রথ রাখিল আসিয়া।
এই বাড়ী পণ্ডিতের কহেন হাসিয়া॥
স্কন্ধাবলম্বিয়া হল, মুষল ধরিয়া।
আমারে ডাকিয়া নিল হাত সান দিয়া॥
পুষ্পে-মণ্ডিত-চূড়া কুণ্ডল দুই-কাণে।
নীল-ধটী পরিধান নূপুর-চরণে॥
আর কহে তোর কন্যা বিবাহিব আমি।
অদ্যাবধি আমারেও না চিনিলে তুমি॥
এতেক কহিয়ে মোরে হৈলা অন্তর্দ্ধান।
নিদ্রা ভঙ্গ হৈল দেখি হয়েছে বিহান॥
বসুধা শুনিল স্বপ্ন গৃহ মাঝে থাকি।
স্বাভাবিক-প্রেম উথলিল ঝরে আঁখি॥
বসনে আপন মুখ ঝাঁপিয়া রহিল।
নয়নের নীরেতে বসন ভিজি গেল॥
ওহে বন্ধু! কহি এই অপরূপ কথা।”
কেহ বলে স্বপ্নেতে দেখায় বহুবস্থা॥
নিত্যানন্দ-ব্রহ্ম কিন্তু আচরিত এই।
আমরা গৃহস্থ, কন্যা দিতে পারি কই॥

সূর্য্যদাস-পণ্ডিত অতি হৃদয় সতৃষ্ণ।
অন্তর দুঃখিত হঞা কহে রক্ষ কৃষ্ণ ॥
হেনকালে গৃহ মধ্যে ক্রন্দন উঠিল।
আচম্বিতে বসুধার কি হৈল ! কি হৈল !
বেগে সবে প্রবেশিলা গৃহের ভিতরে।
ধরি শুয়াইল আনি মণ্ডপ-দুয়ারে ॥
অসম্বিত অঙ্গ-কম্প নয়ন-উত্তান।
সর্ব্বাঙ্গ-শীতল মুখে অবিরত ঘাম ॥
চিকিৎসক-গণ দেখি মৃত্যু নির্দ্ধার।
কদাচিত প্রাণ রহে ব্যাধি অপস্মার ॥
অকস্মাৎ সন্নিপাত করায় ইহাতে।
কহিয়া চিকিৎসা করিল শাস্ত্র-মতে ॥
তথাপি নাহিক কিছু ভালর বিষয়।
ঔষধাদি বান্ধিয়া চিকিৎসক কয় ॥
এবে কর ইহার পরমার্থের চেষ্টা।
গঙ্গাতীরে লও, তব কন্যা কূল-জ্যেষ্ঠা ॥
এতশুনি সূর্য্যদাস কান্দিতে লাগিলা।
তারে আশ্বাসিয়া গৌরীদাস যে বলিলা ॥
“বুঝি সবে ঠেকিলাম অবধূত স্থানে।
ফিরায়া আনহ তাঁরে ধরিয়া চরণে ॥
যতক্ষণ জীয়ে ততক্ষণ ব্যবহার।
মরিলে সম্বন্ধ থাকে কার সনে কার ॥
বাঁচাইতে পারে যদি কন্যা দিব তাঁরে।
এই প্রতিশ্রুত বাক্য কহিনু সবারে ॥”
সবে কহে “এই কথা সবাকার দৃঢ়।
সবে মেলি চল নিত্যানন্দপদে পড় ॥”
প্রভু বসি গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষ তলে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে নেত্রে ধারা বহি চলে ॥
স্বগণ সহিতে গৌরীদাস পায়ে পড়ে।
প্রভু ধরি উঠাইল মারিয়া চাপড়ে ॥
“ভুলিয়া রহিলি সব মূর্খ গোয়ালিয়া।”
কণ্ঠেতে ধরিল প্রভু এতেক বলিয়া ॥
পণ্ডিত-গোসাঞি কান্দে চরণে ধরিয়া।
“আপনে লুটিলা সব মোরে ভুলাইয়া ॥
বর্ণাশ্রম ধর্ম্মবর্গ না ছাড়ালে মোর।
সকল করিতে পার ঠাকুরালি তোর ॥
শীঘ্র শ্রীচরণ তব করাহ বিজয়।
দেখিয়া করহ যাহা উপযুক্ত হয় ॥”
এত কহি প্রভু নিল বাড়ীর ভিতরে।
বসু শুইয়া আছে যে ঘরের দুয়ারে ॥
বসনে আছন্ন তনু কিরণ উপরে।
মেঘেতে বিদ্যুৎ যেন ঝল-মল করে ॥
উত্তান নয়নাম্বুজধারা মকরন্দ।
চাঁচর চিকুর ভালে শোভে মধ্যচন্দ্র ॥
দশন কিরণ উঠে অম্বলি উপরে।
বিম্বের অন্তরে যেন কিরণ-সঞ্চরে ॥
নবম-দশার শেষ তনুতে প্রকাশ।
এসময়ে শ্রীঅঙ্গের লাগিল বাতাস ॥
অঙ্গগন্ধ গিয়া নাসাতে প্রবেশ কৈল।
মৃতসঞ্জীবনী স্পর্শে চেতন পাইল ॥
তনুর বসন সে বদনে ঢাকি নিল।
একি ! একি বলি গৃহে প্রবেশ করিল ॥
লীলাশক্তি নিত্যানন্দ আবেশ করিল।
প্রাঙ্গনে প্রাচীন মূর্ত্তি ষড়্‌ভুজ হৈল ॥
উর্দ্ধে ধনুর্ব্বাণ মধ্যে শ্রীহল মুষল।
নম্র দুই-হস্তে ধরে দণ্ড-কুমণ্ডল ॥
মস্তকে কিরীট শোভে শ্রবণে কুণ্ডল।
সর্ব্ব অঙ্গে মণি-ভুষা করে ঝল-মল ॥
দেখিয়া সকল লোক পড়িল লুটিয়া।
পণ্ডিত করয়ে স্তুতি কর-যোড় হৈয়া ॥

ব্রাহ্মণ সকলে দেখি হৈল চমৎকার।
দেখিতে দেখিতে অবধূতের আকার॥
হাসিয়া বসিল বিষ্ণুমণ্ডপ উপরি।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সবে জীয়ে জীয়ে করে॥
সেবা করি দূর করাইলা পরিশ্রান্ত।
এখন না হয় বিপ্র হেন মতি-ভ্রান্ত॥
পণ্ডিত কুলীন আর কুলাচার্য্য যত।
সবার হইল পরামর্শ একমত॥
বেদ সংস্কারে পুনঃ যে দিব উপবীত।
পূর্ব্বাশ্রমের গোত্র গাঁই যে আছে নীত॥
প্রভু-পাশে এই কথা করিল প্রচার।
অট্ট অট্ট হাসি প্রভু করিল স্বীকার॥
যা কর তাহাই কর মোর দায় নাই।
একলে স্বতন্ত্র মাত্র চৈতন্য-গোসাঞি॥
সকলে আনন্দ হৈল করিয়া শ্রবণ।
পণ্ডিত-গোসাঞি দ্রব্য করে আয়োজন॥
রাজপুত্র-বিবাহের সম আয়োজন।
ভিক্ষাতি শিক্ষাতি জড় করিল ব্রাহ্মণ॥
আস-পাশে সব-জনে নিমন্ত্রণ কৈল।
অনেক গুবাক পান উপস্থিত হৈল॥
শুভদিন কৈল, বিপ্র আচার্য্য আনিয়া।
উত্তম করিয়া দিন করিল গণিয়া॥
সে দিন হৈতে নিত্য নিত্য মহোৎসব।
আসিয়া মিলয়ে যত আত্মবন্ধু সব॥
বাদ্যকার বাজায় বিবিধ বাদ্যগণ।
নিত্য নিত্য শত শত ভুঞ্জয়ে ব্রাহ্মণ॥
স্ত্রীগণেতে বিলায় সিন্দুর-গুয়া-পান।
তৈল-সন্দেশ কত যে বিবিধ বিধান॥
তার পরদিন প্রাতে ব্রাহ্মণ সকলে।
সন্ধ্যা-আহ্নিক করি আইলা এক-কালে॥
যজ্ঞকাষ্ঠ পুষ্প আনি কুশ-কুশাসন।
উদূখল-মুষল-স্রক্‌াদি যত হন॥
দণ্ড কুমণ্ডল ছত্র পাদুকাদি ঘৃত।
মেখলা কৌপীন কৃষ্ণাজিনে-উপবীত॥
বেদমত যজ্ঞাদিক করিয়া সকলে।
পুরোহিত নিত্যানন্দে অত্রাগচ্ছ বলে॥
বসিলেন নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণ-মণ্ডলে।
শ্রুতিমতে অগ্নি মধ্যে ঘৃতাহুতিজ্বলে॥
যত বেদ বিধি মত শাস্ত্রেতে লিখিল।
তাহা করি দণ্ড-কুমণ্ডল হস্তে দিল॥
অরুণ-কৌপীন বহির্ব্বাস কান্ধে ঝুলি।
ভবতি ভিক্ষাং দেহি মাতা এ বোল বলি॥
সংভ্রম করিয়ে সূর্য্যদাসের গৃহিণী।
সুবর্ণ রজত মুদ্রা ভিক্ষা দিল আনি॥
পুরোহিত কহে পাত্রী দানের নিমিত্তে।
নিত্যানন্দ কহেন "ও সব আছে চিত্তে॥"
এতকহি শুনাল পুরোহিতের কানে।
তেহো কহে এই বটে না হইবে কেনে॥
দণ্ড-কুমণ্ডল ধরি প্রভু অট্টহাসে।
বার বার তিন বার এইত প্রকাশে॥
চরণে পাদুকা, স্কন্ধে ছত্র, চলি যায়।
সকলে দেখয়ে যেন নববটু প্রায়॥
সেই মূর্ত্তি স্ত্রীগণ দেখিয়া কহে হাসি।
রামজেঠ হইবে মরমে হেন বাসি॥
প্রধান গৃহেতে প্রভু প্রবেশ করিলা।
তিনদিন সেইমত নির্জ্জনে রহিলা॥
অতি প্রাতেঃ সূর্য্যরথ দর্শন করিয়া।
বাহির হইল বিপ্র, বদন দেখিয়া॥
বিষ্ণুকে প্রণাম করি পিড়ার উপর।
বসিলেন নিত্যানন্দচন্দ্র মনোহর॥

গলাগলি করিয়া নগর-নারী যত ।
পণ্ডিতের গৃহেতে আইসে কতশত ॥
বদনে তাম্বুল পুরি নয়নে কজ্জল ।
অঙ্গ দোলাইয়া এবে আইলা সকল ॥
অধিবাস করিতে আইল পুরোহিত ।
নারীগণ হুলাহুলি দেয় চতুর্ভিত ॥
সূত্র বান্ধিলেন গিয়া দুজনার হাতে ।
বসুদেবী গৃহে প্রবেশিলা নম্রমাথে ॥
বাহিরে বাজায় কত মঙ্গল বাজনা ।
পরম-আনন্দে আসে যায় কত জনা ॥
জল সহিবারে চলে নাগরীরগণ ।
"বসু-ভাগ্যবতী" বলি বলে কত জন ॥
"কেবা পাইয়াছে হেন পুরুষ-সুন্দর ।
পূর্ব্বেতে রেবতী যেন পাইলেন বর ॥"
কেহ বলে "পার্ব্বতী শঙ্করে যেন মেলা ।"
কেহ বলে "নারায়ণ সনেতে কমলা ॥"
কেহ বলে "কাম-দেব রতিতে মিলন ।"
কেহ কহে "সীতারাম এই দরশন ॥"
যার যত মনের কথা বলিয়া বলিয়া ।
হাসিয়া হাসিয়া পড়ে ঢলিয়া ঢলিয়া ॥
একে নবতরুণী নাগরী বিভাধর ।
আনন্দে ধরিতে নারে অঙ্গ পরস্পর ॥

এইমত আনন্দে সমস্ত দিন গেল ।
প্রদোষ সময় আসি উপসন্ন হৈল ॥
বর-কন্যা সাজাইতে কহিলা পণ্ডিত ।
শুনিয়া সবার মনে হৈল বড় প্রীত ॥
নিত্যানন্দ বসি বিষ্ণুমণ্ডপ-উপরে ।
গৌরীদাস আসিয়া বরের বেশ করে ॥
সহজেই নিত্যানন্দ অনঙ্গ-মোহন ।
তাহাতে তিলক দিল কপালে চন্দন ॥
সহজেই প্রেমেমত্ত ঘুর্ণিত-লোচন ।
তাহাতে দীঘল করি দিলেন অঞ্জন ॥
উন্নত নাসিকা তাহে চন্দন-তিলকে ।
সে মুখের শোভা বিধুমণ্ডল-ঝলকে ॥
পরিসর হৃদয়ে মণ্ডিত ঘনসার ।
মিলিতে চন্দন যেন সাক্ষাৎ শৃঙ্গার ॥
শুক্লবস্ত্র পরিধান শুভ-উপবীত ।
বিচিত্র-বিক্রম যেন অনন্ত বেষ্টিত ॥
মস্তকে মুকুট আর শ্রবণে-কুণ্ডল ।
সর্ব্বাঙ্গে সুবর্ণ-ভূষা করে ঝলমল ॥
শিল্পি-পণ্ডিতা সে নারী বসিয়া নির্জ্জনে ।
বসুধার অঙ্গবেশ করে এক মনে ॥
করে চিরুণী ধরি কেশসংস্কার করি ।
বন্ধন করিলা কত ছান্দেতে কবরী ॥

রঙ্গন পাটের থোপা, দুই দিগে কর্ণ-ঝাঁপা,
পিঠে পড়ে হৈয়া সারি সারি ।
ললাটের ক্ষুদ্রালকে, এক এক করি তা'কে,
বেণী বনাইল মনোহারী ॥
বস্ত্রের অঞ্চল দিয়া, মুছি মুখ নিরখিয়া,
কুঙ্কুম মাজিল পুনঃ তায় ।
অলকা তিলক করে, নয়নে অঞ্জন পরে,
সাজাইয়া দীর্ঘরেখায় ॥

কপাল চিত্রিত করি, বিন্দু দিলা সারি সারি,
চিবুকেতে চন্দন রচিল।
নাসায় তিলক দিয়া, রহে তাহা নিরখিয়া,
তার পরে ভূষা পরাইল॥
নাসাগ্রেতে স্থূলমুক্তা, সুবর্ণের গুলযুক্তা,
দোলে কিবা অধর শিখরে।
তিল পুষ্প অগ্রে যেন, পড়ে মকরন্দ-কণ,
স্থূল রূপে বিম্বের উপরে॥
সুবর্ণের কণ্ঠি হয়, কণ্ঠ-বক্ষ-পরিচয়,
আর দিলা সুবর্ণ-পদক।
সে অতি বিচিত্র সাজে, ধরিল বক্ষের মাঝে,
শোভে যেন অনঙ্গ-ফলক॥
কর্ণে দিলা চাঁপা সোণা, সে যেন বিজুরি-কোণা,
নম্র রহে অংশের উপরে।
রহিলা একত্র স্থিতি, স্বভাব-চঞ্চল মতি,
অংশ পরশিতে সাধ করে॥
সুবর্ণ-বলয়া ভুজে, করে নব-সঙ্গ-সাজে,
তার কোনে কনক-কঙ্কণ।
সোণার নূপুর পদে, পরাইল বহু সাধে,
যাবক রঞ্জিত শ্রীচরণ॥
শুক্ল বস্ত্র পরাইয়া, অধরে তাম্বূল দিয়া,
গলে দিলা গন্ধ পুষ্প মাল।
চন্দন-চর্চ্চিত করি, তাহে গন্ধ দিব্য ধরি,
ঘন সার করিয়া মিসাল॥

আত্মবন্ধু সবে মেলি কহিল পণ্ডিতে।
সকলে বলেন বর-ভ্রমণ করিতে॥
পণ্ডিত শুনিয়া তাহা কৈল অঙ্গীকার।
সকলের অভিরুচি কর্ত্তব্য আমার॥
শুনি সবে আনন্দে ধাইল চতুর্ভিতে।
যার যত আয়োজন একত্র করিতে॥
আনি উপস্থিত কৈল পণ্ডিতের দ্বারে।
দিব্য-চতুর্দ্দোলোপরি বসান প্রভুরে॥

বাদ্যকার সকলে বাজায় একতানে।
কত শত শত বাদ্য উঠিল গগণে ॥
নর্ত্তক গায়ন গায় সুযন্ত্রিত তানে।
দিব্য-বস্ত্র-ভূষা-পরি প্রভু বিদ্যমানে ॥
দোলায় চলিলা নিত্যানন্দ-নগরেতে।
আনন্দ-মঙ্গল-ধ্বনি হয় চতুর্ভিতে ॥
সারি সারি দোয়ারে নগর-নারীগণ।
শিশু-কোলে করি ধেয়া যায় কতজন ॥
পৌগণ্ড বালক আগে আগে কত ধায়।
আনন্দে উন্মত্ত কত শত গীত গায় ॥
এইমতে নগর-ভ্রমিয়া-নিত্যানন্দ।
পণ্ডিতের দুয়ারে উদয়-পূর্ণচন্দ্র ॥
পণ্ডিত আসিয়া নিল করেতে ধরিয়া।
ধূপ, দীপ, গন্ধ, পুষ্প, মালা পদে দিয়া ॥
জল-ধারা দিয়া লৈলা বিবাহ-স্থানেরে।
স্ত্রীগণ মেলিয়া সব হুলাহুলি করে ॥
নিত্যানন্দ দাঁড়াইলা পিড়ার উপরে।
অঙ্গের ছটায় দিক্ ঝল মল করে ॥
বিপ্রগণ দীপমালা ধরি সব করে।
নিত্যানন্দে সাতবার প্রদক্ষিণ করে ॥
স্ত্রীগণ হাসয়ে সব মুখে-বস্ত্র দিয়া।
পরস্পর অঙ্গে অঙ্গে পড়য়ে ঢলিয়া ॥
কন্যা আনিলেন দিব্য-সিংহাসনোপরি।
ফিরিলেন নিত্যানন্দে প্রদক্ষিণ করি ॥
পান পুষ্প ছড়াইয়া সন্দর্শন কৈলা।
স্বাভাবিক-প্রেম দোঁহার উদয় হৈলা ॥
চিরদিন বিয়োগে দেখিয়া প্রাণনাথে।
অভিমানে বসুধা রহিলা হেট-মাথে ॥
পুনঃ তাঁরে লইলেন গৃহের ভিতরে।
ব্রাহ্মণ সকল বিধিমত ক্রিয়া করে ॥
বহুবিধ তৈজসাদি বস্ত্র অভরণ।
সাক্ষাতে পণ্ডিত কৈল জামাতা বরণ ॥
পুনঃ কন্যা আনিয়া করিল সম্প্রদান।
পূর্ব্বাপর আছে যেন বেদের বিধান ॥
বর-কন্যা লইলেন গৃহের ভিতরে।
দিব্য-শয্যা পুষ্পময় পাতিয়া বাসরে ॥
বিদগ্ধা যুবতী সব প্রবেশিলা ঘরে।
রঙ্গ পরিহাসে সবে জাগিলা বাসরে ॥
এমন আনন্দ-রাত্রি প্রভাত হইলা।
স্নান করি প্রভু কুশণ্ডিকাতে বসিলা ॥
বিধি শাস্ত্রে যজ্ঞাদিক কর্ম্ম সব কৈল।
তারপর শত শত ব্রাহ্মণ-ভুঞ্জিল ॥
এই মত আনন্দে কতেক দিন যায়।
একদিন গৃহে বসি নিত্যানন্দ-রায় ॥
কৃষ্ণের-প্রসাদ-অন্ন করেন ভোজন।
বারে বার শ্রীজাহ্নবা দিছেন ব্যঞ্জন ॥
সূর্য্যদাসের কন্যা হন বসু-কনিষ্ঠা।
বাল্যকালাবধি নিত্যানন্দে তার নিষ্ঠা ॥
পারসিতে মস্তকের বসন খসিলা।
আর দুই ভুজে বাস-সংভ্রম করিলা ॥
ইহা দেখি নিত্যানন্দ করে আকর্ষিয়া।
বসাইল বসুধারে দক্ষিণে আনিয়া ॥
সূর্য্যদাস পণ্ডিতেরে কহিল এই কথা।
জৌতুকে লইলাম কনিষ্ঠা এ দুহিতা ॥
শুনিয়া পণ্ডিত গোসাঞি কৈলা স্বীকার।
তোমারে কিবা অদেয় আছয়ে আমার ॥
জাতি প্রাণ ধন গৃহ পরিজন মোর।
এক কালে সমর্পণ কৈলা পায়ে তোর ॥
এতেক কহি পণ্ডিত উর্দ্ধবাহু করি।
প্রেমে-পরিপূর্ণ নাচে বলে হরি হরি ॥

হে কৃষ্ণ ! যাদব হেন করিবে কখন ।
নিত্যানন্দে রহু মোর কায়-বাক্য-মন ॥
এই সব কহিলেন স্বগণ আনিয়া ।
ভাল ভাল কহে তারা হাসিয়া হাসিয়া ॥
তোমার সম্বন্ধে মোরা হলাম কৃতার্থ ।
প্রভু আজ্ঞা লঙ্ঘিবারে কাহার সামর্থ ॥
সবে কহে পণ্ডিতেরে যোড়হস্ত হৈয়া ।
কলিকালে নিলা তুমি কৃষ্ণেরে কিনিয়া ॥
এইমত অম্বিকাতে নিত্যানন্দ-রায় ।
প্রেমানন্দ-সিন্ধু-মাঝে লোকেরে ভাসায় ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান ।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে নিত্যানন্দপ্রভুর-বিবাহ নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

বীরচন্দ্রপ্রভুর জন্ম ও নিত্যানন্দপ্রভুর-তিরোভাব

ত্রয়োদশ অধ্যায়

হেনমতে অম্বিকাতে নিত্যানন্দ-রায়।
অনন্ত অচিন্ত্য লীলা করয়ে সদায় ॥
এত সব প্রকাশেও কেহ নাহি চিনে।
সিন্ধু মাঝে চন্দ্র, যেন না জানিল মীনে ॥
মন হৈল খড়দহে করিব শ্রীপাট।
প্রভু আজ্ঞা পালিবারে বসাইব হাট ॥
এত চিন্তি চলিলেন খড়দহ-গ্রাম।
প্রকট করিল তাহা আত্ম-লীলা-ধাম ॥
গৃহাশ্রমীধর্ম্ম প্রভু সকলি করিল।
“শ্যামসুন্দর বিগ্রহ” সেবা প্রকাশিল ॥
শ্রীবসু-জাহ্নবা দোঁহে চরণ সেবয়ে।
কারে কোন্ শক্তি সঞ্চারিল স্বেচ্ছাময়ে ॥
দুই-প্রিয়াসঙ্গে নানারস বিলাসিয়া।
দুই-প্রিয়ার মনবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া ॥
দুই-প্রিয়ার আনন্দের নাহিক ওর।
নিত্যানন্দ-হেন-স্বামী পেয়ে প্রেমেভোর ॥
চৈতন্যচরণে দোঁহে প্রার্থনা করয়।
জন্মে জন্মে যেন স্বামী নিত্যানন্দ হয় ॥
শুভদিন শুভলগ্ন শুভক্ষণ পায়া।
ঈশ্বর আপন বাক্য সুদৃঢ় জানিয়া ॥
শরৎ-কৃষ্ণা-নবমী বোধন দিবসে।
ঈশ্বরাবির্ভাবে লোক আনন্দেতে ভাসে ॥
তিন-লোকে জয় জয় হরিধ্বনি হৈল।
দেবলোক নরলোক আনন্দে ভাসিল ॥
ধন্য ধন্য বসু-লক্ষ্মী বলে সর্ব্বজন।
পুত্র প্রসবিলা যেমন চন্দ্র-বদন ॥
পঞ্চদশ-মাস তেজো-রূপী যে রহিলা।
মার্গশীর্ষ-শুক্ল-চতুর্থীতে প্রসবিলা ॥
বীরচন্দ্র রূপে পুনঃ-গৌর-অবতার।
যে না দেখেছে গৌর সে দেখুক এবার ॥
ভুবন-মোহন বাল্য-রূপে করে লীলা।
দিন দিন বাড়ে যেন শুধাংশুর-কলা ॥

---

* “হুগলী জেলার অন্তর্গত খানাকুল থানার অধীন কৃষ্ণনগর গ্রামে “শ্রীশ্রীঅভিরামগোপাল” অতি গূঢ়তম লীলাদি প্রকাশ করিয়া শ্রীশ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং স্বরূপ শ্রীশ্রী৺গোপীনাথজীউ স্থাপন পূর্ব্বক তথাকার অধিবাসী হইয়া ছিলেন।

এই কলিযুগে “শ্রীশ্রীঅভিরামগোপাল” জন্মপরিগ্রহ না করিয়া সেই দ্বাপরযুগের সপ্তহস্ত পরিমিত দেহতেই শ্রীবৃন্দাবন হইতে গৌড় দেশে বিহরন করত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর মনোবৃত্তি সাধনের বিশেষ পোষকতা করেন। শ্রীদামের আবির্ভাব অভাবে শ্রীশচীনন্দন “শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য” নাম ধরেন ; শ্রীদাম ‘অভিরাম’ নামে আবির্ভূত হইলে পর শ্রীগৌরাঙ্গ “শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য” নাম ধরিয়া জীবগণকে চেতনা দেন। শ্রীগৌরাঙ্গই যে শ্রীকৃষ্ণ, এ বিষয়ের দৃঢ়তম প্রমাণ জন্যই শ্রীদাম দ্বাপর যুগের দেহতেই গৌড়মণ্ডলে আইসেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য শ্রীদাম গৌড়মণ্ডলে আসিবার কালে জন্ম গ্রহণ প্রবাদ স্বীকার করিলেন না।

একদিন প্রভু বসিয়াছেন বাহিরে।
হেনকালে *‘অভিরাম’ আইলা সত্বরে ॥
দাদা-রে-বলাই বলি ছুয়ারে ডাকিল।
প্রাঙ্গনে আসিয়া পুনঃ অনেক হাসিল ॥
নিত্যানন্দ ধাইয়া ধরিল-তাঁর-গলে।
মধুর মধুর করি ‘অভিরাম’ বলে ॥
“শুনিলাম তোমার যে হয়েছে সন্তান।
আমারে দেখাও আমি করিব প্রণাম ॥”
নিত্যানন্দ কহে “তুমি সকলি জান’ সে।
আমিত না জানি কোথাকারে আইল কে ॥”
এইমত ঠারে ঠোরে কহেন তুজনা।
গলে গলে ধরি করে প্রেমের-কান্দনা ॥
অভিরাম আইলা, শুনিয়া বসু-দেবী।
কি করেন কৃষ্ণ এই মনে মনে ভাবি ॥
শুনিতেছি শ্রীবিগ্রহে দণ্ডবৎ হৈয়া।
আসিতেছে কত স্থানে বিদার করিয়া ॥
বীরচন্দ্র শুইয়াছে খট্টার উপরি।
দিব্য-সুরঙ্গ বস্ত্র-খণ্ড বক্ষেতে ধরি ॥
আধ আধ মুদি রহে নয়নের তারা।
প্রদোষে কমল-কোষে ডুবিছে ভ্রমরা ॥
কজ্জল উজ্জল রেখা শ্রবণের কাছে।
গোময়-অঞ্জন-ফোঁটা ললাটের মাঝে ॥
সুচারু চিকুরে সন্মুখের ঝুটী সাজে।
যেবা নিরখে, তার জাগয়ে হিয়া-মাঝে ॥
হেনকালে অভিরাম তথায় আসিয়া।
অনিমিষে রহে, শিশুরূপ নিরখিয়া ॥
নয়নে লাগিল যেন অমিয়া অঞ্জন।
সর্ব্বেন্দ্রিয় জুড়াইল করি দরশন ॥
প্রভু শুইয়াছে নিজ খট্টার উপরে।
অরুণ-কিরণ যেন গৃহেতে সঞ্চারে ॥
উন্নত নাসিকা আর সুন্দর কপাল।
মহাভুজ দীর্ঘকায় বক্ষ সুবিশাল ॥
কর-পদতলে যেন মাড়িল হিঙ্গুলে।
মহাপুরুষের আকৃতি তার উপরে ॥
দেখি আনন্দিত হইলেন অভিরাম।
চরণের-তলে গিয়া করিলা প্রণাম ॥
উঠি দরশন করে পুনঃ দণ্ডবৎ।
বার বার তিন বার কৈলা এইমত ॥
যোগনিদ্রা হৈতে প্রভু জাগিয়া হাসয়।
চরণ-চারণ-করি শিশুপ্রায় হয় ॥
প্রদক্ষিণ করি পুনঃ দণ্ডবৎ করি।
প্রেমানন্দে ভাসিয়া বলেন হরি হরি ॥
শিঙ্গা বেণু বাজাইয়া বাহির আইলা।
নিত্যানন্দ সমাদর করি বসাইলা ॥
ময়ুর-পুচ্ছের-চূড়া, গুঞ্জ-পুষ্প-মালা।
মকর কুণ্ডল কানে হস্তে তাড় বালা ॥
কটিতে কিঙ্কিণী ধড়া চরণে নূপুর।
কেতকী বরণ অঙ্গ গঠন মধুর ॥

দ্বাপরযুগে যিনি কৃষ্ণসখা শ্রীদাম, তিনিই কলিতে ‘অভিরাম’ নামে খ্যাত। ইনি শ্রীশ্রীকৃষ্ণের প্রধান সখা, দ্বাদশগোপালের প্রধান ও প্রথম গোপাল, সখ্যপ্রেমরাশিভাব মাধুর্য্যের পূর্ণাবতার। ত্রেতাযুগে ইনি দশরথাত্মজ ‘ভরত’।

শ্রীশ্রীঅভিরামগোপাল শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সন্তান কয়টি বিনষ্ট করিয়া দ্বিতীয় শ্রীগৌরাঙ্গ “শ্রীশ্রীবীরচন্দ্রের” প্রকাশ করেন।”

শ্রীশ্রীঅভিরামলীলামৃত গ্রন্থ।

[illegible] da Das
In Care of [illegible]
Please Return

বৃষভানু-নৃপতির নন্দন-শ্রীদাম।
সেই সিদ্ধ-গোপমাত্র নাম অভিরাম॥
একরাত্র রহিয়া গেলেন অন্য-স্থানে।
উৎকণ্ঠা-আনন্দে ফেরে নাহি বিশ্রামে॥
বাল্যলীলাচ্ছলে প্রভু আত্ম-প্রকাশিয়া।
বিহরয়ে নিত্যানন্দচন্দ্রে সুখ দিয়া॥
অদ্বৈত-প্রভু শান্তিপুর হৈতে আইলা।
দেখি আনন্দিত হৈয়া সাবধানে কৈলা॥
"চোরের ঘরের চোর নিতি চুরি করে।
এ চোর ধরিব মোরা কেমন প্রকারে॥"
সহজে অদ্বৈত প্রভু তর্জ্জায় সমর্থ।
তাঁর কৃপা যারে, সেই জানে সব অর্থ॥
প্রদক্ষিণ করিয়া অদ্বৈত গেলা পুরে।
আর যত বৈষ্ণবাগ্রগণ্য গেলা ঘরে॥
এইমত বীরচন্দ্র বাল্য-লীলাবেশে।
মনোহর লীলা করে দিবসে দিবসে॥
কি কহিব বীরচন্দ্র রূপের মাধুরী।
যার যাহা নেত্র পড়ে রহে তাহা হেরি॥
চরণে মগরা-খাড়ু বাঘনখ গলে।
বিধি কি গড়িল রূপ রসের মিসালে॥
বীরচন্দ্রে গৌরচন্দ্রে কিছু নাহি ভেদ।
আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র কহে বেদ॥
সর্ব্ব-অবতার শ্রেষ্ঠ চৈতন্য-গোঁসাই।
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ নিত্যানন্দ-ভাই॥

চৈতন্য বিচ্ছেদে প্রভুর সদা বিলাপ।
কদাচিত বাহ্য হৈলে চৈতন্য-আলাপ॥

কায়মনোবাক্যে সদা চৈতন্য-ধেয়ায়।
উচ্চৈঃস্বর করিয়া চৈতন্য-গুণ-গায়॥

নিরন্তর খড়দহে অভ্যন্তরে স্থিতি।
শ্যামসুন্দরেও কভু দেখে 'গৌর-মূর্ত্তি'॥

কে বুঝিতে পারে নিত্যানন্দের প্রভাব।
মন্দির প্রবেশ করি কৈলা তিরোভাব॥

পুনঃ প্রভু মনে ভাবি প্রবোধ হইলা।
বসু-জাহ্নবারে লৈয়া গমন করিলা॥

তথা হৈতে একচাকা করিলা গমন।
বঙ্কিম-দেবেরে গিয়া করে দরশন॥

কতদিন বঙ্কিম-দেবেরে দেখি তথা।
বঙ্কিম-দেবে অন্তর্দ্ধান হইল সেথা॥

প্রভু-দরশনাভাবে বৈষ্ণব আকুল।
এক বীরচন্দ্র সবার প্রাণ-সমতুল॥

প্রভুর বিচ্ছেদে বীরচন্দ্র অন্যমনা।
বিরলে বসিয়া সদা করয়ে ভাবনা॥

কি করিব কোথা যাব বচন না স্ফুরে।
অপ্রকট হৈলা প্রভু ছাড়িয়া আমারে॥

অনাথের নাথ প্রভু গেলেন চলিয়া।
আমা সবে বিরহ সমুদ্রে ফেলাইয়া॥

কাঁদে সব ভক্তগণ, হইয়া অচেতন,
হরি হরি বলি উচ্চস্বরে।
কিবা মোর ধন জন, কিবা মোর জীবন,
প্রভু ছাড়ি গেলা সবাকারে॥

মাথায় দিয়া হাত, বুকে মারে নির্ঘাত,
হরি হরি নিত্যানন্দ রায়।
অনায়াসে চলি গেলা, আমা সবা না বলিলা,
কাঁদে ভক্ত ধুলায় ধূসর ॥
শুনিয়া ক্রন্দন রব, নদীয়ার লোক সব,
দেখিতে আইসে সব ধাঞা।
না দেখি প্রভুর মুখ, সবে পায় মহা দুঃখ,
কাঁদে সবে মাথে হাত দিয়া ॥
নাগরিয়া যত ভক্ত, তারা কাঁদে অবিরত,
বাল বৃদ্ধ নাহিক বিচার।
কাঁদে সব স্ত্রী-পুরুষে, পাষণ্ডীগণ হাসে,
নিতাইরে না দেখিমু আর ॥

পতিতপাবন-নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু।
তাঁহার চরণ বিনু না সেবিহ কভু ॥
অতিশয় মূর্খ-জন না জানে মহিমা।
বলে অন্য বোল সেই পাপিষ্ঠের সীমা ॥
জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের প্রিয়তম।
ত্রিজগতে আর কেহ নাহি তোমা' সম ॥
আনন্দকন্দ মহাপ্রভু প্রেমভক্তিদাতা।
যে সেবয়ে সে-ই ভক্তি পায়ে ত সর্ব্বথা ॥
সকল জীবের প্রভু ! করিলা প্রসাদ।
ক্ষেমিলা সকল মহা মহা অপরাধ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব নিত্যানন্দ-নাম।
পৃথিবীর ভাগ্য অবতারি অনুপাম ॥
আর কি কহিব কথা ভাগ্যের অবধি।
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ মহা-গুণনিধি ॥
অভিমান দুরন্ত তথি, না পাই কৃষ্ণে রতি।
ইহা জানি নিত্যানন্দে করহ ভকতি ॥
যাহার প্রসাদে পামর পাইল নিস্তার।
হেন প্রভু-নাম হার হউক গলার ॥

জয় জয় নিত্যানন্দ প্রেমময় (রূপ) ধাম।
স্বভাবে পরম শুদ্ধ নিত্যানন্দ-নাম ॥
জগত-তারণ-হেতু যাঁর অবতার।
যে জন না ভজে সে-ই পাপের আকর ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ এক-দেহ।
ইহাতে নিশ্চয় করি কর' এক লেহ ॥
পরানন্দময় দুহুঁ মূরতি রসাল।
নিতাইচৈতন্যপ্রভু শ্রীরাম-গোপাল ॥
ইহাতে করয়ে ভিন্ন অতি বুদ্ধিহীন।
আর না দেখিয়ে তার বিষ্ণুভক্তিচিন ॥
জয় জয় শচীসুত আনন্দবিহার।
পতিতপাবন নাম বিদিত যাঁহার ॥
নিজ নাম দিয়া জীব নিস্তার করিলা।
হেন দয়াময় প্রভু ভজিতে নারিলা ॥
কায়-বাক্য-মনে মোর প্রভুর শরণ।
মোর সম পতিত নাহিক ত্রিভুবন ॥
জয় জয় গৌরচন্দ্র ভুবনসুন্দর।
প্রকাশহ পদ মোর হৃদয়-ভিতর ॥

যত যত বিহার করিলা গৌড়দেশে।
সকল প্রকাশ মোর হউক বিশেষে॥
জয় জয় লক্ষ্মীকান্ত ত্রিভুবননাথ।
চরণে শরণ মোর হউক একান্ত॥
আর অবতারে কহি নানাবিধ ধর্ম্ম।
কেবল কহিল এবে প্রেমভক্তিমর্ম্ম॥
ইহাতে যাহার মতি নহিল আনন্দ।
তাহারেই জানিহ পাপিষ্ঠ মহা-অন্ধ॥
সর্ব্ব-বৈষ্ণবের পায়ে মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার॥
সংসারের পার হৈয়া ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিব সে ভজুক্ নিতাই-চাঁদেরে॥
আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিতে ধরি নিরন্তর॥
কেহ বলে "প্রভু নিত্যানন্দ বলরাম।"
কেহ বলে "চৈতন্যের মহাপ্রিয় ধাম॥"
কেহ বলে "মহা-তেজীয়ান অধিকারী।"
কেহ বলে "কোনরূপ বুঝিতে না পারি॥"
কিবা যতী নিত্যানন্দ কিবা ভক্ত-জ্ঞানী।
যার যেন মত-ইচ্ছা না বলয়ে কেনি॥
যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
সে চরণ-ধন মোর রহুক হৃদয়ে॥
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্য-জীবন।
তোমার চরণ মোর হউক শরণ॥
তোমার হইয়া যেন গৌর-গুণ-গাই।
জন্মে জন্মে যেন তোমা' সংহতি বেড়াই॥
এই মোর কাম্য যেন দেখা পাই তান।
যে পড়ে যে শুনে তারে মিলে প্রেম-ধন॥
আনে কহে ভক্ত সব তোমা পরতন্ত্র।
যখন যা কর প্রভু তুমিত স্বতন্ত্র॥
এইমত ঈশ্বর-লীলার নাহিক বিচ্ছেদ।
আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র কহে বেদ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে বীরচন্দ্রপ্রভুর জন্ম ও নিত্যানন্দপ্রভুর তিরোভাব নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ॥

অন্ত্যখণ্ড সমাপ্ত

ইতি শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বিরচিতং
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত গ্রন্থ সম্পূর্ণম্॥

Care of Madhulananda Das
Please Return

পরিশিষ্ট

নিত্যানন্দপ্রভুর-পারিষদগণ বর্ণন

ভজ ভজ ভাই ! হেন প্রভু-নিত্যানন্দ ।
যাঁহার প্রসাদে পাই প্রভু-গৌরচন্দ্র ॥
নিত্যানন্দস্বরূপের পারিষদগণ ।
নিরবধি সবেই পরমানন্দ-মন ॥
কার কোনো কর্ম্ম নাহি সংকীর্ত্তন-বিনে ।
সবার গোপালভাব বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে ॥
বেত্র, বংশী, শিঙ্গা, ছাঁদদড়ি গুঞ্জাহার ।
তাড় খাড়ু গায়ে, পা'য়ে নূপুর সবার ॥
নিরবধি সবার শরীরে কৃষ্ণভাব ।
অশ্রু, কম্প, পুলক—যতেক অনুরাগ ॥
সবার সৌন্দর্য্য যেন অভিন্ন-মদন ।
নিরবধি সবেই করেন সংকীর্ত্তন ॥
পাইয়া অভয় স্বামী প্রভু নিত্যানন্দ ।
নিরবধি কৌতুকে থাকেন ভক্তবৃন্দ ॥
নিত্যানন্দস্বরূপের দাসের মহিমা ।
শতবৎসরেও কহি বারে নাহি সীমা ॥
তথাপিহ নাম কহি—জানি যাঁর যাঁর ।
নাম মাত্র স্মরণেও তরিয়ে সংসার ॥
যাঁর যাঁর সঙ্গে নিত্যানন্দের বিহার ।
সবে নন্দগোষ্ঠী-গোপ-গোপী-অবতার ॥
নিত্যানন্দস্বরূপের নিষেধ লাগিয়া ।
পূর্ব্ব নাম না লিখিল বিদিত করিয়া ॥
পরম পার্ষদ—রামদাস মহাশয় ।
নিরবধি ঈশ্বর-ভাবে সে কথা কয়' ॥
যাঁর বাক্য কেহ ঝাট না পারে বুঝিতে ।
নিরবধি নিত্যানন্দ যাঁর হৃদয়েতে ॥
সবার অধিক ভাব-গ্রস্ত রামদাস ।
যাঁর দেহে কৃষ্ণ আছিলেন তিন মাস ॥
প্রসিদ্ধ চৈতন্যদাস মুরারিপণ্ডিত ।
যাঁর খেলা মহাসর্প-ব্যাঘ্রের সহিত ॥
রঘুনাথ-বৈদ্য-উপাধ্যায় মহামতি ।
যাঁর দৃষ্টিপাতে কৃষ্ণে হয় রতি মতি ॥
প্রেমভক্তি-রসময় গদাধরদাস ।
যাঁর দরশন-মাত্র সর্ব্ব-পাপ-নাশ ॥
প্রেমরস-সমুদ্র—সুন্দরানন্দ-নাম ।
নিত্যানন্দস্বরূপের পার্ষদপ্রধান ॥
পণ্ডিত-কমলাকান্ত—পরম-উদ্দাম ।
যাঁহারে দিলেন নিত্যানন্দ সপ্তগ্রাম ॥
গৌরীদাসপণ্ডিত—পরমভাগ্যবান্ ।
কায়-মন-বাক্যে নিত্যানন্দ যাঁর প্রাণ ॥
বড়গাছি নিবাসী সুকৃতি কৃষ্ণদাস ।
যাঁহার মন্দিরে নিত্যানন্দের-বিলাস ॥
পুরন্দরপণ্ডিত—পরম শান্ত দান্ত ।
নিত্যানন্দস্বরূপের বল্লভ একান্ত ॥
নিত্যানন্দজীবন পরমেশ্বরদাস ।
যাঁহার বিগ্রহে নিত্যানন্দের বিলাস ॥
ধনঞ্জয়পণ্ডিত—মহান্ত বিলক্ষণ ।
যাঁহার হৃদয়ে নিত্যানন্দ সর্ব্বক্ষণ ॥

In Care of Madhabananda Das
Please Return

প্রেমরসে মহামত্ত—বলরামদাস।
যাঁহার বাতাসে সব পাপ যায় নাশ ॥

যদুনাথ কবিচন্দ্র—প্রেমরসময়।
নিরবধি নিত্যানন্দ যাঁহারে সদয় ॥

জগদীশপণ্ডিত—পরমজ্যোতির্দ্ধাম।
সপার্ষদে নিত্যানন্দ যাঁর ধন প্রাণ ॥

পণ্ডিতপুরুষোত্তম—নবদ্বীপে জন্ম।
নিত্যানন্দস্বরূপের মহাভৃত্য মর্ম্ম ॥

পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বসতি।
যাঁর প্রসাদে হয় নিত্যানন্দে মতি ॥

রাঢ়ে জন্ম মহাশয় দ্বিজ-কৃষ্ণদাস।
নিত্যানন্দপারিষদে যাঁহার বিলাস ॥

প্রসিদ্ধ কালিয়া-কৃষ্ণদাস ত্রিভুবনে।
গৌরচন্দ্র লভ্য হয় যাঁহার স্মরণে ॥

সদাশিবকবিরাজ—মহাভাগ্যবান্।
যাঁর পুত্র—শ্রীপুরুষোত্তমদাস-নাম ॥

বাহ্য নাহি পুরুষোত্তমদাসের শরীরে।
নিত্যানন্দচন্দ্র যাঁর হৃদয়ে বিহরে ॥

উদ্ধারণদত্ত—মহাবৈষ্ণব উদার।
নিত্যানন্দসেবায় যাঁহার অধিকার ॥

মহেশপণ্ডিত—অতি পরম মহান্ত।
পরমানন্দ-উপাধ্যায়—বৈষ্ণব একান্ত ॥

চতুর্ভূজপণ্ডিত নন্দন গঙ্গাদাস।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বিলাস ॥

আচার্য্যবৈষ্ণবানন্দ—পরম-উদার।
পূর্ব্বে রঘুনাথপুরী নাম খ্যাতি যাঁর ॥

প্রসিদ্ধ পরমানন্দগুপ্ত মহাশয়।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের আলয় ॥

কৃষ্ণদাস দেবানন্দ—দুই শুদ্ধমতি।
মহান্ত আচার্য্যচন্দ্র—নিত্যানন্দগতি ॥

গায়েন মাধবানন্দঘোষ মহাশয়।
বাসুদেবঘোষ—অতি প্রেমরসময় ॥

মহাভাগ্যবন্ত জীবপণ্ডিত উদার।
যাঁর ঘরে নিত্যানন্দচন্দ্রের বিহার ॥

নিত্যানন্দপ্রিয়—মনোহর নারায়ণ।
কৃষ্ণদাসদেবানন্দ—এই চারিজন ॥

যত ভৃত্য নিত্যানন্দচন্দ্রের সহিতে।
শত-বৎসরেও তাহা না পারি লিখিতে ॥

সহস্র সহস্র এক সেবকের গণ।
নিত্যানন্দপ্রসাদে তাঁহারা গুরু-সম ॥

শ্রীচৈতন্যরসে সবে পরম উদ্দাম।
সবার চৈতন্য নিত্যানন্দ—ধন প্রাণ ॥

কিছুমাত্র আমি লিখিলাম জানি যাঁরে।
সকল বিদিত হৈব বেদব্যাস-দ্বারে ॥

সর্ব্বশেষ ভৃত্য তান্—বৃন্দাবনদাস।
অবশেষপাত্র-নারায়ণী-গর্ব্ভজাত ॥

অদ্যাপিও বৈষ্ণবমণ্ডলে যাঁর ধ্বনি।
"চৈতন্যের অবশেষপাত্র নারায়ণী ॥"

সে সবার বিধিমতে মন্ত্র যন্ত্র লয়ে।
নিত্যানন্দ সহ ভজ গৌর কৃপাময়ে ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ পদে আশ।
ভক্ত-কৃত্য কহে বৃন্দাবনচন্দ্র দাস ॥

“অপ্রেক্ষৈকগতিঃ নিত্যানন্দচন্দ্রময়ী প্রভুঃ।
যদিচ্ছয়া পামরোঽপি উত্তমশ্লোকমীয়তেঃ ॥

মন নিত্যানন্দ বলি ডাক।
এমন দয়াল প্রভু, আর না পাইবে কভু,
হৃদয় কমলে করি রাখ ॥
কিবা সে মধুর লীলা, নটন কীর্ত্তন কলা,
অতীব গম্ভীর অবতার।
আপনার গুপ্ত ধনে, আনি মর্ত্তে করি দানে,
ত্রাণ কৈল এ তিন সংসার ॥
পরশ মণির গুণে, তুচ্ছ লাগে মোর মনে,
লৌহ পরশিলে হেম করে।
নিতাই চৈতন্য গুণে, গান করে কত জনে,
রতন হইল ঘরে ঘরে ॥
আমোদে বলিয়া হরি, নাম সঙ্কীর্ত্তন করি,
প্রেমাবেশে পড়ে লোটাইয়া।
কহে বৃন্দাবন দাস, এমতে করিলা আশ,
বঞ্চিত রহিনু অভাগিয়া ॥

গুরুদেব! এই প্রার্থনা করি সদাই।
যেন অন্তে মিলে হরিরে গৌরনিতাই ॥

In Care of Madhabananda Das
Please Return